অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড : মার্ক

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

২য় খণ্ড : মার্ক

ভূমিকা

সুসমাচারটির লেখক:

মার্ক লিখিত সুসমাচারটি কে লিখেছেন সেই বিষয়ে যদিও কোন অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তবুও প্রাথমিক মণ্ডলী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মার্ককে এই সুসমাচারটির লেখক বলে স্বাক্ষ্য দিয়েছে। মার্ক যে এই সুসমাচারটির লেখক তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আসে প্যাপিয়াস থেকে (১৪০ খ্রী:), যিনি আরও প্রাচীন উৎস উদ্ধৃত করে বলেন: (১) মার্ক পিতরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, যার কাছ থেকে তিনি প্রভু ঈসা মসীহের বাণী ও তাঁর করা কার্যাবলীর বিষয়ে প্রচলিত তথ্যসমূহ লাভ করেন; (২) এসব প্রচলিত তথ্যগুলো সুসজ্জিত অবস্থায় মার্কের কাছে আসে নি; কিন্তু পিতরের তবলিগের মধ্য দিয়ে এসেছে – যে তবলিগ প্রাথমিক ঈসায়ী ঈমানদারদের উদ্দেশে করা হয়েছে; (৩) মার্ক নিখুঁতভাবে প্রাপ্ত উপকরণ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করে এই কিতাবখানি রচনা করেন। উপসংহারে বলা যায় যে, এই সুসমাচারখানা প্রেরিত পিতরের সাক্ষ্য-প্রমাণের বিবৃতির সমন্বয়ে *ইউহোন্না-মার্ক* কর্তৃক আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে (প্রেরিত ১০:৩৭)।

মার্ক-এর পরিচিতি:

প্রেরিতদের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, মার্ক ছিলেন পিতরের সহযোগী। তাঁর বিষয়ে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রেরিত ১২:১২ আয়াতে, যেখানে তাঁর মায়ের কথা বলা হয়েছে, যার ঘর ঈসায়ী ঈমানদারদের সভা-কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হত। তাঁর ঘরটি জেরুশালেমে অবস্থিত ছিল। পৌল ও বার্ণবা জেরুশালেম থেকে আন্তিয়খিয়াতে প্রত্যাবর্তন করার সময় মার্ক তাঁদের সঙ্গী ছিলেন (প্রেরিত ১২:২৫)। মার্ক পরবর্তীতে পৌল ও বার্ণবার প্রথম তবলিগ যাত্রায় তাঁদের "সাহায্যকারী" হিসেবে আবির্ভূত হন (প্রেরিত ১৩:৫); কিন্তু তিনি তাঁদেরকে পাম্ফুলিয়ার পর্গাতে ত্যাগ করেন এবং জেরুশালেমে ফিরে আসেন (প্রেরিত ১৩:১৩)। মার্কের এই কাজে পৌল গভীরভাবে হতাশ হয়েছিলেন; তাই যখন বার্ণবা দ্বিতীয় যাত্রায় তাঁকে নেয়ার প্রস্তাব রাখলেন, পৌল সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর ফলে তাঁদের কাজের সম্পর্কে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় (প্রেরিত ১৫:৩৬-৩৯)। বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে নেন, যিনি তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তাঁরা সাইপ্রাসের দিকে যাত্রা করেন। প্রেরিত কিতাবে তাঁদের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর-পর মার্কের কথা আবার দেখতে পাই রোম থেকে লেখা কলসীয়দের প্রতি পৌলের লেখা চিঠিতে। পৌল মার্কের কাছ থেকে শুভেচ্ছা পাঠান এবং বলেন, "মার্কের বিষয়ে

তোমরা হুকুম পেয়েছ যে, তিনি যদি তোমাদের কাছে উপস্থিত হন তবে তাঁকে গ্রহণ করো" (কল ৪:১০; ফিলিমন ২৪ আয়াত)। এ প্রসঙ্গে মার্ক পুনরায় পৌলের আস্থাভাজন হয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। পৌলের জীবনের শেষ দিকে মার্ক পুরোপুরি তাঁর আনুকূল্য লাভ করেন (২ তীম ৪:১১)।

ইঞ্জিল শরীফে মার্ক লিখিত সুসমাচারের অবস্থান:

প্রাথমিক মণ্ডলীর ঐতিহ্য অনুসারে মার্ক সুসমাচারটি চারটি সুসমাচারের মধ্যে সর্বপ্রথম লিখিত সুসমাচার। প্রাচীন মণ্ডলীতে এর আগে এরকম কোন কিতাব ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত অন্যান্য সুসমাচারের লেখকগণ মার্কের বিষয়ে জানতেন। মথি ও লূক তাঁদের সুসমাচার লেখার সময় মার্ক লিখিত সুসমাচারকে প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছেন, অবশ্য অন্যান্য উৎস থেকেও তাঁরা উপকরণ যুক্ত করেছেন। সুসমাচার লিখিত আকারে আসার বহু পূর্বেই মৌখিকভাবে তা প্রচারিত হয়েছিল। তাই ঈসা মসীহের কথা ও কাজের বহু ধরনের সংগ্রহ ছিল, যেগুলো মার্ক তাঁর সুসমাচার লেখার আগে থেকেই ছিল। সম্ভবত ঈসা মসীহের জীবনের শেষ সপ্তাহের ঘটন-ার লিখিত বিবরণ ছিল কারণ তা প্রথম মণ্ডলীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মার্কের সুসমাচারের মধ্যেই প্রাথমিক মণ্ডলীর লোকেরা প্রথমবারের মত এতগুলো ঘটনাকে এক সঙ্গে কিতাব আকারে হাতে পেয়েছিল।

লেখার সময়কাল:

মথি ও লূক লিখিত সুসমাচার লেখার জন্য মার্কের সুসমাচারটিকে প্রধান উৎসরূপে ব্যবহার করার কথা যারা বিশ্বাস করেন, তাদের কেউ কেউ মনে করেন মার্ক সুসমাচারখানি ৫০ দশক বা ৬০ দশকের প্রথম দিকে লেখা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, সুসমাচারের বিষয়বস্তু, নানা বিবৃতি এবং প্রাথমিক মণ্ডলীর

পিতাদের সাক্ষ্য অনুসারে, সুসমাচারটি ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেম ধ্বংসের কিছু পূর্বে লেখা হয়েছে। এই সব সাক্ষ্য অনুসারে বলা যায় যে, মার্ক লিখিত সুসমাচারখানি ৫৫-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য লেখা হয়েছে।

লিখবার স্থান:
প্রাথমিক মণ্ডলীর প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে মার্ক কিতাবটি রোম শহরে লেখা হয়েছিল। খুব সম্ভবত হযরত পিতর মার্ককে এই সুসমাচার লিখতে সাহায্য করেছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে দুটি কারণ তুলে ধরা যায়: (১) ঐতিহাসিক সূত্র বলে, পিতর তাঁর জীবনের শেষ দিকে রোমে ছিলেন এবং সেখানে সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন; (২) ইঞ্জিল শরীফ আমাদেরকে বলে যে, প্রায় একই সময়ে মার্কও রোমে ছিলেন এবং তিনি পিতরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন (২ তীম ৪:১১; ১ পিতর ৫:১৩)।

যাদের জন্য লেখা হয়েছে:
এই সুসমাচারটি যাদের জন্য লেখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে তারা ছিল অ-ইহুদী থেকে আসা ঈমানদারদের দল। এই ঈমানদারদের দিয়েই জেরুশালেমের মণ্ডলীর বাইরে প্রথম ঈসায়ী মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল। তবে এই কিতাবটির মধ্যে ইহুদী প্রথা (৭:২-৪; ১৫:৪২), অরামীয় শব্দের অনুবাদ (৩:১৭; ৫:৪১; ৭:১১,৩৪; ১৫:২২) এবং অত্যাচার ও সাক্ষ্যমর হওয়ার ঘটনাবলীতে বিশেষ জোর দিতে দেখা যায় (৮:৩৪-৩৮; ১৩:৯-১৩), যা রোমীয় ঈমানদারদের সাথে আরও বেশি সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুসমাচারটির উদ্দেশ্য:
যেহেতু মার্কের সুসমাচার রোমে বসে লেখা হয়েছে, সে কারণে এটি ৬৪-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় মণ্ডলীর উপর কৃত অত্যাচার-নির্যাতন উপলক্ষ করে রচনা করা হতে পারে। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমে সেই সর্বজনবিদিত দাবানল স্বয়ং সম্রাট নীরো কর্তৃক জ্বালানো হয়েছিল, কিন্তু এর জন্য ঈসায়ীদের দোষ দেয়া হয়েছিল এবং এই অজুহাতে তাদের উপরে ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়েছিল। মার্ক তাঁর পাঠকদের এই যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে সুসমাচারটি লিখতে পারেন এবং তিনি তাদের সামনে আমাদের প্রভুর জীবনকে তুলে ধরেছেন। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এ সুসমাচার জুড়ে অনেকবার শিষ্যত্ব ও যন্ত্রণাভোগের বিষয়ে বলা হয়েছে (১:১২-১৩; ৩:২২,৩০; ৮:৩৪-৩৮; ১০:৩০,৩৩-৩৪,৪৫; ১৩:৮,১১-১৩)। তবে সম্ভবত এই সুসমাচার লেখার সময়ে একাধিক উদ্দেশ্য তাঁর মনের মধ্যে ছিল।

মার্ক লিখিত সুসমাচারখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ:
১. **ক্রুশ**। ক্রুশের মানবীয় আবশ্যকতা (১২:১২; ১৪:১-২; ১৫:১০) এবং বেহেশতী আবশ্যকতা উভয়ই (৮:৩১; ৯:৩১; ১০:৩৩) মার্কের লেখায় জোর দেওয়া হয়েছে।
২. **শিষ্যত্ব**। শিষ্যত্বের উপর কিতাবের বিভিন্ন অংশে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যেগুলো ঈসা মসীহের দুঃখভোগ সম্পর্কে তাঁর পূর্বাভাস থেকে উঠে আসে (৮:৩৪-৯:১; ৯:৩৫–১০:৩১; ১০:৪২-৪৫)।
৩. **ঈসা মসীহের শিক্ষা দান**। মার্ক ঈসা মসীহের শিক্ষার বিষয়ে অন্যান্য লেখকের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ লিখেছেন এবং এখানে ঈসা মসীহ্‌কে শিক্ষকরূপে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "শিক্ষক," "শিক্ষা দেয়া" অথবা "শিক্ষা" এবং "রব্বি" মার্ক সুসমাচারে ৩৯ বার উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. **ঈসায়ী সংক্রান্ত গোপনীয়তা**। কয়েকটি কারণে ঈসা মসীহ্‌ সত্যিকারভাবে কে ছিলেন তা তিনি তাঁর সাহাবীদের বা যাদের জন্য তিনি অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তাদেরকে সেই ব্যাপারে নীরব থাকতে বলে দিয়েছিলেন। (১:৩৪,৪৪; ৩:১২; ৫:৪৩; ৭:৩৬; ৮:২৬,৩০; ৯:৯)।
৫. **আল্লাহ্‌র পুত্র**। যদিও মার্ক ঈসা মসীহের মানবত্বের উপর জোর দিয়েছেন (৩:৫; ৬:৬,৩১,৩৪; ৭:৩৪; ৮:১২,৩৩; ১০:১৪; ১১:১২), তবুও তিনি তাঁর আল্লাহ্‌ত্বকে অবহেলা করেন নি (১:১,১১; ৩:১১; ৫:৭; ১২:১–১১; ১৩:৩২; ১৫:৩৯)।

মার্কের সুসমাচার ছিল ঈসা মসীহের সেবা-কাজের একটি সহজ, সংক্ষিপ্ত, অলঙ্কারহীন, কিন্তু স্পষ্ট বিবরণ। এতে ঈসা মসীহের বলা বাণী লিপিবদ্ধ করার চেয়ে তিনি যা যা করেছেন তার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিতাবখানা "সুসমাচারের শুরু" (১:১) এই কথা দিয়ে শুরু করা হয়েছে, যে সুসমাচারের মধ্য ছিল ঈসা মসীহের জীবন, কাজ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান।

প্রধান আয়াত:
"কারণ বাস্তবিক ইবনুল-ইনসানও পরিচর্যা পেতে আসেন নি, কিন্তু পরিচর্যা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে এসেছেন" (১০:৪৫)।

প্রধান প্রধান লোক:
ঈসা মসীহ্‌, ১২ জন সাহাবী, পীলাত ও ইহুদী ধর্মীয় নেতাগণ।

প্রধান স্থানসমূহ:
কফরনাহূম, নাসরত, সিজারিয়া, ফিলিপী, জেরিকো, বৈথনিয়া, জৈতুন-পর্বত, জেরুশালেম ও গলগাথা।

কিতাবখানির রূপরেখা:

(১) ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের শুরু (১:১-১৩)
ক. হযরত ইয়াহিয়ার ঘোষণা (১:১-৮)
খ. ঈসা মসীহের বাপ্তিস্ম (১:৯-১১)
গ. ঈসা মসীহ্‌কে গুনাহে ফেলবার চেষ্টা (১:১২-১৩)
(২) গালীলে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ (১:১৪-৬:২৯)
ক. ঈসা মসীহের গালীলে সুসমাচার তবলিগের আরম্ভ (১:১৪-৩:১২)
১. ঈসা মসীহ্‌ তাঁর প্রথম সাহাবীকে আহ্বান করেন (১:১৪-২০)
২. ঈসা মসীহ্‌ নাপাক রূহ্‌ ছাড়ান (১:২১-৩৪)
৩. গালীল প্রদেশে তবলিগ যাত্রা (১:৩৫-৪৫)
৪. কফরনাহূমে পরিচর্যা কাজ (২:১-১২)
৫. বিশ্রামবার সম্বন্ধে ঈসা মসীহের উপদেশ (২:২৩-৩:১২)
খ. পরবর্তী সময়ে গালীলে পরিচর্যা কাজ (৩:১৩-৬:২৯)
১. বারো জনকে সাহাবী-পদে নিয়োগ দান (৩:১৩-১৯)
২. ঈসা মসীহ্‌ ও বেল্‌সবূব (৩:২০-৩৫)
৩. রাজ্যের বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষা (৪:১-৩৪)
৪. ঈসা মসীহ্‌ ঝড় থামান ও গালীল সাগর পাড়ি দেওয়া (৪:৩৫–৫:২০)
৫. গালীলে আরও অলৌকিক কাজ (৫:২১-৪৩)
৬. নিজের নগরের লোকেরা ঈসা মসীহ্‌কে অগ্রাহ্য করে (৬:১-৬)
৭. বারো জন সাহাবীকে তবলিগে প্রেরণ (৬:৭-১৩)
৮. হযরত ইয়াহিয়ার শাহাদাত বরণ (৬:১৪-২৯)
(৩) গালীল থেকে সরে যাওয়া (৬:৩০–৯:৩২)
ক. গালীল সাগরের পূর্ব তীরের দিকে (৬:৩০-৫২)
খ. গালীল সাগরের পশ্চিম তীরের দিকে ৬:৫৩-৭:২৩)
গ. সুর-ফৈনীকীর স্ত্রীলোকটির ঈমান (৭:২৪-৩০)
ঘ. দিকাপলি অঞ্চলে পরিচর্যা কাজ (৭:৩১-৮:১০)
ঙ. সিজারিয়া ফিলিপীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পরিচর্যা কাজ (৮:১১-৯:৩২)
(৪) গালীলে সর্বশেষ পরিচর্যা কাজ (৯:৩৩-৫০)
(৫) এহুদিয়া ও পেরিয়ায় ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ (১০ অধ্যায়)
ক. স্ত্রী তালাকের বিষয়ে শিক্ষা (১৩:১-১২)
খ. শিশুদের প্রতি ঈসা মসীহের দোয়া (১০:১৩-১৬)
গ. এক জন ধনবান (১০:১৭-৩১)
ঘ. ঈসা মসীহ্‌ তৃতীয় বার নিজের মৃত্যুর বিষয় বলেন (১৩:৩২-৩৪)
ঙ. আল্লাহ্‌-রাজ্যে মহান কে? (১০:৩৫-৪৫)
চ. অন্ধ বরতীময়কে সুস্থ করা (১০:৪৬-৫২)
(৬) ঈসা মসীহের দুঃখভোগ (অধ্যায় ১১-১৫)
ক. ঈসা মসীহের জেরুশালেমে প্রবেশ (১১:১-১১)
খ. বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কার করা (১১:১২-১৯)
গ. ইহুদীদের নেতাদের সাথে শেষ বিরোধ (১১:২০-১২:৪৪)
ঘ. শেষ যুগ সম্পর্কে জৈতুন পর্বতের শিক্ষা (অধ্যায় ১৩)
ঙ. ঈসা মসীহের অভিষেক (১৪:১-১১)
চ. ঈসা মসীহের গ্রেফতার, বিচার ও মৃত্যু (১৪:১২-১৫:৪৭)
(৭) ঈসা মসীহের পুনরুত্থান (অধ্যায় ১৬)

মার্ক লিখিত সুসমাচারের প্রধান প্রধান স্থান

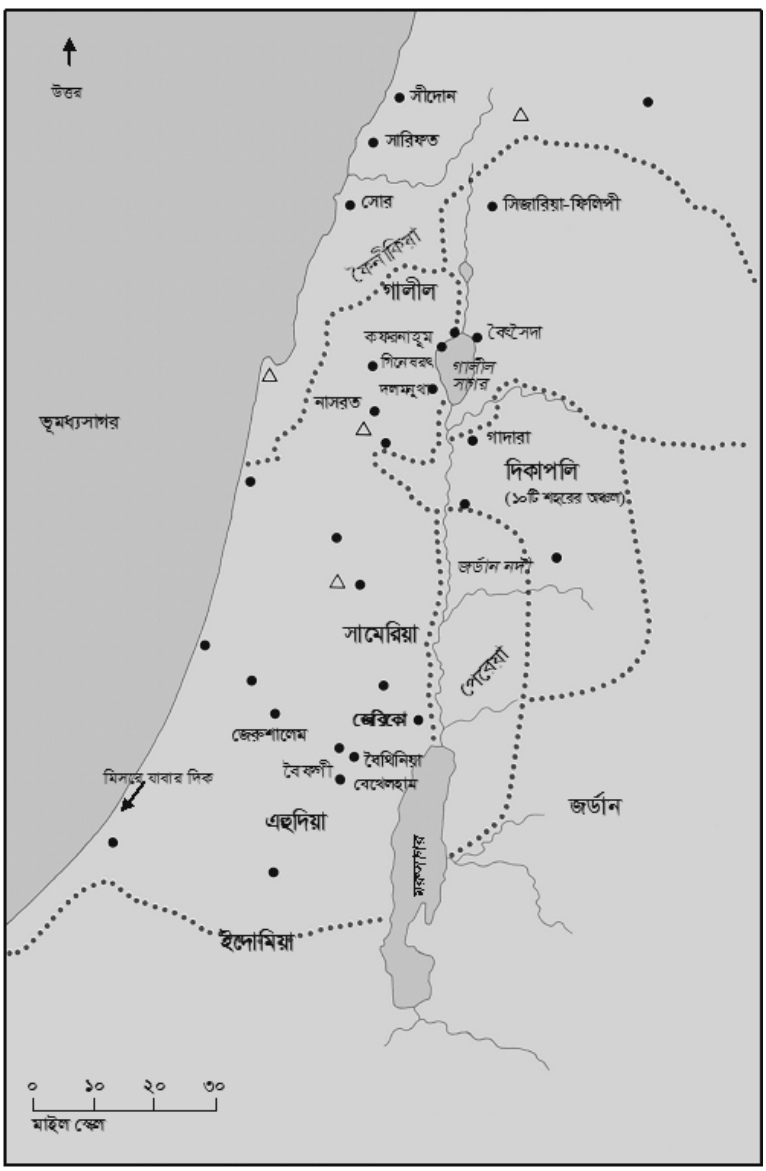

চারখানা সুসমাচারের মধ্যে মার্ক লিখিত সুসমাচারটি ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে যে সব কাহিনী এখানে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো যেভাবে ক্রমানুসারে ঘটেছে, মার্কের মধ্যে তার ধারাবহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও চারখানা সুসমাচারের মধ্যে মার্ক সুসমাচারটি হল সবচেয়ে ছোট, তবু এখানে সবচেয়ে বেশি ঘটনার বিবরণ রয়েছে। বেশিরভাগ কাজের কেন্দ্র হল গালীল প্রদেশ যেখান থেকে ঈসা মসীহ্ তাঁর কাজ শুরু করেন। কফরনাহূমকে তিনি তাঁর কাজের ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করেন (১:২; ১:২:১; ৯:৩৩) সেখান থেকেই তিনি বৈৎসৈদায় যান, যেখানে তিনি একজন অন্ধ লোককে সুস্থ করেন (৮:২২)। গিনেষরতে তিনি অনেক অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করেন (৬:৫৩)। তিনি সোর ও সীদোনে (অনেক উত্তরে) অনেক অসুস্থ লোককে সুস্থ করেন, অনেক চিহ্ন-কাজ সাধন করেন এবং ফৈনিকীয় স্ত্রীলোক সেখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন (৩:৮; ৭:২)। সিজারিয়া ফিলিপীতে পিতর তাঁকে জীবন্ত আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ঘোষণা দেন (৮:২৭)। গালীল ও তার আশে পাশের এলাকায় পরিচর্যা কাজের শেষে ঈসা মসীহ্ জেরুশালেমের দিকে ধাবিত হন (১০:১)। জেরুশালেমে আসবার আগে তিনি তিনবার তাঁর সাহাবীদের বলেন যে, ইহুদীরা জেরুশালেমে তাঁকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করবে কিন্তু তিনি মৃত্যুর তিন দিন পরে আবার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন (৮:৩১; ৯:৩১; ১০:৩৩,৩৪)।

হযরত ইয়াহিয়ার ঘোষণা

১ [১] ঈসা মসীহের সুসংবাদের আরম্ভ; তিনি
আল্লাহ্‌র পুত্র। [২] ইশাইয়া নবীর কিতাবে
যেমন লেখা আছে,
"দেখ, আমি আমার সংবাদদাতাকে
তোমার আগে প্রেরণ করবো;
সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।
[৩] মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর,
সে ঘোষণা করছে,
তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাজপথ সকল সরল কর;"
[৪] সেই অনুসারে ইয়াহিয়া উপস্থিত হয়ে
মরুভূমিতে বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন এবং গুনাহ্‌
মাফের জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম তবলিগ
করতে লাগলেন। [৫] তাতে সমস্ত এহুদিয়া দেশ ও
জেরুশালেম-নিবাসী সকলে বের হয়ে ইয়াহিয়ার
কাছে যেতে লাগল। আর তারা নিজ নিজ গুনাহ্‌
স্বীকার করে জর্ডান নদীতে তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম
নিতে লাগল। [৬] ইয়াহিয়া উটের লোমের কাপড়
পরতেন এবং তাঁর কোমরে চামড়ার
কোমরবন্ধনী ছিল। তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু
ভোজন করতেন। [৭] তিনি তবলিগ করে বলতেন,
যিনি আমার চেয়ে শক্তিমান তিনি আমার পরে
আসছেন; আমি হেঁট হয়ে তাঁর জুতার ফিতা
খুলবার যোগ্য নই। [৮] আমি তোমাদেরকে
পানিতে বাপ্তিস্ম দিলাম কিন্তু তিনি তোমাদেরকে
পাক-রূহে বাপ্তিস্ম দেবেন।

[১:১] মথি ৪:৩।
[১:২] মালাখি ৩:১; মথি ১১:১০; লূক ৭:২৭।
[১:৩] ইশা ৪০:৩।
[১:৪] ইউ ১:২৬, ৩৩; ৯:৩,৪; লূক ১:৭৭।
[১:৬] ২বাদশা ১:৮; লেবীয় ১১:২২।
[১:৭] প্রেরিত ১৩:২৫।
[১:৮] ইশা ৪৪:৩; যোয়েল ২:২৮; ইউ ১:৩৩।
[১:৯] মথি ২:২৩; ৩:১।

ঈসা মসীহের বাপ্তিস্ম

[৯] সেই সময়ে ঈসা গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রাম
থেকে এসে ইয়াহিয়ার দ্বারা জর্ডান নদীতে

১:১ সুসংবাদের আরম্ভ। সুসমাচারের ভূমিকা (ইউ ১১:১)। সুসমাচার শব্দটির প্রাচীন ইংরেজি প্রতিশব্দ গুডস্পেল (Goodspell), অর্থাৎ "উত্তম কাহিনী" বা "সুসমাচার"। এই সুসমাচার বা ইঞ্জিল হচ্ছে – আল্লাহ্‌ ঈসা মসীহের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য নাজাতের ব্যবস্থা করেছেন।

মসীহ্‌। গ্রীক *খ্রীষ্তস* ও হিব্রু *মেসায়াহ্‌*, উভয়ের অর্থ "অভিষিক্ত জন" (মথি ১:১৭, ২১)।

১:২-৩ ইশাইয়া নবীর কিতাবে ...। এই উদ্ধৃতিটির প্রথম দুই লাইন হিজ ২৩:২০ এবং মালাখি ৩:১ থেকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী অংশটি ইশা ৪০:৩ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে (মথি ২৭:৯)। ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পুরাতন নিয়মেই করা হয়েছে। ইশাইয়া আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা তাঁর পুত্র ঈসাতে পূর্ণতা লাভ করছে (১ আয়াত)। উদ্ধৃত কিতাবের অংশ সংবাদদাতা, প্রান্তর ও প্রভু সম্পর্কে কথা বলে, যার প্রত্যেকটিকে ৪-৮ আয়াতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইশাইয়া ছিলেন সুসমাচারের নবী (ইশা ৪০:৯; ৫২:৭; ৬১:১) । উভয় ভবিষ্যদ্বাণী বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি দেখাতে বলা হয়েছিল, যা মসীহের আগমনের প্রস্তুতিস্বরূপ। এ দু'টি বাক্যই মূল অর্থবোধক এবং আল্লাহ্‌র লোকদের কাছে তাঁর নৈকট্যের বিষয়ে কথা বলে, তবুও সেগুলো তাৎপর্যের সঙ্গে এখানে ঈসা মসীহের প্রতি প্রয়োগ হয়েছে।

১:৪ ইয়াহিয়া উপস্থিত হয়ে। ইউহোন্নার সুসমাচারের মত মার্কের সুসমাচারেও ঈসা মসীহের জন্ম বিষয়ক কোন কাহিনী নেই, বরং সরাসরি বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার পরিচর্যা কাজ দিয়ে শুরু হয়েছে। ইয়াহিয়া নামের অর্থ *সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ অনুগ্রহশীল*।

বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন। যারা মন পরিবর্তন করে তাঁর কাছে এসেছিল, তাদের তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। তাঁর পরিচর্যা কাজ এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল যে, তিনি বাপ্তিস্মদাতা নামে পরিচিতি লাভ করেন।

মরুভূমি। মরু সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত শুষ্ক অঞ্চল; এখানকার অধিবাসীরাই *ডেড সী স্ক্রল* লিখেছিল ও সংরক্ষণ করেছিল যা পরবর্তীতে আমরা পেয়েছি।

মন পরিবর্তন। এর গ্রীক প্রতিশব্দটি (*মেতানইয়া*) মূলত মনের পরিবর্তন বোঝায়, কিন্তু এখানে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়গত প্রভাব থেকে ফিরে আসা বোঝায়, যার ফলে তার আচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। এতে গুনাহ্‌ থেকে মন পরিবর্তনের উপর ইয়াহিয়ার গুরুত্ব দেয়ার তবলিগকে স্মরণ করিয়ে দেয় (উদাহরণ, হোসিয়া ৩:৪-৫)। আল্লাহ্‌ সব সময় ক্ষমা করে থাকেন, যখন আমরা মন পরিবর্তন করি থাকি।

বাপ্তিস্ম। ইয়াহিয়া মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম তবলিগ করছিলেন। ইয়াহিয়ার শ্রোতাদের জন্য বাপ্তিস্ম নতুন কিছু ছিল না। যারা অ-ইহুদী থেকে ইহুদী ধর্মে ঈমান আনত তাদের ব্যাপারে ইহুদীরা বাপ্তিস্মের ব্যবহার সম্পর্কে জানত, কিন্তু তারা শোনে নি যে, ইব্রাহিমের বংশধরদের (ইহুদীদের) মন পরিবর্তন করতে হবে ও বাপ্তিস্ম নিতে হবে।

১:৫ সমস্ত ... সকলে। অবশ্যই অতিশয়োক্তি; এর মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, ইয়াহিয়ার তবলিগ মানুষের মধ্য উচ্চ আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল; কারণ বহু শতাব্দী ধরে, ইসরাইলে কোন নবী ছিল না।

জর্ডান নদী। প্যালেস্টাইনের প্রধান নদী, যা হর্মোন পর্বতের তুষার গলা স্রোত থেকে শুরু হয়ে মরু সাগরে গিয়ে শেষ হয়েছে। জেরুশালেম থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২০ মাইল।

১:৬ উটের লোমের কাপড় ... চামড়ার কোমরবন্ধনী। ইলিয়াস ও অন্যান্য নবীরাও এ রকম পোশাক পরতেন (২ বাদশাহ্‌ ১:৮; জাকা ১৩:৪)। চামড়ার কোমরবন্ধনী ছিল চওড়া একটা বাঁধনি যেটি কেবল কোমরের কাপড়কে শক্ত করেই রাখত না কিন্তু তার ভাঁজের মধ্যে টাকা অথবা অন্য কোন জিনিষও রাখতে সাহায্য করত।

পঙ্গপাল ও বনমধু। মথি ৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন। পঙ্গপাল দরিদ্রদের খাবার হলেও বর্তমানে বেদুইনরা তা পুড়িয়ে বা নোনতা করে খায়।

১:৮ পাক-রূহে বাপ্তিস্ম। মথি ৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন (ইশা ৪৪:৩; ইহি ৩৬:২৬; যোয়েল ২:২৮)।

১:৯ সেই সময়ে। ঈসা মসীহ্‌ তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজ সম্ভবত ২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শুরু করেছিলেন, যখন তিনি প্রায় ৩০ বছর বয়স্ক ছিলেন (লূক ৩:২৩)। ঈসা মসীহ্‌ গুনাহের জন্য অনুতাপ করেন নি এবং যদিও তিনি ইয়াহিয়ার কাছে বাপ্তিস্ম নিলেন। তাঁর জন্য বাপ্তিস্ম ছিল সমস্ত ধার্মিকতার পূর্ণতা সাধন করা।

গালীল। মহান হেরোদের ছেলে হেরোদ আন্তিপাস দ্বারা শাসিত প্যালেষ্টাইনের উত্তর দিকের প্রদেশ।

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন। ১০ আর তৎক্ষণাৎ পানির
মধ্য থেকে উঠবার সময়ে তিনি দেখলেন,
আসমান দু'ভাগ হয়ে গেল এবং পাক-রূহ্
কবুতরের মত তাঁর উপরে নেমে আসছেন।
১১ আর বেহেশত থেকে এই বাণী হল, 'তুমিই
আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত'।

ঈসা মসীহ্‌কে গুনাহে ফেলবার চেষ্টা

১২ আর তৎক্ষণাৎ পাক-রূহ্ ঈসাকে মরুভূমিতে
পাঠিয়ে দিলেন। ১৩ সেই মরুভূমিতে তিনি চল্লিশ
দিন ধরে শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হলেন; আর
তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে রইলেন এবং বেহেশতের
ফেরেশতারা তাঁর পরিচর্যা করতেন।

ঈসা মসীহের গালীলে সুসমাচার তবলিগের আরম্ভ

১৪ আর ইয়াহিয়াকে কারাগারে নেওয়ার পর
ঈসা গালীলে এসে আল্লাহ্‌র সুসমাচার তবলিগ
করে বলতে লাগলেন,

'কাল সম্পূর্ণ হল, আল্লাহ্‌র রাজ্য
সন্নিকট হল;

[১:১০] ইউ ১:৩২।

[১:১১] মথি ৩:১৭।

[১:১৩] হিজ ২৪:১৮; ১বাদশা ১৯:৮; মথি ৪:১০; ইব ৪:১৫।

[১:১৪] মথি ৩:১; ৪:১২; ৪:২৩।

[১:১৫] রোমীয় ৫:৬; গালা ৪:৪; ইফি ১:১০; ইউ ৩:১৫; প্রেরিত ২০:২১।

[১:১৮] মথি ৪:১৯।

[১:২১] আঃ ৩৯; মথি ৪:২৩; মার্ক

১৫ তোমরা মন ফিরাও ও সুসংবাদে বিশ্বাস
কর।'

ঈসা মসীহ্ তাঁর প্রথম সাহাবীকে আহ্বান করেন

১৬ পরে গালীল-সমুদ্রের তীর দিয়ে যেতে যেতে
তিনি দেখলেন, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়
সাগরে জাল ফেলছেন, কেননা তাঁরা জেলে
ছিলেন। ১৭ ঈসা তাঁদেরকে বললেন, আমাকে
অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে মানুষ ধরা
জেলে করবো। ১৮ আর তৎক্ষণাৎ তাঁরা জাল
পরিত্যাগ করে তাঁর পিছনে চললেন। ১৯ পরে
তিনি কিঞ্চিৎ আগে গিয়ে সিবদিয়ের পুত্র ইয়াকুব
ও তাঁর ভাই ইউহোন্নাকে দেখতে পেলেন;
তাঁরাও নৌকাতে জাল সারছিলেন। ২০ তিনি
তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে ডাকলেন, তাতে তাঁরা
তাঁদের পিতা সিবদিয়কে কর্মচারীদের সঙ্গে
নৌকায় রেখে তাঁর পিছনে চললেন।

ঈসা মসীহ্ নাপাক রূহ্ ছাড়ান

২১ পরে তাঁরা কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন আর
তৎক্ষণাৎ তিনি বিশ্রামবারে মজলিস-খানায় গিয়ে

নাসরত। গালীল সাগরের দক্ষিণ তীর থেকে ২৬ কি:মি: (প্রায় ১৫ মাইল) দূরের একটি শহর।

১:১০ তৎক্ষণাৎ। মার্কের প্রিয় একটি বিশেষণ। তিনি মোট ৪৭ বার তাঁর সুখবরে এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন (আয়াত ১২)।

পাক-রূহ্ ... নেমে আসছেন। পরিচর্যা কাজের জন্য ঈসা মসীহের অভিষেক, যে অভিষেকের দাবী তিনি নাসরতের একটি এবাদতখানায় করেছিলেন (লূক ৪:১৮)।

কবুতরের মত। পাক-রূহের মৃদুতা, শুদ্ধতা ও দোষহীনতাকে প্রতীকী হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে (মথি ১০:১৬)।

১:১১ বাণী। আল্লাহ্ অনেক সময় বেহেশত থেকে সরাসরি কথা বলেন (৯:৭; ইউ ১২:২৮-২৯)।

তুমিই আমার প্রিয় পুত্র। ১ম আয়াতে মার্ক ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্ররূপে ঘোষণা করেন, এখানে পিতা আল্লাহ্ নিজেই ঈসাকে তাঁর পুত্র বলে ঘোষণা করছেন।

১:১৩ পরীক্ষিত হলেন। মথি ৪:১-১১ আয়াতের নোট দেখুন।

শয়তান। পয়দা ৩:১; জাকা ৩:১; প্রকা ২:৯-১০; ১২:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন।

বন্য পশু। ঈসা মসীহের সময়ে প্যালেস্টাইনে বর্তমান সময়ের চেয়ে আরও অনেক বেশি বন্য পশু ছিল এবং এর মধ্যে সিংহও ছিল। কেবল মার্ক বন্য পশুর উপস্থিতির কথা বলেছেন; তিনি জোর দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ প্রান্তরে ঈসাকে নিরাপদ রেখেছিলেন।

বেহেশতের ফেরেশতারা তাঁর পরিচর্যা করতেন। যেরূপ তারা প্রান্তরে ইসরাইলের পরিচর্যা করেছিলেন (হিজ ২৩:২০,২৩; ৩২:৩৪)।

১:১৪ ইয়াহিয়াকে কারাগারে নেওয়ার পর। ঈসা মসীহের বাপ্তিস্ম ও গালীলে তাঁর পরিচর্যা কাজের মধ্যে সময়ের ব্যবধান রয়েছে (তখন তিনি কি করছেন, তার জন্য দেখুন ইউ ১:১৯–৪:৪২)। ইয়াহিয়ার বন্দী হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করেছে (৯:৩১; ১৪:১৮; রোমীয় ৮:৩২)। মথি ৪:১২ ও লূক ৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

আল্লাহ্‌র সুসমাচার। আল্লাহ্ থেকে আগত এবং আল্লাহ্ সম্পর্কিত সুসংবাদ।

আল্লাহ্‌র রাজ্য। মথি ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

সন্নিকট। ঈসা মসীহের (বাদশাহ্‌র) আগমন আল্লাহ্‌র রাজ্যকে লোকদের কাছে নিয়ে এসেছে। মানুষের দিক থেকে সুসমাচার সম্বন্ধে *মন ফিরানো* ও *ঈমান আনা* শব্দ দু'টি প্রধান শব্দ। আল্লাহ্‌র রাজ্য বলতে মানুষের হৃদয়ে ও সমাজে আল্লাহ্‌র শাসন বোঝায়; স্পষ্টত এটি ঈসা মসীহের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

১:১৬ গালীল-সমুদ্র। প্যালেস্টাইনের একটি হ্রদ, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের ৭০০ ফুট গভীর, ১৪ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রশস্ত; এই হ্রদের সমস্ত পানি জর্ডান নদী থেকে এসেছে। একে গিনেষরৎ হ্রদ (লূক ৫:১) এবং তিবিরিয়া সাগরও বলা হয়ে থাকে (ইউ ৬:১; ২১:১)। পুরাতন নিয়মের সময়ে এটি কিন্নেরৎ সাগর নামে পরিচিত ছিল (শুমারী ৩৪:১১)।

শিমোন। সম্ভবত পুরাতন নিয়মের শিমিয়োন নামের সঙ্কোচন (প্রেরিত ১৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। মসীহ্ শিমোনের নাম দিয়েছিলেন পিতর (৩:১৬; মথি ১৬:১৮; ইউ ১:৪২)।

জাল। মথি ৪:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১৭ আমাকে অনুসরণ কর। শিষ্যত্বের আহ্বান সুনির্দিষ্ট এবং পূর্ণ সমর্পণ দাবী করে। এটি শিমোন ও আন্দ্রিয়ের সাথে ঈসা মসীহের প্রথম সাক্ষাত নয় (ইউ ১:৩৫-৪২ দেখুন)।

মানুষ ধরা জেলে। তবলিগকারী (লূক ৫:১০)।

১:২১ কফরনাহূম। মথি ৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

মজলিস-খানা। এই শব্দের অর্থ "একত্রে আনা" বা "এসেম্বলি"। সেই সময়কার ইহুদীদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। নির্বাসন কালে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল; এটি এমন স্থানের ব্যবস্থা করত যেখানে ইহুদীরা কিতাব অধ্যয়ন করতে পারত এবং আল্লাহ্‌র এবাদত করতে পারত। প্রধানত এখানে শিক্ষামূলক এবাদতের জন্য এটি ব্যবহার করা হত ও স্থানীয় বিচারালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হত (লূক ১২:১১; ২১:১২), যেখানে শাস্তি ঘোষণা করা হত (মথি ১০:১৭)।

উপদেশ দিতে লাগলেন। ২২ তাতে লোকে তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হল, কারণ তিনি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির মত তাদেরকে উপদেশ দিতেন, আলেমদের মত নয়। ২৩ তখন তাদের মজলিস-খানায় এক ব্যক্তি ছিল, যাকে নাপাক রূহে পেয়েছিল; ২৪ সে চেঁচিয়ে বললো, হে নাসরতীয় ঈসা, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদেরকে বিনাশ করতে আসলেন? ২৫ আমি জানি, আপনি কে; আল্লাহ্‌র সেই পবিত্র ব্যক্তি। তখন ঈসা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হও। ২৬ তাতে সেই নাপাক রূহ্ তাকে মুচ্‌ড়ে ধরে ভীষণ চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল। ২৭ এতে সকলে চমৎকৃত হল, এমন কি তারা পরস্পর বিতর্ক করে বললো, এটা কি? এটা কেমন নতুন উপদেশ! উনি ক্ষমতা সহকারে বদ-রূহ্‌দেরকেও হুকুম করেন আর তারা তাঁর হুকুম মানে। ২৮ তখন তাঁর কথা তৎক্ষণাৎ সমুদয় গালীল প্রদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

১০:১।
[১:২২] মথি ৭:২৮,২৯।
[১:২৪] মথি ৮:২৯; ২:২৩; লূক ২৪:১৯; ১:৩৫; ইউ ১:৪৫,৪৬; ৬:৬৯; প্রেরিত ৪:১০; ২৪:৫; ৩:১৪; জবুর ১৬:১০; ইশা ৪১:১৪,১৬,২০; ১ইউ ২:২০।
[১:২৫] আঃ ৩৪।
[১:২৬] মার্ক ৯:২০।
[১:২৭] মার্ক ১০:২৪,৩২।
[১:২৮] মথি ৯:২৬।
[১:২৯] আঃ ২১,২৩।
[১:৩১] লূক ৭:১৪ ।
[১:৩২] মথি ৪:২৪।
[১:৩৪] মথি ৪:২৩; মার্ক ৩:১২; প্রেরিত ১৬:১৭,১৮।

শিমোনে বাড়িতে অনেকে সুস্থ হল

২৯ পরে মজলিস-খানা থেকে বের হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ইয়াকুব ও ইউহোন্নার সঙ্গে শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। ৩০ তখন শিমোনের শাশুড়ির জ্বর হয়েছিল বলে তিনি শুয়ে ছিলেন; আর তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁর কথা ঈসাকে বললেন, ৩১ তাতে তিনি কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে তাঁকে উঠালেন। তখন তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল আর তিনি তাঁদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।
৩২ পরে সন্ধ্যাবেলা, সূর্য অস্ত গেলে লোকেরা সমস্ত অসুস্থ লোককে এবং বদ-রূহে পাওয়া লোকদেরকে তাঁর কাছে আনলো। ৩৩ আর নগরের সকল লোক সেই বাড়ির দরজায় একত্র হল। ৩৪ তাতে তিনি নানা রকম রোগে অসুস্থ অনেক লোককে সুস্থ করলেন এবং অনেক বদ -রূহ্ ছাড়ালেন, আর তিনি বদ-রূহ্‌দেরকে কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনতো।

মজলিস-খানার সভাপতি ঠিক করে দিতেন কোন সপ্তাহের বিশ্রামবারে কে কিতাব পড়বে ও ব্যাখ্যা করবে। ঈসা মসীহ্ এ সময় অনেকবার সুযোগ পেয়েছিলেন কিতাবের বাণী ব্যাখ্যা করার, পরে পৌলকেও সেরূপ আমন্ত্রণ পেতে দেখা যায়। মজলিস-খানা যে কোন শহরে প্রতিষ্ঠা করা যেত, যেখানে কমপক্ষে দশজন ইহুদী বিবাহিত লোক থাকত।

উপদেশ দিতে লাগলেন। পৌলের মত ঈসা মসীহ্‌ও (প্রেরিত ১৩:১৫; ১৪:১; ১৭:২; ১৮:৪) এ প্রথাটির সুযোগ নিলেন এবং মজলিস-খানার নেতাদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে এবাদতের সময় শিক্ষাদান করলেন।

১:২২ চমৎকৃত হল। মার্ক বার বার চমৎকৃত হওয়ার বিষয়ে লিখেছেন, যা ঈসা মসীহের শিক্ষা ও কাজ সৃষ্টি করেছিল (২:১২; ৫:২০,৪২; ৬:২,৫১; ৭:৩৭; ১০:২৬; ১১:১৮; ১৫:৫)। শরীয়তের শিক্ষকরা যেভাবে শিক্ষা দিতেন তিনি সেরূপ শিক্ষা দিতেন না। তাঁর শিক্ষায় যে কর্তৃত্ব ফুটে উঠত তা সরাসরি আল্লাহ্ থেকে এসেছে।

আলেম। মথি ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১:২৩ যাকে নাপাক রূহে পেয়েছিল। বদ-রূহ্‌রা আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে যারা সৃষ্ট তাদের ধ্বংস করতে উদ্যত ছিল; কিন্তু বদ-রূহ্‌রা স্বীকার করেছিল যে, ঈসা মসীহ্ শক্তিমান প্রতিপক্ষ, শয়তানের বাহিনীকে যিনি ধ্বংস করতে সমর্থ। বদ-রূহ্‌রা বাস্তবিক ছিল এবং তারা সাহাবীদেরও আগে থেকে ঈসা মসীহের মসীহ্‌ত্ব সম্পর্কে জানত, কিন্তু সে সত্য ঘোষণা করার অনুমতি তাদের দেওয়া হয় নি (আয়াত ৩৪ এবং ইয়াকুব ২:১৯)।

১:২৪ সে চেঁচিয়ে বললো। আসলে সেই লোকটি নয়, বরং বদ-রূহ্‌টি চেঁচিয়ে উঠেছিল।

নাসরতীয় ঈসা। প্রায়ই লোকদের পরিচয় থাকত তাদের জন্মস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত; উদাহরণ স্বরূপ অরিমাথিয়ার ইউসুফ (মার্ক ১৫-৪৩); তার্ষ নগরের শৌল (প্রেরিত ৯:১১)।

আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?। শত্রুতা বুঝায় এমন ধরনের চলিত কথা; একই ধরনের চলিত কথার জন্য দেখুন কাজীগণের বিবরণ ১১:১২; ২ শামুয়েল ১৬:১০; ১ বাদশাহ্‌নামা ১৭:১৮। "আমাদের" কথাটা দ্বারা হয়ত সমস্ত বদ -রূহ্‌কেই বুঝানো হয়েছে, অথবা অনেকগুলো বদ-রূহ্, যেগুলো ঐ লোকটিকে আক্রমণ করেছিল সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

১:২৫ আল্লাহ্‌র সেই পবিত্র ব্যক্তি। লূক ৪:৩৪ এবং ইউ ৬:৬৯ আয়াতে উপাধিটি ব্যবহৃত হয়েছে; এর মাধ্যমে ঈসা মসীহের মসীহ্‌ত্বের চেয়ে বরং তাঁর বেহেশতী সত্তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (লূক ১:৩৫)।

চুপ কর। আক্ষরিকভাবে, "জালতি বাঁধ" বা "নীরব হও"। ঈসা মসীহের ক্ষমতা বদ-রূহ্‌গ্রস্থ লোকটির তীব্র চিৎকারকে নীরব করে দিয়েছিল। বদ-রূহ্ ছাড়ানোর জন্য ঈসা কখনও বদ -রূহ্‌গ্রস্থকে স্পর্শ করেন নি, তাঁর মুখের কথাই যথেষ্ট ছিল।

১:২৭ ক্ষমতা সহকারে। ঈসা মসীহের ক্ষমতা, যেভাবে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন (২২ আয়াত) এবং যা তিনি এখানে করেছেন তা লোকদের মনে রেখাপাত করেছিল।

১:২৯ শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়ি। ঈসা মসীহ্ ও তাঁর সাহাবীরা সম্ভবত সেখানে ভোজের জন্য গিয়েছিলেন, যেহেতু প্রধান বিশ্রামবারের ভোজ মজলিস-খানায় এবাদতের পরপরই দেয়া হত। তাঁদের বাসগৃহ তখন থেকে ঈসা মসীহের গালীলীয় পরিচর্যা কাজের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয় (২:১; ৩:১৯; ৯:৩৩; ১০:১০)।

১:৩০ শিমোনের শাশুড়ি। ১ করি ৯:৫ আয়াত পিতরের বিয়ের কথা বলে। হয়তোবা পরে তাঁর স্ত্রীও পরিচর্যা কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

১:৩২ লোকেরা ... তাঁর কাছে আনলো। বিশ্রামবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা রোগীদেরকে বহন করে নিয়ে আসবার জন্য অপেক্ষা করেছিল (ইয়ার ১৭:২১ - ২২)।

১:৩৪ তারা তাঁকে চিনতো। লূক বলেছেন। "কারণ তাঁরা জানতো যে, তিনিই মসীহ্" (লূক ৪:৪১)। ঈসা মসীহ্ সম্ভবত

কফরনাহূম

কফরনাহূম নামটির অর্থ নহূমের শহর। গালীল সাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি শহর, যে স্থানকে ঈসা মসীহ্ তাঁর কাজের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন, মথি ৪:১২-১৩; মার্ক ২:১। তৌরাত শরীফ, নবীদের কিতাব ও জবুর শরীফে এই শহরটির কোন উল্লেখ নেই। ইবলিশ মসীহ্কে গুনাহে ফেলবার চেষ্টা করার পর ঈসা নাসরত গ্রাম ছেড়ে কফরনাহূমে আসেন, মথি ৪:১৩-১৬; লূক ৪:১৬-৩১; এতে কফরনাহূম তাঁর নিজের শহর হয়ে ওঠে। ঈসা মসীহের জীবনের অনেক ঘটনার সঙ্গে এই শহর জড়িত ছিল, মথি ৮:৫,১৪,১৫; ৯:২-৬; ১০-১৭; ১৫:১-২০; মার্ক ১:৩২-৩৪। ঈসা মসীহ্ এখানে একজন শতপতির গোলামকে অবশ-রোগ দূর থেকে সুস্থ করেন, মথি ৮:৫-১৩; আর একজন অবশ-রোগীকে সুস্থ করেন যাকে চারজন লোক বহন করে নিয়ে এসেছিল, মার্ক ২:১-১৩; এখানেই তিনি একজন রাজকর্মচারীর পুত্রকে সুস্থ করেন, ইউ ৪:৪৬-৫৪। কর-আদায়কারী মথিকে নিজের সাহাবী হিসেবে মসীহ্ এখান থেকেই ডেকে নেন, মথি ৯: ৯-১৩। ঈসা মসীহ্ এখানে অনেক শিক্ষা ও অলৌকিক কাজ করা সত্ত্বেও সেখানকার লোকেরা অনুতপ্ত না হওয়ায় তিনি এই নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন, মথি ১১:২৩,২৪; লূক ১০:১৫। ঈসার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে; এই নগরীর অবস্থান কোথায় ছিল সেটি নিয়ে আজও বিতর্ক রয়েছে। কফরনহূমবাসীর ঈমানহীনতা ও হৃদয়ের কঠোরতার দরুন ঈসা মসীহের অলৌকিক কাজ, সাক্ষ্য এবং তাঁর তবলিগ সত্ত্বেও তারা তাঁর উপরে ঈমান আনে নি। এর ফলে বিচারের দিনে তাদের অবস্থা অন্যান্যদের তুলনায় অসহ্য বলে মনে হবে, মথি ১১:২৩। এই শহরটি গালীল সাগরের পশ্চিম তীরে গিনেষরৎ এর কাছে অবস্থিত। যদিও বর্তমানে গিনেষরৎ শহরটির অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এক সময়ে এটি প্যালেস্টাইনের একটি জনবহুল শহর ছিল। এই শহরটির মধ্যে রয়েছে দামেস্ক থেকে অক্কো এবং টায়ারে যাওয়ার রাজপথ। বর্তমানে এটি *"টেল-হাম"* নামে চিহ্নিত হয়েছে, জর্ডান নদী যেখানে গিয়ে হ্রদে পড়েছে সেই জায়গার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এটি অবস্থিত। এখানে অনেক ধ্বংসস্তূপ এবং একটি সুন্দর মজলিস-খানার ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে, লূক ৭:৫; ঈসা মসীহ্ প্রায়ই এখানে বসে তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন, ইউ ৬:৫৯; মার্ক ১:২১; লূক ৪:৩৩। অনেকে এই সব ধ্বংসস্তূপ দেখে মনে করেন যে, তারা *খান-মিনিয়া* শহরটি খুঁজে পেয়েছেন। হ্রদের তিন মাইল দক্ষিণে *"টেল-হাম"* যদি কফরনাহূম হয়, তাহলে ধ্বংসাবশেষটি নিঃসন্দেহে রোমীয় শতপতির তৈরি করা মজলিস-খানা এবং এটি দুনিয়ার অন্যতম একটি পবিত্র স্থান। এটি সেই মজলিস-খানা যেখানে বসে ঈসা মসীহ্ সেই জীবন-রুটির বিষয়ে বিখ্যাত উপদেশ দিয়েছিলেন, ইউ ৬:৩১; যে জীবন-রুটির কথা লোকেরা বলেছিল যে, তাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন। আর ঈসা মসীহ্ তাদেরকে স্মরণ করে বলেছিলেন যে, "আমিই সেই জীবন-খাদ্য"। ঈসা মসীহ্ এভাবেই শিক্ষা দেওয়ার একটি ক্ষেত্র তৈরি করেন।

ইঞ্জিল শরীফে গ্রীক ভাষায় যে সব পরিমাপের পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছেঃ

- রোমীয় দীনার বা রৌপ্য মুদ্রা, যার মূল্যমান ছিল এক দিনের মজুরি (মথি ১৮:২৮; ২০:২,৯,১০,১৩; ২২:১৯; মার্ক ৬:৩৭; ১২:১৫; ১৪:৫; লূক ৭:৪১; ১০:৩৫; ২০:২৪; ইউ ৬:৭; ১২:৫; প্রকা ৬:৬)।
- গ্রীক *ড্রাকমা*, কেবল লূক ১৫:৮ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে।
- *ডিড্রাকমা*, অর্থাৎ দুই ড্রাকমা (মথি ১৭:২৪); সম্ভবত এটি স্থানীয়ভাবে এবাদতখানার কর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত।
- রৌপ্য-খণ্ড, রৌপ্যমুদ্রা (মথি ২৬:১৫; ২৭:৩-৯); সম্ভবত এই মুদ্রা চার *ড্রাকমার* সমান, যা পুরাতন নিয়মের শেকেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (জাকা ১১:১২,১৩)।
- প্রেরিত ১৯:১৯ আয়াতে "রৌপ্য মুদ্রা"কে "রৌপ্য খণ্ড" বলা হয়েছে, যা সম্ভবত গ্রীক *ড্রাকমা*।
- *স্টেটার*, এক রৌপ্য মুদ্রা, যা চার গ্রীক *ড্রাকমার* সমান বা এক *শেকেলের* সমান। স্বর্ণের স্টেটার, রৌপ্য ষ্টেটারের অর্ধেক ওজনের। কিতাবুল মোকাদ্দসে এর উল্লেখ নেই, কেবল পরোক্ষভাবে মথি ১০:৯ আয়াতে "স্বর্ণ"-এর উল্লেখ ছাড়া। অনেক মুদ্রা তামা বা পিতল দিয়ে তৈরি হত।
- মথি ১০:৯ আয়াতে তামার তৈরি একটি মুদ্রার কথা বলা হয়েছে (গ্রীক *ক্যালকাস*), এবং মার্ক ৬:৮ এবং ১২:৪১ আয়াতে বলা হয়েছে "পয়সা"। এটি সম্ভবত ছোট গ্রীক বা রোমীয় মুদ্রা।
- *ফার্দিং*, যা উল্লিখিত হয়েছে "পয়সা" নামে (গ্রীক *কদ্রান্তেস*; মথি ৫:২৬; মার্ক ১২:৪২)।
- চার ফার্দিং, উল্লিখিত হয়েছে "পয়সা" নামে (মথি ১০:২৯; লূক ১২:৬)।
- *মাইট*, সবচেয়ে ছোট মুদ্রা, উল্লিখিত হয়েছে "ক্ষুদ্র মুদ্রা" নামে (গ্রীক *লিপটন*; মার্ক ১২:৪২; লূক ১২:৫৯; ২১:২), যা এক ফার্দিংয়ের অর্ধেক।

গালীল সাগর

কিতাবুল মোকাদ্দসে আরও তিনটি নামে এই সাগরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, মথি ৪:১৮; ১৫:২৯। (১) কিতাবুল মোকাদ্দসে একে বলা হয়েছে কিন্নেরৎ সাগর, শুমারী ৩৪:১১; ইউসা ১২:৩; ১৩:২৭; যেহেতু এর আকার অনেকটা বাঁশীর মত। (২) লূক ৫:১ আয়াতে একবার একে গিনেষরৎ সাগর বলা হয়েছে, যার পশ্চিম পাশে সমতল ভূমি রয়েছে। (৩) ইউহোন্না তাঁর সুখবরের ৬:১ ও ২১:১ আয়াতে এই সাগরকে তিবিরিয়া সাগর বলে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক যুগের আরবীয়রা এই সাগরের নাম দিয়েছেন *বাহর তাবারিয়ে*। এই সাগরটি লম্বায় সাড়ে ১২ মাইল ও ৪ থেকে সাড়ে ৭ মাইল চওড়া। এই সাগরের উপরিভাগ ভূমধ্যসাগরের উচ্চতার পর্যায় থেকে প্রায় ৬৮২ ফুট নিচু এবং এর গভীরতা ৮০ থেকে ১৬০ ফুট। ফলে এটি সম্পূর্ণ দক্ষিণে প্রায় সাড়ে ১০ মাইল নিচে জর্ডান নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে অথবা বলা যায় এর উৎপত্তিস্থল থেকে প্রায় সাড়ে ২৬ মাইল পর্যন্ত গিয়েছে। এই দীর্ঘ পথ যাবার পর রয়েছে ১৬৮২ ফুটের একটি জলপ্রপাত। এটি ভূমধ্যসাগর থেকে ২৭ মাইল পূর্বে ও জেরুশালেম থেকে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। সাগরটির আকার অনেকটা ডিমের মত এবং প্রচুর মাছে ভরা। এই সাগরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে যে, সাগরের পানির পরিপূর্ণ নীরবতা ও অখণ্ড স্থিরতার অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য ভালো লাগার মত চমৎকার এক পরিবেশ। মনে হয় যেন প্রকৃতির সবকিছু ঘুমিয়ে শান্ত হয়ে পড়েছে, অথবা ঝলসানো উত্তাপে যেন একেবারে অবসন্ন হয়ে আছে।

কিন্তু ঈসা মসীহের সময়ে সাগরটি একদম ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তখন চারদিকে প্রাণবন্ত অবস্থা ছিল ও সাগরতীরে মানুষেরা তাড়াহুড়ো করে চিৎকার করে কাজ করতো। চারদিকের সাগর ও গ্রামগুলোর ঘন অবস্থানের কারণে প্রচুর মানুষের সমাগম হত, বিশেষ করে যখন পাহাড়ী অঞ্চলগুলো থেকে লোকেরা আসত ও ক্ষেতের ফসল তোলায় মেষপালক এবং কৃষকের ঘরে আনন্দের ফোয়ারা দেখা যেত। সেই হ্রদের চারপাশে থাকতো প্রচুর মাছ ধরার নৌকা, যাদের উজ্জ্বল সাদা পাল হাওয়ায় দুলতো।

কিন্তু এখন এই সাগরের বুক ও তীরের সব জায়গা এক শোকাচ্ছন্ন নীরবতায় ঢাকা থাকে। নগরগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। অথচ এই সাগর এক সময় আমাদের প্রভুর প্রকাশ্য কাজের প্রধান স্থান ছিল। তাঁর কাজের কেন্দ্রবিন্দু কফরনাহূম শহরটিও এই সাগরের তীরেই দাঁড়িয়ে ছিল, মথি ৯:১। এই সাগরে মাছ ধরার সময় যেসব জেলে তাঁর ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকে তিনি সাহাবী হিসেবে বেছে নেন, যেমন: পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় এবং ইয়াকুব ও ইউহোন্না, তিনি তাদেরকে মানুষ ধরার জেলে হিসেবে তৈরি করেন, মথি ৪:১৮,২২; মার্ক ১:১৬-২০; লূক ৫:১-১১। ঈসা ও তাঁর সাহাবীদের যাত্রাপথে ঝড় উঠলে তিনি উঠে বাতাস ও সাগরকে ধমক দেন, তখন সব কিছু খুব শান্ত হয়ে যায়, মথি ৮:২৩-২৭; মার্ক ৭:৩১-৩৫। মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর তিনি এখানেই তাঁর সাহাবীদের দেখা দেন, ইউ ২১:১।

গালীল সাগর অনেক দিক দিয়েই সুসংবাদের কেন্দ্রভূমি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগের সুযোগ থাকায় ঈসা মসীহ্ বহু ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান এবং এই সাগর তীরবর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজ করে যান।

যে সব বিষয় শুধুমাত্র মার্ক লিখিত সুসমাচারের মধ্যে পাওয়া যায়

আয়াত	বিষয়	গুরুত্ব
৪:২৬-২৯	ভূমিতে বোনা বীজ	আমাদের অবশ্যই ঈসা মসীহের সুসমাচার অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। কিন্তু তা একমাত্র আল্লাহ্ই তাদের জীবনে বৃদ্ধি দান করতে পারেন।
৭:৩১-৩৭	একজন বোবা ও বধির লোককে সুস্থতা দান করা	ঈসা মসীহ্ আমাদের দৈহিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, যেমন তিনি আমাদের রূহানিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন।
৮:২২-২৬	বৈৎসৈদায় একজন অন্ধ লোককে সুস্থ করেন।	ঈসা লোকদের অনুরোধ গ্রাহ্য করলেন কারণ তিনি লোকদের মুক্তি দিতেই এসেছিলেন। তিনি লোকটিকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, লোকটি আবার সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাবে।

গালীল প্রদেশে তবলিগ-যাত্রা

[১:৩৫] লূক ৩:২১।

[১:৩৮] ইশা ৬১:১।

[১:৩৯] মথি ৪:২৩; ৪:২৪।

[১:৪০] মার্ক ১০:১৭।

[১:৪৪] মথি ৮:৪; লেবীয় ১৩:৪৯; ১৪:১-৩২।

[১:৪৫] লূক ৫:১৫,১৬,১৭; মার্ক ২:১৩; ইউ ৬:২।

[২:২] আঃ ১৩; মার্ক ১:৪৫।

[২:৩] মথি ৪:২৪।

[২:৫] লূক ৭:৪৮।

৩৫ পরে খুব ভোরে, রাত পোহাবার অনেকক্ষণ
আগে তিনি উঠে বাইরে গেলেন এবং নির্জন স্থানে
গিয়ে সেখানে মুনাজাত করলেন। ৩৬ আর
শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর খোঁজ করতে
লাগলেন, ৩৭ এবং তাঁকে পেয়ে বললেন, সমস্ত
লোক আপনার খোঁজ করছে। ৩৮ তিনি তাঁদেরকে
বললেন, চল, আমরা অন্যান্য নিকটবর্তী
গ্রামগুলোতে যাই, আমি সেসব স্থানেও তবলিগ
করবো, কেননা সেজন্যই বের হয়েছি। ৩৯ পরে
তিনি সমস্ত গালীল দেশে লোকদের মজলিস-
খানায় গিয়ে তবলিগ করতে ও বদ-রূহ্ ছাড়াতে
লাগলেন।

এক জন কুষ্ঠ রোগী সুস্থ হল

৪০ একদিন এক জন কুষ্ঠ রোগী এসে তাঁর
সম্মুখে ফরিয়াদ করে ও জানু পেতে বললো, যদি
আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি আমাকে পাক-
পবিত্র করতে পারেন। ৪১ তিনি করুণাবিষ্ট হয়ে
হাত বাড়িয়ে তাঁকে স্পর্শ করলেন, বললেন,
আমার ইচ্ছা, তুমি পাক-পবিত্র হও। ৪২ তৎক্ষণাৎ
কুষ্ঠরোগ তাকে ছেড়ে গেল, সে পাক-পবিত্র হল।
৪৩ তখন তিনি তাকে দৃঢ়ভাবে হুকুম দিয়ে বিদায়
করলেন, বললেন, ৪৪ দেখো, কাউকেও কিছু
বলো না; কিন্তু ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে
দেখাও এবং লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার ও
তোমার পাক-পবিত্রতার জন্য মূসার নিরূপিত
উপহার কোরবানী কর। ৪৫ কিন্তু সে বাইরে
গিয়ে সেই কথা এমন বেশি প্রচার করতে ও
চারদিকে বলতে লাগল যে, ঈসা আর
প্রকাশ্যরূপে কোন নগরে প্রবেশ করতে পারলেন
না, কিন্তু বাইরে নির্জন স্থানে থাকলেন; আর
লোকেরা সকল দিক থেকে তাঁর কাছে আসতে
লাগল।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী সুস্থ হল

২ ১ কয়েক দিন পরে তিনি আবার
কফরনাহূমে চলে আসলে শোনা গেল যে,
তিনি বাড়িতে আছেন। ২ আর এত লোক তাঁর
কাছে একত্রিত হল যে, দরজার কাছেও আর
স্থান রইলো না। আর তিনি তাদের কাছে পাক-
কালাম তবলিগ করতে লাগলেন।
৩ তখন লোকেরা চার জন লোক দিয়ে এক জন
পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বহন করিয়ে তাঁর কাছে
নিয়ে আসল। ৪ কিন্তু ভিড়ের কারণে তাঁর কাছে
আসতে না পারাতে তিনি যেখানে ছিলেন সেই
স্থানের ছাদ খুলে ফেললো আর ছিদ্র করে যে
খাটে পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি শুয়েছিল সেটি
নামিয়ে দিল। ৫ তাদের বিশ্বাস দেখে ঈসা সেই
পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন, বৎস, তোমার গুনাহ্

নিজেকে পরিষ্কারভাবে ঘোষণার পূর্বে প্রথমে কথা ও কাজ দ্বারা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, কী ধরনের মসীহ্ তিনি ছিলেন এবং তিনি বদ-রূহ্দের এ কথা প্রকাশ করতে দেন নি।

১:৩৬ সঙ্গীরা। আন্দ্রিয়, ইয়াকুব, ইউহোন্না এবং সম্ভবত ফিলিপ ও নথনেল (ইউ ১:৪৩-৪৫)।

১:৩৮ সেজন্যই বের হয়েছি। ঈসা মসীহের চলে যাওয়ার মূল কারণ তাঁর পিতার সাথে মিলিত হওয়া এবং অন্যত্র তবলিগ করা। এই উক্তিটি শহর থেকে চলে যাওয়া নয়, কিন্তু পিতার কাছ থেকে পাওয়া তাঁর দায়িত্ব পালনকে বোঝায়।

১:৩৯ সমস্ত গালীল দেশ। সম্ভবত গালীলে তিনটি ভ্রমণের প্রথমটি (দ্বিতীয় গমন – লূক ৮:১; তৃতীয় গমন – মার্ক ৬:৬; মথি ১১:১)।

১:৪০ কুষ্ঠ রোগী। এই রোগটির জন্য যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দের দ্বারা যে কোন চর্মরোগকে বোঝানো হয়, শুধু কুষ্ঠ নয় (লেবীয় ১৩-১৪ অধ্যায়)।

১:৪১ তাকে স্পর্শ করলেন। এটি এমন একটি কাজ, যা মূসার শরীয়ত অনুসারে একজন সুস্থ মানুষকে অপবিত্রতা করে ফেলতো (লেবীয় ১৩:৪৫-৪৬; ৫:২)। লোকটির জন্য ঈসা মসীহের মমতা সকল আনুষ্ঠানিকতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

১:৪৪ কাউকেও কিছু বলো না। মথি ৮:৪; ১৬:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও। লূক ৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার। সাক্ষ্যটি ইমাম ও লোকদের কাছে একটি প্রমাণ ছিল যে, এই সুস্থতা দানের কাজটি বাস্তব ছিল এবং ঈসা মসীহ্ শরীয়তকে সম্মান করেন। আরোগ্য করার কাজটি ঈসা মসীহের বেহেশতী ক্ষমতারও সাক্ষ্য, যেহেতু ইহুদীরা বিশ্বাস করত যে, কেবল আল্লাহ্ কুষ্ঠ রোগ ভাল করতে পারেন (২ বাদশাহ্ ৫:১-১৪)।

১:৪৫ প্রকাশ্যরূপে ... পারলেন না। লোকদের কাছে ঈসা মসীহের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফল (১:২৮; ৩:৭-৮; লূক ৭:১৭) এবং ইহুদী নেতাদের থেকে পাওয়া অবিরত বাধার ফল (২:৬-৭,২৩-২৪; ৩:২,৬,২২)। পরিশেষে তাঁর জন্য নিজেকে গালীল থেকে সরিয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাওয়া আবশ্যক হয়ে উঠেছিল।

২:২ দরজার কাছেও। কফরনাহূমে থাকা অবস্থায় ঈসা মসীহ্ সম্ভবত পিতরের গৃহকে তাঁর প্রধান বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন (১:২১,২৯)।

এত লোক তাঁর কাছে একত্রিত হল। একই ধরনের বাধভাঙ্গা আগ্রহ নিয়ে ঈসা মসীহ্কে এর আগেও শুভেচ্ছা জানানো হয়েছিল (১:৩২-৩৩, ৩৭)। সেই আগ্রহ যে এতটুকু ম্লান হয় নি তা এখানে তাঁর ফিরে আসার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

২:৩ পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক। লোকটির কষ্টের প্রকৃতির কথা বলে। এতে বোঝা যায় যে, সে হাঁটতে পারতো না। ঈসা মসীহের কাছে পৌঁছাতে চারজন লোকের এই দৃঢ় সংকল্প আমাদেরকে বলে যে, তার জন্য সাহায্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

২:৪ সেই স্থানের ছাদ খুলে ফেললো। প্যালেস্টাইনের ঘরগুলো এমনভাবে তৈরি হত যে, এগুলোর সমতল ছাদ ছিল, যাতে বাইরের সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া যায়। এই সমস্ত ঘরের ছাদ প্রায়শ শক্ত মাটির আস্তরণ দিয়ে তৈরি হত, যা পাথর দিয়ে মোড়ানো হত এবং কাঠের বীম দিয়ে ও ডালপালার মাদুর দ্বারা ঠেকিয়ে রাখা হত।

২:৫ তাদের বিশ্বাস দেখে। ঈসা মসীহ্ বুঝেছিলেন যে, পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটি ও তার বন্ধুদের সাহসী পদক্ষেপ ছিল

মাফ করা হল। ৬ কিন্তু সেখানে কয়েক জন আলেম বসেছিল; তারা মনে মনে এরকম তর্ক করতে লাগল, ৭ এই ব্যক্তি এমন কথা কেন বলছে? এ যে কুফরী করছে; একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কে গুনাহ্ মাফ করতে পারে? ৮ তারা মনে মনে এরকম তর্ক করছে, ঈসা তৎক্ষণাৎ আপন রূহে তা বুঝতে পেরে তাদেরকে বললেন, তোমরা মনে মনে এমন তর্ক কেন করছো? ৯ পক্ষাঘাতগ্রস্তকে কোন্‌টা বলা সহজ– 'তোমার গুনাহ্ মাফ হলো', না 'উঠ, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে চলে যাও'? ১০ কিন্তু দুনিয়াতে গুনাহ্ মাফ করতে ইবনুল-ইনসানের ক্ষমতা আছে, তা যেন তোমরা জানতে পার, এজন্য– তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন– ১১ তোমাকে বলছি, উঠ, তোমার খাট তুলে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাও। ১২ তাতে সে উঠলো ও তৎক্ষণাৎ খাট তুলে নিয়ে সকলের সাক্ষাতে বাইরে চলে গেল; এতে সকলে ভীষণ আশ্চর্য হল আর এই কথা বলে আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করতে লাগল যে, এমন কখনও দেখি নি।

[২:৭] ইশা ৪৩:২৫।

[২:১০] মথি ৮:২০।

[২:১২] মথি ৯:৮; ৯:৩৩।

[২:১৩] মার্ক ১:৪৫; লূক ৫:১৫; ইউ ৬:২।

[২:১৪] মথি ৪:১৯।

[২:১৬] মথি ৯:১১; প্রেরিত ২৩:৯।

[২:১৭] লূক ১৯:১০; ১তীম ১:১৫।

লেবির প্রতি ঈসা মসীহের আহ্বান

১৩ পরে তিনি আবার বের হয়ে সাগরের তীরে গমন করলেন। তখন সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসল, আর তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন। ১৪ পরে তিনি যেতে যেতে দেখলেন, আল্‌ফেয়ের পুত্র লেবি করগ্রহণ-স্থানে বসে আছেন। তিনি তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর; তাতে তিনি উঠে তাঁর পিছনে চলতে লাগলেন।

১৫ পরে তিনি লেবির বাড়িতে ভোজন করতে বসলেন, আর অনেক কর-আদায়কারী ও গুনাহ্‌গার ঈসা ও তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে ভোজনে বসলো; কারণ অনেকে উপস্থিত ছিল, আর তারা তাঁর পিছনে পিছনে চলছিল। ১৬ কিন্তু তিনি গুনাহ্‌গার ও কর-আদায়কারীদের সঙ্গে ভোজন করছেন দেখে ফরীশীদের আলেমেরা তাঁর সাহাবীদেরকে বললো, উনি কর-আদায়কারী ও গুনাহ্‌গারদের সঙ্গে ভোজন পান করেন। ১৭ ঈসা তা শুনে তাদেরকে বললেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন, নেই কিন্তু অসুস্থদেরই প্রয়োজন আছে; আমি ধার্মিকদেরকে নয়, কিন্তু গুনাহ্‌গারদেরকেই ডাকতে এসেছি।

তাদের ঈমানের প্রমাণ।

বৎস, তোমার গুনাহ্ সকল মাফ করা হল। ঈসা মসীহ্ প্রথমে লোকটির প্রথম প্রয়োজন অর্থাৎ গুনাহের ক্ষমা দান করেছিলেন। তিনি এ শিক্ষা দেন না যে, প্রত্যেক শারীরিক যন্ত্রণা গুনাহের ফল (ইউ ৯:২; লূক ১৩:১-৫), কিন্তু মহান চিকিৎসক হিসেবে তিনি এ ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় করেছিলেন। লোকটির শারীরিক অবস্থার জন্য রূহানিক অবনতি দায়ী ছিল। "গুনাহ্ সকল মাফ করা হল" বলা কর্তৃত্বমূলক ঘোষণার কাজ; এখানে ঈসা তাঁর বেহেশতী ক্ষমতা ব্যবহার করছেন।

২:৭ এ যে কুফরী করছে। এর অর্থ, "সেই একজন, অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কে গুনাহ্ ক্ষমা করতে পারে?" ইহুদী ধর্মতত্ত্ব অনুসারে এমনকি মসীহ্‌ও গুনাহ্ ক্ষমা করতে পারেন না। ঈসা মসীহ্ কর্তৃক গুনাহ্ ক্ষমা করা ছিল তাঁর আল্লাহ্‌ত্বের দাবী, যা তারা আল্লাহ্-নিন্দা বা কুফরী বলে বিবেচনা করেছিল (১৪:৬৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:৯ কোন্‌টা বলা সহজ? ঈসা মসীহের বক্তব্য ছিল সম্ভবত এই যে, গুনাহ্ ক্ষমা করা বা সুস্থ করা কোনটাই সহজ নয়। এ দুটো কাজই মানুষের পক্ষে সমানভাবে অসম্ভব এবং আল্লাহ্‌র কাছে সমানভাবে সহজ।

২:১০ যেন তোমরা জানতে পার। সম্ভবত আলেমদের কাছে এই কথা বলা হচ্ছে। এটি স্পষ্ট যে, অলৌকিক কাজের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈসা মসীহের আল্লাহ্‌ত্বের প্রমাণ দেয়া। ইউহোন্নার সুসমাচারে অলৌকিক চিহ্নের ব্যবহার দেখুন (২:১১; ২০:৩০-৩১)।

২:১২ এতে সকলে ভীষণ আশ্চর্য হল। ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১৪ আল্‌ফেয়ের পুত্র লেবি। মথি (মথি ৯:৯; ১০:৩); সম্ভবত তাঁর পারিবারিক নাম ছিল লেবি এবং মথি (যার অর্থ *সর্বশক্তিমান প্রভুর দান*) ছিল তাঁর প্রৈরিতিক নাম।

করগ্রহণ-স্থান। লেবি ছিলেন গালীলের শাসক হেরোদ আন্তিপের অধীনস্থ একজন কর-আদায়কারী (লূক ৩:১২ আয়াতের নোট দেখুন। কর আদায়ের স্থানে যেখানে ঈসা মসীহ্ লেবিকে পেয়েছিলেন, সম্ভবত তা ছিল দেশের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক সড়কের উপর এক টোল আদায়ের স্থান, যা দামেস্ক থেকে কফরনাহূম হয়ে ভূমধ্য সাগরীয় উপকূল ও মিসর পর্যন্ত গিয়েছে (ইশা ৯:১)।

তিনি উঠে তাঁর পিছনে চলতে লাগলেন। লূক ৫:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১৫ গুনাহ্‌গার। এরা হল কুখ্যাত ও মন্দ লোক এবং যারা আলেমদের দ্বারা নির্দেশিত মূসার শরীয়তকে অনুসরণ করা প্রত্যাখ্যান করতো। পরিভাষাটি সাধারণত কর-আদায়কারী, জেনাকারী, দস্যু ও এ রকম অন্যান্য লোকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হত।

ভোজন করতে বসলেন। কোন ব্যক্তির সাথে খেতে বসা ছিল বন্ধুত্বের চিহ্ন।

২:১৬ ফরীশীদের আলেম। সমস্ত আলেমই ফরীশী নয়; এই ফরীশীরা হাসিদিমের উত্তরসূরী ছিল, ধার্মিক ইহুদীরা যারা সিরীয় আক্রমণের থেকে (১৬৬-১৪২ খ্রী:পূ:) স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ম্যাক্কাবীয়দের সাথে যোগ দিয়ে ছিল। তারা ইউহোন্না হেরকিনুসের রাজত্বের সময়ে প্রথম ফরীশী নামে আবির্ভূত হয় (১৩৫-১০৫)। যদিও কোন সন্দেহ নেই যে, কেউ কেউ ধার্মিক ছিল, তবে তাদের অধিকাংশ, বিশেষ করে যারা ঈসা মসীহের সাথে বিরোধে জড়িয়েছিল তারা ছিল ভণ্ড, ঈর্ষাপূর্ণ, গোঁড়া ও লৌকিকতাপূর্ণ। ফরীশীদের মতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কেবল তাদের প্রতি প্রসারিত, যারা তাঁর হুকুম পালন করে (মথি ৩:৭; লূক ৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

কর-আদায়কারী। ইহুদী কর-আদায়কারীরা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত ছিল। তারা সাক্ষীরূপে বা বিচারকরূপে কাজ করতে পারত না এবং মজলিস-খানা থেকে তাদেরকে একঘরে করা

রোজা রাখার বিষয়ে প্রশ্ন

১৮ আর ইয়াহিয়ার সাহাবীরা ও ফরীশীরা
রোজা রাখছিল। আর তারা ঈসার কাছে এসে
তাঁকে বললো, ইয়াহিয়ার সাহাবীরা ও ফরীশীদের
সাহাবীরা রোজা রাখে, কিন্তু আপনার সাহাবীরা
রোজা রাখে না, এর কারণ কি? ১৯ ঈসা
তাদেরকে বললেন, বর সঙ্গে থাকতে কি বাসর
ঘরের লোকে রোজা রাখতে পারে? যতদিন
তাদের সঙ্গে বর থাকেন ততদিন তারা রোজা
রাখতে পারে না। ২০ কিন্তু এমন সময় আসবে
যখন তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া
হবে; সেদিন তারা রোজা রাখবে।
২১ পুরানো কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের তালি
দেয় না; দিলে সেই নতুন তালিতে ঐ পুরানো
কাপড় ছিঁড়ে যায় এবং ছিদ্র আরও বড় হয়।
২২ আর পুরানো কুপায় কেউ টাটকা আঙ্গুর-রস
রাখে না, রাখলে আঙ্গুর-রসে কুপাগুলো ফেটে
যায়; তাতে আঙ্গুর-রস নষ্ট হয় এবং কুপাগুলোও
নষ্ট হয়; কিন্তু টাটকা আঙ্গুর-রস নতুন কুপাতে
রাখতে হবে।

[২:১৮] মথি ৬:১৬-১৮; প্রেরিত ১৩:২।
[২:২০] লূক ১৭:২২।
[২:২৩] দ্বি:বি: ২৩:২৫।
[২:২৪] মথি ১২:২।
[২:২৬] ১শুমারী ২৪:৬; ২শামু ৮:১৭; লেবীয় ২৪:৫-৯; ১শামু ২১:১-৬।
[২:২৭] হিজ ২৩:১২; দ্বি:বি: ৫:১৪; কল ২:১৬।
[২:২৮] মথি ৮:২০।

বিশ্রামবার সম্বন্ধে ঈসা মসীহের উপদেশ

২৩ আর তিনি বিশ্রামবারে শস্য-ক্ষেত দিয়ে
যাচ্ছিলেন এবং তাঁর সাহাবীরা চলতে চলতে
শীষ ছিঁড়তে লাগলেন। ২৪ এতে ফরীশীরা তাঁকে
বললো, দেখ, যা উচিত নয় তা ওরা বিশ্রামবারে
কেন করছে? ২৫ তিনি তাদেরকে বললেন, দাউদ
ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হলে তিনি
যা করেছিলেন তা কি তোমরা কখনও পাঠ কর
নি? ২৬ তিনি তো অবিয়াথর মহা-ইমামের সময়ে
আল্লাহ্‌র গৃহে প্রবেশ করে, যে দর্শন-রুটি
ইমামেরা ছাড়া আর কারো ভোজন করা উচিত
নয়, তা-ই ভোজন করেছিলেন এবং
সঙ্গীদেরকেও দিয়েছিলেন। ২৭ তিনি তাদেরকে
আরও বললেন, বিশ্রামবার মানবজাতির জন্যই
হয়েছে, মানবজাতি বিশ্রামবারের জন্য হয় নি;
২৮ সুতরাং ইবনুল-ইনসান বিশ্রামবারেরও কর্তা।

হত। ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের পরিবারকেও গ্রাহ্য করা হত না (মথি ৫:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১৭ আমি ধার্মিকদেরকে নয়, কিন্তু গুনাহ্‌গারদেরকেই ডাকতে এসেছি। একজন আত্ম-ধার্মিক লোক তার জন্য নাজাতের প্রয়োজন বোধ করে না, কিন্তু যে নিজেকে গুনাহ্‌গার মনে করে সে-ই নিজেকে গুনাহ্‌গার বলে মনে করে।

২:১৮ ইয়াহিয়ার সাহাবীরা। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার সাহাবীরা রোজা রাখতেন, কারণ ইয়াহিয়া কারাগারে ছিলেন (১:১৪); অথবা মন পরিবর্তনের প্রকাশরূপে তাদের মাঝে এই চর্চা প্রচলিত ছিল, যা ইয়াহিয়া দ্বারা ঘোষিত নাজাত তাড়াতাড়ি আসবে বলে আশা করত।

ফরীশীদের সাহাবীরা। এ রকম ফরীশীরা সাধারণত শিক্ষক ছিল না, কিন্তু এদের মধ্যেই কেউ কেউ "ধর্মগুরু" (শরীয়তের শিক্ষক) ছিল, যাদের অনেক সাহাবী থাকতো। সম্ভবত এই অংশটি ফরীশীদের দ্বারা প্রভাবিত লোকদের বুঝাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রোজা। মূসার শরীয়তে কেবল কাফফারার দিনে রোজা আবশ্যক ছিল (লেবীয় ১৬:২৯,৩১; ২৩:২৭-৩২; শুমারী ২৯:৭)। ব্যাবিলনীয় নির্বাসনের পর বাৎসরিক অন্য চারটি রোজা ইহুদীদের দ্বারা পালিত হত (জাকা ৭:৫; ৮:১৯। ঈসা মসীহের সময়ে ফরীশীরা সপ্তাহে দু'বার রোজা রাখতো (লূক ১৮:১২)।

২:১৯ বর সঙ্গে থাকতে ... রোজা রাখতে পারে? ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের বরের মেহমানদের সাথে তুলনা করছেন। ইহুদী সংস্কৃতিতে বিয়ে এক বিশেষ আনন্দদায়ক ঘটনা ছিল এবং এর সাথে পালিত অনুষ্ঠান প্রায়শ এক সপ্তাহ ধরে উদ্‌যাপন করা হত। এ রকম উৎসবের সময় রোজা করা অকল্পনীয়, কারণ রোজা ছিল শোক বা দুঃখের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২:২০ তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া হবে। ঈসা মসীহ্ হচ্ছেন বর, যাকে মৃত্যুর মাধ্যমে তুলে নেয়া হবে এবং তারপর রোজার নিয়ম চালু করা হবে। ঈসা মসীহের মুখ থেকে তাঁর এরূপ দুঃখজনক মৃত্যুর কথা প্রথম উচ্চারিত হল।

২:২২ আর পুরানো কুপায় ... রাখলে ... ফেটে যায়। ২:২১-২২ আয়াতের দুটো ছোট উপমা শিক্ষা দেয় যে, নতুন ধর্মীয় কাজকর্ম (নতুন কাপড়ের...নতুন থলিতেই রাখা হয়) পুরানো ব্যবস্থার মধ্যে খাপ খায় না ("পুরানো জামায়...পুরানো চামড়ার থলিতে")। হযরত ঈসা মসীহের নতুন আন্দোলনকে পুরানো আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশ করা যাবে না, কিন্তু তার জন্য সবকিছু নতুন হতে হবে। গেঁজিয়ে ওঠার সময়ে টাটকা আঙ্গুর রস পুরানো চামড়ার থলিকে ফাটিয়ে ফেলে। তাই টাটকা রস নতুন থলিতেই রাখা হয়।

নতুন কুপা। মথি ৯:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২৩ বিশ্রামবার। লূক ৬:১ আয়াতের নোট দেখুন।

শীষ ছিঁড়তে লাগলেন। দ্বি.বি. ২৩:২৫ আয়াত অনুসারে এই কাজটিতে কোন অন্যায় নেই।

২:২৪ যা উচিত নয়। ইহুদীদের প্রচলিত নিয়ম (*মিশনা*) অনুসারে শস্য মাড়াই বিশ্রামবারে নিষিদ্ধ ছিল (হিজ ৩৪:২১)। দৃশ্যত ঈসার সাহাবীরা তাদের হাত দ্বারা তা-ই করছিলেন বলে তারা মনে করছিল।

২:২৫ দাউদ ... যা করেছিলেন। ১ শামু ২১:১-৬ আয়াত দেখুন। পুরাতন নিয়মের এই ঘটনা এবং সাহাবীদের বিশ্রামবারের গমের শীষ খাওয়ায় এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, দু'টি ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র লোকেরা নিষিদ্ধ কিছু করেছিলেন। তবে যেহেতু ভাল কিছু করা ও জীবন রক্ষা করা সর্বদাই বিধেয় এমন কি বিশ্রামবারেও, সে কারণে ঈসা মসীহ্ দাউদের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে দেখান যে সাহাবীরা এতে অন্যায় কিছু করেন নি (ইশা ৫৮:৬-৭; লূক ৬:৬-১১; ১৩:১০-১৭; ১৪:১-৬)।

২:২৬ অবিয়াথর। ২ শামুয়েল ২০:২৫ আয়াত। হযরত দাউদকে যে ইমাম রুটি দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন অবিয়াথরের পিতা অহিমেলক (২ শামুয়েল ৮:১৭)।

২:২৭ বিশ্রামবার মানবজাতির ... হয় নি। বিশ্রামবার পালন করার জন্য ইহুদীরা প্রচলিত নিয়ম আবশ্যকতা ও নিষেধাজ্ঞা এত বৃদ্ধি করেছিল যে, সাধারণ লোকদের পক্ষে এর বোঝা টেনে যাওয়া অসহ্য হয়ে পড়েছিল। ঈসা মসীহ্ এসব প্রচলিত

শুকিয়ে যাওয়া হাতটি সুস্থ হল

৩ ১ এর পর ঈসা আবার মজলিস-খানায়
প্রবেশ করলেন; সেখানে একটি লোক
ছিল, যার একখানি হাত শুকিয়ে গিয়েছিল।
২ তিনি বিশ্রামবারে তাকে সুস্থ করেন কি না
দেখবার জন্য লোকেরা তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখল যেন
তাঁর নামে দোষারোপ করতে পারে। ৩ তখন
তিনি যে লোকটির হাত শুকিয়ে গিয়েছিল তাকে
বললেন, মাঝখানে এসে দাঁড়াও। ৪ পরে তিনি
লোকদের বললেন, বিশ্রামবারে কি করা উচিত?
ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা না হত্যা
করা? কিন্তু তারা চুপ করে রইলো। ৫ তখন তিনি
তাদের অন্তরের কঠিনতার দরুন দুঃখিত হয়ে
সক্রোধে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই
লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।
সে তার হাত বাড়িয়ে দিল, আর হাতটি আগে
যেমন ছিল, তেমনি হয়ে গেলো। ৬ পরে
ফরীশীরা বের হয়ে কিভাবে তাঁকে বিনষ্ট করা
যায় সেই ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ হেরোদীয়দের সঙ্গে
তাঁর বিরুদ্ধে পরামর্শ করতে লাগল।

সমুদ্রের তীরে লোকের ভিড়

৭ পরে ঈসা তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে সমুদ্রের
তীরে গেলেন; তাতে গালীল থেকে অনেক লোক
তাঁর পিছনে পিছনে চললো। ৮ আর তিনি যে
সমস্ত মহৎ মহৎ কাজ করছিলেন তা শুনে
এহুদিয়া, জেরুশালেম, ইদোম, জর্ডান নদীর
অপর পারস্থ দেশ এবং টায়ার ও সিডনের
চারদিক থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে আসল।
৯ তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে একখানি
নৌকা তাঁর জন্য প্রস্তুত রাখতে বললেন যেন
ভিড়ের জন্য লোকে তাঁর উপরে চাপাচাপি করে
না পড়ে। ১০ কেননা তিনি অনেক লোককে সুস্থ
করলেন, সেজন্য সমস্ত অসুস্থ লোকেরা তাঁকে
স্পর্শ করার চেষ্টায় তাঁর গায়ের উপরে পড়ছিল।
১১ আর নাপাক রূহ্‌রা তাঁকে দেখলেই তাঁর
সম্মুখে পড়ে চেঁচিয়ে বলতো, আপনি আল্লাহ্‌র
পুত্র; ১২ কিন্তু তিনি তাদেরকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ
করে দিতেন, যেন তারা তাঁর পরিচয় না দেয়।

বারো জনকে সাহাবী-পদে নিয়োগ দান

১৩ পরে তিনি পর্বতে উঠলে পর যাঁদেরকে তিনি
চাইলেন তাদেরকে তাঁর কাছে ডাকলেন; তাতে
তাঁরা তাঁর কাছে আসলেন। ১৪ আর তিনি বারো
জনকে নিযুক্ত করলেন, যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে
সঙ্গে থাকেন ও যেন তিনি তাঁদেরকে তবলিগ
করার জন্য প্রেরণ করতে পারেন, ১৫ এবং তাঁরা
বদ-রূহ্‌ ছাড়াবার ক্ষমতা পান। ১৬ তিনি যে
বারোজনকে নিযুক্ত করলেন তাদের মধ্যে
শিমোনের নাম দিলেন পিতর, ১৭ এবং
সিবদিয়ের পুত্র ইয়াকুব ও সেই ইয়াকুবের ভাই
ইউহোন্না, এই দু'জনের নাম দিলেন
বোয়ানের্গিস, অর্থাৎ বজ্রধ্বনির পুত্রেরা। ১৮ আর
আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা,

[৩:১] মথি ৪:২৩; মার্ক ১:২১।
[৩:২] মথি ১২:১০; লূক ১৪:১।
[৩:৬] মথি ২২:১৬; ১২:১৪; মার্ক ১২:১৩।
[৩:৭] মথি ৪:২৫।
[৩:৮] মথি ১১:২১।
[৩:১০] মথি ৪:২৩; ৯:২০।
[৩:১১] মথি ৪:৩; মার্ক ১:২৩,২৪।
[৩:১২] মথি ৮:৪; মার্ক ১:২৪,২৫,৩৪; প্রেরিত ১৬:১৭,১৮।
[৩:১৩] মথি ৫:১।
[৩:১৪] মার্ক ৬:৩০।
[৩:১৫] মথি ১০:১।
[৩:১৬] ইউ ১:৪২।

ধারণাকে ছিন্ন করছেন এবং বিশ্রামবারের জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত পরিকল্পনার উপরে জোর দিয়েছেন– যে দিনটি মানুষের রূহানিক, মানসিক ও দৈহিক পুনরুদ্ধারের জন্য সুনির্দিষ্ট (হিজ ২০:৮-১১)।

৩:৪ ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণরক্ষা করা না হত্যা করা? ঈসা মসীহের মূল প্রশ্ন ছিল: কোনটি ভাল? সুস্থ করার দ্বারা জীবন রক্ষা করা, না কি সুস্থ করার অনুমতি না দিয়ে জীবন ধ্বংস করা? প্রশ্নটি সমালোচনামূলক, যেহেতু ঈসা মসীহ্‌ সুস্থ করতে প্রস্তুত ছিলেন বলে ফরীশীরা তাঁকে মারতে ষড়যন্ত্র করেছিল।

৩:৬ ফরীশীরা ... পরামর্শ করতে লাগল। ঈসা মসীহের মৃত্যু চাওয়ার সিদ্ধান্ত কেবল এ ঘটনার ফলাফল নয়, কিন্তু কতকগুলো ক্রমান্বয়িক ঘটনার ফল (২:৬-৭,১৬-১৭,২৪ আয়াত দেখুন)। হেরোদীয় বা প্রভাবশালী ইহুদী গোষ্ঠী, যারা হেরোদের বংশকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, তারা রোমের সমর্থক ছিল; এদের কাছ থেকে হেরোদ প্রচুর সমর্থন ও কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন। তারা ঈসা মসীহের বিরোধিতা করতে ফরীশীদের সাথে যোগ দিয়েছিল, কারণ তাদের ভয় ছিল যে, তিনি লোকদের উপর একচেটিয়া রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে বসতে পারেন (মথি ২২:১৫-১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৮ অনেক লোক তাঁর কাছে আসলো। এখানে আমরা লোকদের মাঝে ঈসা মসীহের দ্রুত জনপ্রিয়তার বৃদ্ধির এক আকর্ষণীয় প্রমাণ দেখতে পাই। এর ভৌগলিক অবস্থান দেখায় যে, জনতা কেবলমাত্র কফরনাহূমের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আসেনি, কিন্তু বহু দূর থেকেও এসেছিল। উল্লিখিত অঞ্চলের মধ্যে ইসরাইলের সমস্ত এলাকা এবং চারপাশের প্রতিবেশী এলাকা যুক্ত। মার্ক ইদোমীয় অঞ্চল ছাড়া এ সমস্ত অঞ্চলে ঈসা মসীহের কাজের কথা বলেন। ১:১৪ আয়াতে গালীল, ৫:১ ও ১০:১ আয়াতে জর্ডানের ওপারের অঞ্চল এবং ৭:২৪,৩১ আয়াতে সোর ও দক্ষিণে প্যালেস্টাইনের পশ্চিমাঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে, প্রাচীন ইদোমীয় এলাকা নয়।

৩:১১ নাপাক রূহ্‌। ১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

আপনি আল্লাহ্‌র পুত্র। নাপাক রূহ্‌রা চিনেছিল যে, ঈসা মসীহ্‌ কে; কিন্তু তারা তাঁতে ঈমান আনেনি (১:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১২ যেন তারা তাঁর পরিচয় না দেয়। ঈসা মসীহের পরিচিতি প্রকাশের সময় এখনও আসে নি (মার্ক ১:৩৪; মথি ৮:৪; ১৬:২০ আয়াতের নোট দেখুন) এবং এই পরিচয় প্রকাশের জন্য বদ-রূহ্‌রা উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে না।

৩:১৪ যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বারোজন সাহাবী প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাঝে কেবল বিভিন্ন পরিচর্যায় নির্দেশ ও অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু স্বয়ং ঈসা মসীহের সঙ্গে অবিরত সহযোগিতা ও একান্ত সহভাগিতা যুক্ত।

৩:১৭ বজ্রধ্বনির পুত্র। সম্ভবত তাঁদের স্বভাব ব্যক্ত করার জন্য এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল (মার্ক ১০:৩৭; লূক ৯:৫৪-৫৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১৮ বর্থলময়। এই নামের অর্থ 'তলময়ের পুত্র'। তাঁকে আগে নথনেল নামে পরিচিত করানো হয়েছে (ইউ ১:৪৫),

ঈসা মসীহের বারো জন সাহাবী

নাম	কাজ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	জীবনের বড় ঘটনাসমূহ	ঈসা তাঁকে কি বলেছিলেন	তাঁর জীবন থেকে বিশেষ শিক্ষা	নির্বাচিত রেফারেন্স
শিমোন পিতর (ইউহোন্নার পুত্র)	জেলে	আবেগ-প্রবণ, পরে ঈসা মসীহের একজন সাহসী সাক্ষী হন।	ঈসা মসীহের তিনজন নেতৃস্থানীয় সাহাবীর একজন। ঈসাকে মসীহ্ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। মসীহকে অস্বীকার করে পরে অনুশোচনা করেন। পঞ্চাশত্তমীর দিনে তিনি সুখবর তবগিল করেন। জেরুশালেম মণ্ডলীর নেতা হন। তিনি প্রথমবার অ-ইহুদীদের বাপ্তিস্ম দেন। তিনি ১,২ পিতর পত্র দুটির লেখক।	তাঁকে পিতর "পাথর" নাম দিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁকে শয়তানও বলা হয়েছিল কারণ তিনি ঈসার ক্রুশে মৃত্যুর বিষয়টি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মানুষ-ধরা জেলে হবেন। তিনি ঈসাকে উজ্জ্বল আলোতে দেখেছিলেন। তিনি ঈসাকে অস্বীকার করবেন। পরে তিনি বিশ্বাসের জন্য ক্রুশে মারা যাবেন।	ঈসায়ীরা পাপে পতিত হতে পারে, কিন্তু যখন সে অনুতপ্ত হয়ে ঈসার কাছে ফিরে তখন ঈসা তাকে ক্ষমা করেন ও বিশ্বাসের শক্তি বাড়িয়ে দেন ও শক্তিশালী	মথি ৪:১৮-২০ মার্ক ৮:২৯-৩৩ লূক ২২:৩১-৩৪ ইউ ২১:১৫-১৯ প্রেরিত ২:১৪-৪১ প্রেরিত ১০:১-১১:১৮
ইয়াকুব (সিবিদিয়ের পুত্র) তাঁকে ও তাঁর ভাইকে বজ্রধ্বনির পুত্র বলা হয়েছে।	জেলে	উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অল্পে রেগে যান, বিচার করে দেখেন, ঈসার প্রতি সমর্পিত।	তিনিও ঈসা মসীহের তিনজন নেতৃস্থানীয় সাহাবীর একজন। তিনি ও তাঁর ভাই ইউহোন্না ঈসা মসীহের কাছে আল্লাহ্‌র রাজ্যে বিশেষ স্থানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সামেরীয়দের গ্রামে আগুন নামিয়ে আনবার কথা বলেছিলেন। তিনি প্রথম সাক্ষ্যমর হয়েছিলন।	ইয়াকুব ও ইউহোন্নাকে বজ্রধ্বনির পুত্র বলা হয়েছে। তিনি তাঁকে মানুষ-ধরা জেলেও বলেছেন। ঈসা যে পেয়ালায় খাবেন তিনি সেখান থেকে খাবেন।	ঈসায়ীদের অবশ্যই ঈসার জন্য মৃত্যুবরণ করতে রাজী থাকতে হবে।	মার্ক ৩:১৭ মার্ক ১০:৩৫-৪০ লূক ৯:৫২-৫৬ প্রেরিত ১২:১,২
ইউহোন্না (সিবিদিয়ের পুত্র) ইয়াকুবের ভাই ও পরে "ঈসা মসীহ্ যাকে ভালবাসতেন।"	জেলে	উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিচার করে দেখেন, ও পরে খুবই প্রিয় সাহাবী হয়েছিলেন।	তিনিও ঈসা মসীহের তিনজন নেতৃস্থানীয় সাহাবীর একজন। তিনি ও তাঁর ভাই ইয়াকুবের ঈসা মসীহের কাছে আল্লাহ্‌র রাজ্যে বিশেষ স্থানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সামেরীয়দের গ্রামে আগুন নামিয়ে আনবার কথা বলেছিলেন। জেরুশালেম মণ্ডলীর নেতা হয়েছিলেন। তিনি ইউহোন্না সুসমাচার, ১,২,৩ ইউহোন্না পত্রগুলো ও প্রকাশিত কালাম কিতাব লিখেছেন।	তাঁকেও বজ্রধ্বনির পুত্র, মানুষ ধরা জেলে বলা হয়েছে। ঈসা যে পেয়ালায় খাবেন সেই পেয়ালায় তিনিও খাবেন। ঈসার মৃত্যুর পরে ঈসার মায়ের ভার নেবেন।	ঈসার মহব্বতের পরিবর্তনকারী শক্তি সকলের জন্য উন্মুক্ত।	মার্ক ১:১৯ মার্ক ১০:৩৫-৪০ লূক ৯; ৫২-৫৬ ইউ ১৯:২৬,২৭ ইউ ২১:২০-২৪
আন্দ্রিয় (পিতরের ভাই)	জেলে	অন্যদের ঈসার কাছে আনার জন্য উদগ্রীব।	বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া ঈসার সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি ও ফিলিপ ঈসাকে বলেছিলেন যে, গ্রীকরা তাঁকে দেখতে চায়।	তিনিও একজন মানুষ–ধরা জেলে হবেন।	ঈসায়ীদের একজন অন্যজনের কাছে ঈসার কথা বলতে হবে।	মথি ৪:১৮-২০ ইউ ১:৩৫-৪২; ৬:৮-৯ ইউ ১২:২০-২৪
ফিলিপ	জেলে	সব কিছুতেই প্রশ্ন করতে চান।	নথনিয়েলকে ঈসার কথা বলেছেন। ৫০০০ লোককে খাবার দিতে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। ঈসাকে তাঁর সাহাবীদের পিতা আল্লাহ্‌কে দেখাতে বলেছিলেন। তিনি ও আন্দ্রিয় ঈসাকে বলেছিলেন যে, গ্রীকরা তাঁকে দেখতে চায়।	ফিলিপকে বলেন যে, যদি ঈসাকে তিনি জেনে ও দেখে থাকেন তবে পিতাকে দেখেছেন।	আল্লাহ্ আমাদের প্রশ্ন ব্যবহার করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।	মথি ১০:৩ ইউ ১:৪৩-৪৬; ৬:২-৭ ইউ ১২:২০-২২ ইউ ১৪:৮-১১

ঈসা মসীহের বারো জন সাহাবী

নাম	কাজ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	জীবনের বড় ঘটনাসমূহ	ঈসা তাঁকে কি বলেছিলেন	তাঁর জীবন থেকে বিশেষ শিক্ষা	নির্বাচিত রেফারেন্স
বরথলময় (নথনিয়েল)	অজানা	সৎ ও সোজাসুজি কথা বলেন	প্রথমদিকে তিনি ঈসাকে মসীহ্ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন কারণ তিনি নাসরত থেকে এসেছেন। কিন্তু পরে তিনি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তখন তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র ও ইসরাইলের বাদশাহ্ বলে গ্রহণ করেন।	ঈসা তাঁকে সত্যিকারের একজন ইসরাইল ও যার মধ্যে কোন ছলনা নেই বলে উল্লেখ করেন।	লোকদের মধ্যকার সততাকে ঈসা মসীহ্ সম্মান করেন, এমন কি তাঁর সততা নিয়ে যখন চ্যালেঞ্জ করেন তখনও।	মার্ক ৩:১৮ ইউ ১:৪৫-৫১ ইউ ২১:১-৩
মথি (লেবি)	কর আদায়কারী	সমাজের ঘৃণিত ও সমাজচ্যুত কারণ তিনি রোমীয় সরকারের পক্ষে কর আদায় করেন ও আদায় করতে গিয়ে অন্যায্য কাজ করেন।	তাঁর অসততার কাজ (আর্থিক লাভবান) ছেড়ে দিয়ে ঈসার অনুসারী হন। তিনি ঈসা মসীহকে তাঁর বাড়িতে দাওয়াত দেন ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের সেখানে দাওয়াত দেন ও আপ্যায়ন করেন। তিনি মথি লিখিত সুসমাচার কিতাবটির লেখক।	ঈসা মসীহ্ তাঁকে সাহাবী হবার জন্য আহ্বান করেন।	ঈসায়ী ঈমান তাদের জন্য নয় যারা মনে করে ইতিমধ্যেই তারা ধার্মিক। এই ধর্ম তাদের জন্য যারা জানে যে, ইতিমধ্যেই তারা রূহানিক জীবনে ব্যর্থ ও তাদের সাহায্য দরকার।	মথি ৯:৯-১৩ মার্ক ২:১৫-১৭ লূক ৫:২৭-৩২
থোমা (জমজ)	অজানা	সাহসী ও সন্দেহবাদী	সাহাবীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন ঈসার সঙ্গে বৈথনিয়ায় যেতে যদিও সেখানে গেলে তাঁদের মৃত্যু হতে পারে। ঈসা কোথায় যাচ্ছেন সেকথা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের খবর শুনে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি নিজের চোখে ঈসাকে দেখতে পান ও তাঁর ক্ষত স্থানে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন।	থোমাকে বলেছিলেন "বিশ্বাস কর," কারণ তিনি পুনরুত্থানের পর ঈসাকে নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন।	কোন কোন সময় ঈসায়ীরা ঈসা মসীহের বিষয় নিয়ে ভীষণভাবে সন্দিহান হয়ে পড়ে তখন কোন না কোনভাবে ঈসা মসীহ কাছে প্রকাশিত হন ও তাদের বিশ্বাসের শক্তি বাড়িয়ে দেন ।	মথি ১০:৩ ইউ ১৪:৫; ২০:২৪-২৯ ইউ ২১:১-১৩
ইয়াকুব (আলফেয়ের ছেলে)	অজানা	অজানা	ঈসা মসীহের একজন সাহাবী হন।	অজানা	অজানা	মথি ১০:৩ মার্ক ৩:১৮ লূক ৬:১৫
থদ্দেয় (ইয়াকুবের ছেলে)	অজানা	অজানা	ঈসাকে প্রশ্ন করেছিলে কেন তিনি শুধু সাহাবীদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, অন্যদের কাছে নয়।	অজানা	ঈসায়ীরা ঈসাকে অনুসরণ করে কারণ তারা তাঁকে বিশ্বাস করে, যদিও সব সময় তারা জানে না আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা কি।	মার্ক ১০:৩ মার্ক ৩:১৮ লূক ৬:১৫
উদ্যোগী শিমোন	অজানা	সহিংস স্বদেশপ্রেমী	ঈসা মসীহের একজন সাহাবী হন।	অজানা	যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিই তখন ঈসার পরিকল্পনায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি।	মথি ১০:৪ মার্ক ৩:১৮ লূক ৬:১৫
ইষ্কারিয়োতীয় এহুদা	অজানা	প্রতারক ও লোভী	ঈসা মসীহের একজন সাহাবী হয় ও ঈসার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। পরে আত্মহত্যা করে।	তাকে ইবলিস বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে ঈসাকে ধরিয়ে দেবে।	ঈসা মসীহের শিক্ষা শোনাই যথেষ্ট নয়। ঈসার সত্যিকারের সাহাবীরা তাঁকে ভালবাসেন ও অনুসরণ করেন।	মথি ২৬:২০-২৫ লূক ২২:৪৭, ৪৮ ইউ ১২:৪-৮

BACIB
International Bible CHURCH

আল্‌ফেয়ের পুত্র ইয়াকুব, থদ্দেয় ও উদ্যোগী শিমোন, [১৯] এবং যে তাঁকে দুশমনদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই ঈষ্করিয়োতীয় এহুদা।

ঈসা মসীহ্ ও বেল্‌সবূব

[২০] পরে তিনি বাড়িতে আসলে পর পুনর্বার এত লোকের জমায়েত হল যে, তাঁরা আহার করতেও পারলেন না। [২১] এই কথা শুনে তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে ধরে নিতে আসলেন। কেননা তারা বললেন, সে পাগল হয়েছে। [২২] আর যে আলেমেরা জেরুশালেম থেকে এসেছিল তারা বললো, একে বেল্‌সবূবে পেয়েছে। সে বদ-রূহ্‌দের অধিপতি দ্বারা বদ-রূহ্ ছাড়ায়। [২৩] তখন তিনি তাদেরকে কাছে ডেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, শয়তান কিভাবে শয়তানকে ছাড়াতে পারে? [২৪] কোন রাজ্য যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তবে সেই রাজ্য স্থির থাকতে পারে না। [২৫] আর কোন পরিবার যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় তবে সেই পরিবার স্থির থাকতে পারবে না। [২৬] আর শয়তান যদি নিজের বিপক্ষে উঠে ও ভাগ হয়ে যায় তবে সেও স্থির থাকতে পারে না এবং সেখানেই তার শেষ হয়। [২৭] আর আগে সেই বলবান ব্যক্তিকে না বাঁধলে কেউ তার ঘরে প্রবেশ করে তার দ্রব্য লুট করতে পারে না; কিন্তু বাঁধলে পর সে তার ঘর লুট করতে পারবে।

[২৮] আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, মানুষ যে সমস্ত গুনাহ্ ও কুফরী করে তা মাফ করা হবে। [২৯] কিন্তু যে ব্যক্তি পাক-রূহের নিন্দা করে অনন্তকালেও তার মাফ নেই, তার গুনাহ্ অনন্ত কাল ধরে থাকবে। [৩০] ওকে নাপাক রূহে পেয়েছে, তাদের এই কথার কারণেই তিনি এই কথা বললেন।

ঈসা মসীহের সত্যিকারের নিজের লোক

[৩১] এর পরে তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা আসলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। [৩২] তখন তাঁর চারদিকে লোক বসেছিল; তারা তাঁকে বললো, দেখুন, আপনার মা ও আপনার ভাইয়েরা বাইরে আপনার খোঁজ করছেন। [৩৩] জবাবে তিনি তাদেরকে বললেন, আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাই বা কারা? [৩৪] পরে যারা তাঁর চারদিকে বসেছিল তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, এই দেখ, আমার মা ও আমার ভাইয়েরা; [৩৫] কেননা যে কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করে সেই আমার ভাই ও বোন ও মা।

[৩:২০] আঃ ৭; মার্ক ৬:৩১।

[৩:২১] ইউ ১০:২০; প্রেরিত ২৬:২৪।

[৩:২২] মথি ১৫:১; ১০:২৫; ১১:১৮; ১২:২৪; ইউ৭:২০; ৮:৪৮,৫২; ১০:২০; মথি ৯:৩৪।

[৩:২৩] মার্ক ৪:২; মথি ৪:১০ ।

[৩:২৭] ইশা ৪৯:২৪,২৫ ।

[৩:২৯] মথি ১২:৩১,৩২; লূক ১২:১০।

[৩:৩১] আঃ ২১।

[৪:১] মার্ক ২:১৩; ৩:৭।

কারণ ইউহোন্না কখনও বর্থলময় বলেন নি এবং অন্যান্য সুসমাচার লেখকগণ কখনও নথনেল নামটি ব্যবহার করেন নি।

থদ্দেয়। স্পষ্টত 'ইয়াকুবের পুত্র এহুদা' বলে তাঁকে মনে করা হয় (লূক ৬:১৬; প্রেরিত ১:১৩)।

উদ্যোগী। মথি ১০:৪ আয়াতের নোট দেখুন। 'কেনানী' বা 'উদ্যোগী' শব্দটি হিব্রু 'কানা' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'উৎসাহী' বা 'উদ্যোগী' (লূক ৬:১৫)।

৩:১৯ ঈষ্করিয়োতীয়। সম্ভবত এই বিশ্বাসঘাতক সাহাবী কিরীয় থেকে এসেছিল। কিরীয় হিব্রোণের একটি শহর (ইউসা ১৫:২৫), যা হিব্রোণ থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত (ইয়ার ৪৮:২৪)। ঈসার সাথে এহুদার বিশ্বাস-ঘাতকতার বিবরণ জানার জন্য দেখুন ১৪:১০-১১,৪৩-৪৬ আয়াত।

৩:২০ ঘরে। সম্ভবত পিতর ও আন্দ্রিয়ের ঘর (১:২৯; ২:১)। এখানে দু'টো উৎস থেকে বাধা এসেছে। তাঁর পরিবার থেকে (আয়াত ২০,২১,৩১-৩৫) এবং আলেমদের কাছ থেকে (আয়াত ২২-৩০)।

৩:২১ তাঁর আত্মীয়েরা ... ধরে নিতে আসলেন। কোন সন্দেহ নেই যে, তারা নাসরত থেকে, অর্থাৎ ৩০ মাইল দূর থেকে কফরনাহূমে এসেছিলেন (৩১ আয়াত দেখুন)।

সে পাগল হয়েছে। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য ছিল, তিনি ধর্মীয় উন্মাদনায় ভুগছেন এবং অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছেন; এখানে ইন্দ্রিয়শক্তি হারানোর কথা বলা হয় নি। একই রকম অভিযোগ একাধিকবার পৌলের বিরুদ্ধেও আনা হয়েছে (প্রেরিত ২৬:২৪; ২ করি ৫:১৩); আবার নিষ্ঠাবান ঈসায়ীদের বিরুদ্ধেও অনেক সময় এই ধরনের অভিযোগ করা হয়ে থাকে।

৩:২২ বেল্‌সবূব। ইবলিশের সঙ্গে হযরত ঈসা মসীহের যোগাযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে এমন সব অন্যান্য বর্ণনার জন্য মথি ৯:৩৪ ও ১০:২৫ আয়াত দেখুন। মথি ১০:২৫ আয়াতের টীকাও দেখুন।

৩:২৩ দৃষ্টান্ত। এই শব্দটি এখানে তুলনা অর্থে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (৪:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:২৭ আগে সেই বলবান ... লুট করতে পারবে। ঈসা মসীহ্ ঠিক এ কাজটিই করছিলেন, যখন তিনি শয়তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে লোকদের মুক্ত করছিলেন।

৩:২৮ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। ঈসা মসীহ্ কর্তৃক এক আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা প্রদান, যা তাঁর বিবৃতিকে বলবান করেছে।

৩:২৯ যে ব্যক্তি পাক-রূহের ... মাফ নেই। ৩০ আয়াতে ঈসা মসীহ্ এই গুনাহ্‌র কথা বলেন (আয়াত ২২ তুলনা করুন)। আলেমরা ঈসা মসীহের সুস্থ করার শক্তিকে পাক-রূহের শক্তি হিসেবে স্বীকার না করে শয়তানের শক্তি বলে গণ্য করেছিল (মথি ১২:৩১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৩১ তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা। লূক ৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। ঈসা মসীহের ভাইদের বিষয়ে তিনটি প্রধান মত রয়েছে: ১) ঈসার রক্তের সম্পর্কের আপন ভাই; ২) ইউসুফের আগের স্ত্রীর গর্ভের সন্তান; ৩) খালাতো ভাই, যারা ক্লোপার স্ত্রী মরিয়মের বা মসীহের মা মরিয়মের বোনের সন্তান। রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত স্বীকার করা হয়। কারণ তারা মরিয়মের চিরস্থায়ী কুমারীত্ব মতবাদের সমর্থক। কিন্তু মথি ১:২৫ ও লূক ২:৭ থেকে ঈসা মসীহের আপন ভাইদের কথা জানা যায়। ইউসুফের বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকার কারণ হচ্ছে, হয়তোবা তিনি ইতোমধ্যে মারা গিয়েছেন।

৩:৩৫ যে কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করে। আল্লাহ্‌র রূহানিক পরিবারের সভ্যপদ, যা তাঁর প্রতি বাধ্যতা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তা আমাদের মানবীয় পরিবারে সভ্যপদের চেয়ে বেশি

বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত

৪ ১ পরে তিনি আবার সমুদ্রের তীরে উপদেশ
দিতে লাগলেন; তাতে তাঁর কাছে এত বেশি
লোক একত্র হল যে, তিনি সাগরের মধ্যে
একখানি নৌকায় উঠে বসলেন এবং সমাগত
লোকেরা সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকলো। ২ তখন
তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদেরকে অনেক উপদেশ দিতে
লাগলেন। উপদেশের মধ্যে তিনি তাদেরকে
বললেন, ৩ শোন, বীজ বপনকারী বীজ বপন
করতে গেল; ৪ বপনের সময়ে কতগুলো বীজ
পথের পাশে পড়লো, তাতে পাখিরা এসে তা
খেয়ে ফেললো। ৫ আর কতগুলো বীজ পাথুরে
ভূমিতে পড়লো, যেখানে বেশি মাটি ছিল না।
সেখানে বেশি মাটি না পাওয়াতে তা শীঘ্র
অঙ্কুরিত হয়ে উঠলো, ৬ কিন্তু সূর্য উঠলে পর তা
পুড়ে গেল এবং তার শিকড় না থাকাতে শুকিয়ে
গেল। ৭ আর কতগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে
পড়লো, তাতে কাঁটাবন বেড়ে তা চেপে রাখল,
তাতে ফল ধরলো না। ৮ আর কতগুলো বীজ
উত্তম ভূমিতে পড়লো, তা অঙ্কুরিত হয়ে ও বেড়ে
উঠে ফল দিল; কতগুলো ত্রিশ গুণ, কতগুলো
ষাট গুণ ও কতগুলো শত গুণ ফল দিল। ৯ পরে
তিনি বললেন, যার শুনবার কান আছে, সে
শুনুক।

[৪:২] আঃ ১১; মার্ক ৩:২৩।

[৪:৩] আঃ ২৬।

[৪:৮] ইউ ১৫:৫; কল ১:৬।
[৪:৯] আঃ ২৩; মথি ১১:১৫।

[৪:১১] মথি ৩:২; ১করি ৫:১২,১৩; কল ৪:৫; ১থিষ ৪:১২; ১তীম ৩:৭।
[৪:১২] ইশা ৬:৯,১০; মথি ১৩:১৩-১৫।

[৪:১৪] মার্ক ১৬:২০; লূক ১:২; প্রেরিত ৪:৩১; ৮:৪; ১৬:৬; ১৭:১১; ফিলি ১:১৪।

দৃষ্টান্তটি বলবার উদ্দেশ্য

১০ যখন তিনি নির্জনে ছিলেন, তাঁর সঙ্গীরা সেই
বারো জনের সঙ্গে তাঁকে দৃষ্টান্তগুলোর বিষয়ে
জিজ্ঞাসা করলেন। ১১ তিনি তাঁদেরকে বললেন,
আল্লাহ্‌র রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদেরকে
দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ঐ বাইরের লোকদের
কাছে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হয়ে থাকে;
১২ যেন তারা দেখেও দেখতে না পায় এবং
শুনেও বুঝতে না পারে, পাছে তারা ফিরে আসে
ও তাদেরকে মাফ করা যায়।
১৩ পরে তিনি তাদেরকে বললেন, এই দৃষ্টান্ত কি
বুঝতে পার না? তবে কেমন করে অন্য সকল
দৃষ্টান্ত বুঝতে পারবে? ১৪ সেই বীজ বপনকারী
কালামরূপ বীজ বপন করে। ১৫ পথের পাশে
যারা, তারা এমন লোক, যাদের মধ্যে কালাম-
বীজ বপন করা হয়; আর যখন তারা শুনে,

গুরুত্বপূর্ণ (১০:৩০)।

৪:১ বসলেন। ইহুদী শিক্ষকদের জন্য বসে শিক্ষা দেওয়া একটি স্বাভাবিক ভঙ্গি বা অবস্থান (মথি ৫:১; লূক ৫:৩; ইউ ৮:২)।

৪:২ দৃষ্টান্ত। সচরাচর সাধারণ জীবন থেকে নেয়া কাহিনী, যা রূহানিক ও নৈতিক সত্যতাকে জীবন্ত করে উপস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়, অনেক সময় একে সংক্ষিপ্ত উপমা বলা চলে (৩:২৩)। সাধারণভাবে এগুলো একেকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয় এবং প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকতে হবে এমন নয় (মথি ১৩:৩, লূক ৮:৪)।

৪:৮ বেড়ে উঠে ... শত গুণ ফল দিল। শত গুণ ফলন স্বভাবতই বেশ অস্বাভাবিক (পয়দা ২৬:১২)। আল্লাহ্‌র রাজ্যের পরম উৎকৃষ্টতার বিষয়ে ফসল কাটা সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা হত (যোয়েল ৩:১৩; প্রকা ১৪:১৪-২০)।

৪:১১ আল্লাহ্‌র রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব। ইঞ্জিল শরীফে "নিগূঢ় তত্ত্ব" বলতে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের কাছে প্রকাশ করেছেন এরকম কিছু বোঝায়। নিগূঢ় তত্ত্ব যা পূর্বে অজানা ছিল এখন সকলের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু যাদের ঈমান আছে কেবল তারাই তা বুঝতে পারবে। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে নিগূঢ় তত্ত্ব বলতে মনে হয় যে, আল্লাহ্‌র রাজ্য ঈসা মসীহের আগমনের কারণে সন্নিকট হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফে উল্লিখিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিগূঢ় তত্ত্ব হচ্ছে:

- বেহেশতী রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব (মথি ১৩:৩-৫০);
- এ যুগে বনি-ইসরাইলের অন্ধতা (রোমীয় ১১:২৫);
- এ যুগের শেষে জীবিত ধার্মিকদের রূপান্তর (১ করি ১৫:৫২ -৫২; ১ থিষ ৪:১৩-১৭;);
- ইহুদী ও পরজাতি নিয়ে গঠিত এক দেহরূপে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর নিগূঢ় তত্ত্ব (ইফি ৩:১-১২; রোমীয় ১৬:২৫; ইফি ৬:১৯; কল ২:৩);
- ঈসা মসীহের কনেরূপে মণ্ডলীর নিগূঢ় তত্ত্ব (ইফি ৫:২৩-৩২);
- অন্তরে বসবাসকারী ঈসা মসীহের নিগূঢ়তত্ত্ব (গালা ২:২০; কল ১:২৬-২৭);
- ত্রিত্ব এবং আল্লাহ্‌র মাংসিক মূর্তিমান পূর্ণতারূপে ঈসা মসীহের নিগূঢ় তত্ত্ব, যাঁর কাছে মানুষের জন্য সকল বেহেশতী প্রজ্ঞা রয়েছে (১ করি ২:৭; কল ২:২,৯);
- বেহেশতী রূপান্তর প্রক্রিয়ার নিগূঢ় তত্ত্ব, যার দ্বারা মানুষকে আল্লাহ্‌র মত হতে দেয়া হয়েছে (১ তীম ৩:১৬);
- অন্যায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব (২ থিষ ২:৭; মথি ১৩:৩৩);
- সপ্ত তারার নিগূঢ় তত্ত্ব (প্রকা ১:২০);
- ব্যাবিলনের নিগূঢ় তত্ত্ব (প্রকা ১৭:৫,৭)।

এই অধ্যায়ের ১১-১২ আয়াত ইশা ৬:৯-১০ আয়াতের আলোকে বলা হয়েছে এবং এভাবেই প্রতিটি দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য দ্বিমুখী– সাহাবীদের কাছে সত্য প্রকাশ করা এবং বাইরের লোকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা, যেন তাদের অন্ধতার কারণে বিচার ও দণ্ড আসে (আয়াত ২৪,২৫)।

৪:১২ যেন। বা "যেন শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়; সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে ইশাইয়া ৬:৯-১০ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, "এই লোকেরা শুনবে, কিন্তু বুঝবে না; তারা খুঁজবে আর খুঁজবে, কিন্তু দেখবে না...; যদি তারা দেখত...তাহলে তারা আমার দিকে ফিরে আসত যেন আমি তাদের সুস্থ করি" – এ কথা আল্লাহ্‌ বলেন। ঈসা বলেন, যারা ইচ্ছা করেই দেখতে ও শুনতে চায় না তারা আল্লাহ্‌র মাফ পায় না (ইউহোন্না ১২:৪০ আয়াতে ইশাইয়া ৬:১০ আয়াতের ঐ একই ব্যবহার দেখুন)। ইশায়া ৬:১০ আয়াত ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে কেন লোকেরা হযরত ঈসা মসীহের বাণীকে গ্রহণ করতে চায় নি।

৪:১৪ কালামরূপ বীজ। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কালামে সাড়াদানের জন্য মনোযোগ আহ্বান কর হয়েছে, যা ঈসা মসীহ্‌ তবলিগ করছিলেন। বহু বাধা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কালাম তার উদ্দেশ্য সাধন করবে। তবলিগের কাজ সাফল্য লাভ করে বিশেষ পদ্ধতিতে, তর্ক বা বশীকরণের ক্ষমতার দ্বারা নয়, কিন্তু

তৎক্ষণাৎ শয়তান এসে তাদের মধ্যে যা বপন করা হয়েছিল সেই কালাম হরণ করে নিয়ে যায়। [১৬] আর তেমনি যারা পাথুরে ভূমিতে বপন করা বীজের মত, তারা এমন লোক, যারা কালামটি শুনে তৎক্ষণাৎ আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করে; [১৭] আর তাদের অন্তরে শিকড় নেই বলে তারা অল্পকাল মাত্র স্থির থাকে, পরে সেই কালামের জন্য কষ্ট কিংবা নির্যাতন আসলে তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে যায়। [১৮] আর যারা কাঁটাবনের মধ্যে বপন করা বীজের মত, তারা এমন লোক, [১৯] যারা কালাম শুনেছে, কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়ে ঐ কালাম চেপে রাখে, সেজন্য তাতে কোন ফল ধরে না। [২০] আর যারা উত্তম ভূমিতে বপন করা বীজের মত, তারা এমন লোক, যারা সেই কালাম শুনে গ্রাহ্য করে এবং কেউ ত্রিশ গুণ, কেউ ষাট গুণ ও কেউ শত গুণ ফল দেয়।

কাঠার নিচে প্রদীপ

[২১] তিনি তাদেরকে আরও বললেন, কাঠার নিচে কিংবা পালঙ্কের নিচে রাখার জন্য কেউ কি প্রদীপ আনে? না কি তা প্রদীপ-আসনের উপরে রাখার জন্য? [২২] কেননা এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা প্রকাশিত হবে না; এমন লুকানো কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না। [২৩] যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক। [২৪] আর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যা শুনছো তাতে মনোযোগ দাও। তোমরা যেভাবে মেপে দাও, সেভাবেই তোমাদের জন্য মাপা যাবে এবং তোমাদেরকে আরও দেওয়া যাবে। [২৫] কারণ যার আছে তাকে আরও দেওয়া যাবে আর যার নেই তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে।

[৪:১৫] মথি ৪:১০।

[৪:১৯] মথি ১৯:২৩; ১তীম ৬:৯,১০,১৭; ১ইউ ২:১৫-১৭।

[৪:২১] মথি ৫:১৫।

[৪:২২] ইয়ার ১৬:১৭; মথি ১০:২৬; লূক ৮:১৭; ১২:২।

[৪:২৩] আঃ ৯; মথি ১১:১৫।

[৪:২৪] মথি ৭:২।

[৪:২৫] মথি ২৫:২৯।
[৪:২৬] মথি ১৩:২৪।
[৪:২৯] প্রকা ১৪:১৫।
[৪:৩০] মথি ১৩:২৪।
[৪:৩৩] ইউ ১৬:১২।
[৪:৩৪] ইউ ১৬:২৫।

বেড়ে উঠা বীজের দৃষ্টান্ত

[২৬] তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্‌র রাজ্য এ রকম: এক জন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনলো। [২৭] পরে রাতে ঘুমিয়ে থেকে ও দিনে জেগে থেকে সময় কাটায়, ইতোমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠে, কিন্তু কিভাবে তা বেড়ে উঠে তা সে জানে না। [২৮] ভূমি নিজে নিজেই ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তারপর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। [২৯] কিন্তু ফল পাকলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটার সময় উপস্থিত।

সরিষা বীজের দৃষ্টান্ত

[৩০] আর তিনি বললেন, আমরা কিসের সঙ্গে আল্লাহ্‌র রাজ্যের তুলনা করবো? কোন্ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বা তা ব্যক্ত করবো? [৩১] তা একটি সরিষা-দানার মত; সেই বীজ ভূমিতে বোনার সময়ে ভূমির সকল বীজের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বটে, [৩২] কিন্তু বপন করা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সকল শাক-সব্‌জি থেকেও বড় হয়ে উঠে এবং বড় বড় ডাল বের হয়; তাতে আসমানের পাখিগুলো তার ছায়ার নিচে বাসা বাঁধতে পারে।

[৩৩] এই রকম অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাদের শুনবার ক্ষমতা অনুসারে তাদের কাছে কালাম তবলিগ করতেন; [৩৪] আর দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদেরকে কিছুই বলতেন না; পরে বিরলে তাঁর

মানবীয় হৃদয়রূপ মাটিতে আল্লাহ্‌র কালামের জীবন্ত বীজ বপণ করার মাধ্যমে। নতুন জীবনের অঙ্কুর কালামের বীজের মধ্যে আছে এবং তা রোপণ না করলে কেউ ঈসায়ী হতে পারে না।

৪:১৭ কষ্ট কিংবা নির্যাতন। ৮:৩৪৩৮; ১০:৩০; ১৩:৯-১৩ আয়াতের নোট দেখুন। কালাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে এমন অনেক কিছু মানুষের মধ্যে রয়েছে যেমন– কঠিন হৃদয় (আয়াত ১৫), রূহানিক গভীরতার অভাব (আয়াত ১৬) এবং জগতের ধন-সম্পদ ও মায়ায় আবদ্ধতা (আয়াত ১৮)। কিন্তু যেখানে কালাম শ্রবণ করা হয়, উপলব্ধি করা হয় ও বিশ্বাস করা হয়, সেখানে ফসল অবশ্যই আসবে (আয়াত ২০)।

৪:১৯ ধনের মায়া। সমৃদ্ধি স্ব-নির্ভরতার নিরাপত্তা ও কল্যাণের এক মিথ্যা অর্থ প্রকাশ করে (১০:১৭-২৫; দ্বি.বি. ৮:১৭-১৮; ৩২:১৫; মেসাল ২:৪-১১; ইয়াকুব ৫:১-৬)।

৪:২১ কাঠার নিচে ... প্রদীপ আনে? বাতি লুকানোর জিনিস নয়, কারণ তা আলো দেয়; একইভাবে ঈসা মসীহ্, যিনি দুনিয়ার নূর (ইউ ৮:১২), তিনি প্রকাশিত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই দুনিয়াতে এসেছেন।

প্রদীপ। মথি ৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:২৫ যার আছে তাকে আরও দেওয়া যাবে। আমরা এখন যত বেশি সত্যকে গ্রহণ করবো, ভবিষ্যতে আমরা তত বেশি অনুগ্রহ পাব। সামান্যতম সত্যে যদি এখন আমরা সাড়া না দিই, তাহলে আমরা ভবিষ্যতের মহা দোয়া থেকে বঞ্চিত হব।

৪:২৬-২৯ বেড়ে উঠা বীজের দৃষ্টান্ত। কেবল মার্ক এই দৃষ্টান্তটি লিপিবদ্ধ করেছেন। বীজবাপকের দৃষ্টান্ত যেমন বীজের বৃদ্ধি ও ফলনের কৃতকার্যতার জন্য যথাযথ মাটির গুরুত্বকে তুলে ধরে, তেমনি এখানে বীজের রহস্যজনক ক্ষমতার উপরে জোর দেয়া হয়েছে। সুসমাচারের বার্তা এর নিজস্ব ক্ষমতা ধারণ করে। বীজ বপন ও ফসল কাটার মাঝে বীজের টিকে থাকা ও বীজ এবং মাটির মিশ্রণের উপর এর ফলপ্রসূতা নির্ভর করে।

৪:২৯ সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়। যোয়েল ৩:৩ আয়াতের সম্ভাব্য উল্লেখ, যেখানে শস্য কাটাকে আল্লাহ্‌র রাজ্যের পরম উৎকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শস্য কাটার সময়। আল্লাহ্‌র বিচারের বিষয়ে বলা যোয়েল ৩:১৩ আয়াত (প্রকাশিত কালাম ১৪:১৫ আয়াত) থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪:৩০-৩৪ সরিষা-দানার দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তের প্রধান বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ্‌র রাজ্যের সূচনা তাৎপর্যহীন বলে মনে হতে পারে। এর দ্বারা ইহুদীদের হাতে অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর ১২ জন সাহাবীকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন এর সত্যিকার মহত্ত্ব ও ক্ষমতা সারা দুনিয়ায় দেখা যাবে।

৪:৩৪ দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদেরকে কিছুই বলতেন না। ঈসা মসীহ্ সত্যকে দৃশ্যায়িত করতে, চিন্তা জাগ্রত করতে এবং রূহানিক উপলব্ধিকে প্রস্ফুটিত করতে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতেন। যখন ঈসা

সাহাবীদেরকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিতেন।

ঈসা মসীহ্ ঝড় থামান

৩৫ সেই দিন সন্ধ্যা হলে তিনি তাঁদেরকে
বললেন, চল, আমরা ওপারে যাই। ৩৬ তখন
তাঁরা লোকদেরকে বিদায় করে, তিনি
নৌকাখানিতে যেমন ছিলেন, তেমনি তাঁকে সঙ্গে
নিয়ে গেলেন এবং আরও নৌকা তাঁর সঙ্গে ছিল।
৩৭ পরে ভীষণ ঝড় উঠলো এবং ঢেউগুলো
নৌকায় এমন আঘাত করলো যে, নৌকা পানিতে
পূর্ণ হতে লাগল। ৩৮ তখন তিনি নৌকার
পশ্চাদ্‌ভাগে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন;
আর তাঁরা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, হুজুর, আপন-
ার কি চিন্তা হচ্ছে না যে, আমরা মারা পড়ছি?
৩৯ তখন তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ধমক্
দিলেন ও সমুদ্রকে বললেন, নীরব হও, স্থির হও;
তাতে বাতাস থেমে গেল এবং মহাশান্তি হল।
৪০ পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা এত
ভয় পাও কেন? এখনও কি তোমাদের বিশ্বাস হয়
নি? ৪১ তাতে তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়ে পরস্পর
বলতে লাগলেন, ইনি তবে কে যে, বাতাস এবং
সমুদ্রও এঁর হুকুম মানে?

[৪:৩৬] আঃ ১; মার্ক ৩:৯; ৫:২, ২১; ৬:৩২,৪৫।
[৪:৪০] মথি ১৪:৩১; মার্ক ১৬:১৪।
[৫:২] মার্ক ৪:১; ১:২৩।
[৫:৭] মথি ৮:২৯;

বদ-রূহে পাওয়া লোককে সুস্থ করা

৫ ১ পরে তাঁরা সমুদ্রের ওপারে
গেরাসেনীদের দেশে উপস্থিত হলেন।
২ তিনি নৌকা থেকে বের হলে তৎক্ষণাৎ এক
ব্যক্তি কবর-স্থান থেকে তাঁর সম্মুখে আসল,
তাকে নাপাক রূহে পেয়েছিল। ৩ সে কবরের
মধ্যে বাস করতো এবং কেউ তাকে শিকল
দিয়েও আর বেঁধে রাখতে পারতো না। ৪ কেননা
লোকে বার বার তাকে বেড়ী ও শিকল দিয়ে
বাঁধতো, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়ে ফেলতো এবং
বেড়ী ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করতো; কেউ তাকে বশ
করতে পারতো না। ৫ আর সে দিনরাত সব
সময় কবরে ও পর্বতে থেকে চিৎকার করতো
এবং পাথর দিয়ে নিজেই নিজেকে আঘাত
করতো। ৬ সে দূর থেকে ঈসাকে দেখে দৌড়ে
আসল, তাঁকে সেজ্‌দা করলো এবং উচ্চরবে
চেঁচিয়ে বললো, ৭ হে ঈসা, সর্বশক্তিমান

তাঁর সাহাবীদের সাথে একাকী থাকতেন, তখন তিনি অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা দিতেন, কারণ তাঁদেরকে অতি সাধারণ বিষয়গুলোরও ব্যাখ্যা করে দেয়ার প্রয়োজন হত।

৪:৩৫-৪১ ঈসা মসীহ্ ঝড় থামান। যদিও আধুনিক লোকদের জন্য অলৌকিকত্বকে গ্রহণ করা কঠিন, তথাপি ইঞ্জিল শরীফ এ কথা পরিষ্কার করে যে, ঈসা কেবলমাত্র তাঁর মণ্ডলীর উপর প্রভু নন, কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির প্রভু।

৪:৩৫ ওপারে। ঈসা মসীহ্ গেরাসিন (৫:১) অঞ্চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গালীল এলাকা ত্যাগ করলেন। এটি জনতাকে বিচ্ছিন্ন করতে বা তাঁর পরিচর্যা কাজের নতুন ক্ষেত্র খুঁজতে বা উভয় কারণে হতে পারে।

৪:৩৭ ভীষণ ঝড় উঠলো। গালীল সমুদ্র পর্বত দিয়ে ঘেরা অববাহিকায় অবস্থিত ছিল, তাই এই স্থানটি মাঝে মাঝে আকস্মিক তীব্র ঝড়ের কবলে পড়ত। ভূমধ্যসাগর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া সঙ্কীর্ণ পর্বত দিয়ে গরম হাওয়াসহ অতিক্রম করে ও আঘাত করে, যাতে হ্রদের উপর বাতাসের আদ্রতা বেশি থাকে। এর ফলে সেখানে প্রায়ই ঝড়ের সৃষ্ট হয়।

৪:৩৮ বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। এই বালিশ সম্ভবত নৌকার মাঝির কাঠের বা চামড়ার আসন, যা মাথা রাখার জন্যও ব্যবহৃত হত। প্রথাগতভাবে ক্লান্ত অবস্থায় বালিশের উপর ঘুমানোর এই দৃশ্যকল্প মসীহের মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছে।

৪:৩৯ ধমক্ দিলেন। বদ্‌রূহ্ বের করার বেলায় এই একই গ্রীক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে (১:২৫; ৩:১২)। পবিত্র তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাবে যেমন আল্লাহ্ প্রকৃতির উপরে কাজ করেছেন (জবুর ৬৫:৭; ৮৯:৯; ১০৭:২৩-২৯) একইভাবে প্রকৃতির সকল শক্তির উপরে ঈসা মসীহ্ ক্ষমতা দেখা যায়।

৪:৪১ ইনি তবে কে? ঈসা মসীহ্ ঠিক যা করেছেন তার আলোকে এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে– তিনি আল্লাহ্‌র একমাত্র পুত্র। এখানে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি এবং তাঁর ক্ষমতা দেখানো হয়েছে (জবুর ৬৫:৭; ১০৭:২৫-৩০; মেসাল ৩০:৪)। মার্ক তাঁর সুসমাচারের শুরুতেই (১:১) এই প্রশ্নের আলোকে মসীহের আল্লাহ্‌ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও তাঁর আল্লাহ্‌ত্বের উপর সাহাবীদের ঈমান বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। এখানে প্রকৃতির শক্তির উপরে ঈসা মসীহের বেহেশতী কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। তাঁর আসল মানবীয় স্বভাবও প্রকাশ পায় তাঁর ঘুমানোর বর্ণনায়। কেউ কেউ এটিকে মণ্ডলীতে অত্যাচার ও নিপীড়নের কালে ঈসার উপর নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা অর্থে ব্যাখ্যা করেন।

৫:১ সমুদ্রের ওপারে। গালীল সাগরের পূর্ব পার্শ্ব, যে অঞ্চলটি বহুলাংশে অ-ইহুদী অধ্যুষিত ছিল, সেকারণে এখানে বৃহৎ শূকরের পাল দেখা যায়, যে শূকরকে ইহুদীরা নাপাক মনে করত এবং খাওয়ার অযোগ্য মনে করত।

গেরাসেনীদের দেশ। গেরাসা অঞ্চল গালীল সাগর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত, যা সমুদ্রের পূর্ব তীর ধরে বিস্তৃত ছিল। এর ছোট একটি গ্রাম এখন *খেরসা* নামে পরিচিত। এর প্রায় এক মাইল দক্ষিণে তীরের ৪০ গজের মধ্যে সুন্দর খাড়া ঢালু অঞ্চল রয়েছে এবং সেখান থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে রয়েছে গুহা-কবর, যা দরিদ্রদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হত। এই ঘটনায় বদ-রূহের রাজ্যেও ঈসা মসীহের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেখা যায়।

৫:৩ কবরের মধ্যে বাস করতো। একই গুহা মৃতদের কবর দেয়ার জন্য এবং জীবিতদের আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। অনেক দরিদ্র জনগণ প্রায়শ এরূপ গুহায় বাস করতো।

৫:৪ লোকে বার বার তাকে বেড়ী ও শিকল দিয়ে বাঁধতো। যদিও সন্দেহ নেই যে, গ্রামবাসীরা তাদের নিজেদের রক্ষার জন্য তাকে আংশিকভাবে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতো, তথাপি এই কঠোর ব্যবহার তাকে আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে তুলতো।

৫:৫ সে চিৎকার করতো ... আঘাত করতো। কাহিনীর প্রত্যেকটি শব্দের মধ্য দিয়ে লোকটির করুণ অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে; বদ-রূহ্ বেহেশতী সাদৃশ্যকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে, যে সদৃশতায় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

৫:৭ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পুত্র। অ-ইহুদীদেরকে পাক-কিতাবে

আল্লাহ্‌র পুত্র, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, আমাকে যাতনা দেবেন না। ৮ কেননা তিনি তাকে বলেছিলেন, হে নাপাক রূহ্‌, এই ব্যক্তি থেকে বের হও। ৯ তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? জবাবে সে বললো, আমার নাম বাহিনী, ১০ কারণ আমরা অনেকে আছি। পরে সে বিস্তর ফরিয়াদ করলো, যেন তিনি তাদেরকে সেই অঞ্চল থেকে পাঠিয়ে না দেন। ১১ সেই স্থানে পর্বতের পাশে একটি বড় শূকরের পাল চরছিল। ১২ আর তারা ফরিয়াদ করে বললো, ঐ শূকরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন। ১৩ তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন সেই নাপাক রূহ্‌রা বের হয়ে শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করলো; তাতে সেই শূকর-পাল, কমবেশ দুই হাজার শূকর, মহাবেগে দৌড়ে ঢালু পার দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়লো এবং সাগরে ডুবে মারা গেল।

১৪ তখন যারা সেগুলোকে চরাচ্ছিল, তারা পালিয়ে গিয়ে নগরে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে সংবাদ দিল। তখন কি ঘটেছে তা দেখবার জন্য লোকেরা সেখানে আসল। ১৫ তারা ঈসার কাছে এসে দেখতে পেল যে, সেই বদ-রূহে পাওয়া ব্যক্তি, যাকে বাহিনীতে পেয়েছিল, সে কাপড় পরে সুস্থ মনে বসে আছে; তাতে তারা ভয় পেল। ১৬ আর ঐ বদ-রূহে পাওয়া লোকটির ও শূকর-পালের ঘটনা যারা দেখেছিল, তারা তাদেরকে সমস্ত বৃত্তান্ত বললো। ১৭ তখন তারা তাদের সীমানা থেকে প্রস্থান করতে তাঁকে ফরিয়াদ করতে লাগল। ১৮ পরে তিনি নৌকায় উঠছেন, এমন সময়ে যে ব্যক্তিকে বদ-রূহে পেয়েছিল, সে তাঁকে ফরিয়াদ করলো, যেন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে। ১৯ কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না, বরং বললেন, তুমি বাড়িতে তোমার আত্মীয়দের কাছে চলে যাও এবং প্রভু তোমার জন্য যে যে মহৎ কাজ করেছেন ও তোমার প্রতি যে করুণা করেছেন তা তাদেরকে জানাও। ২০ তখন সে প্রস্থান করে, ঈসা তার জন্য যে যে মহৎ কাজ করেছিলেন তা দিকাপলিতে তবলিগ করতে লাগল; তাতে সকলেই আশ্চর্য জ্ঞান করলো।

৪:৩; লূক ১:৩২; ৬:৩৫; প্রেরিত ১৬:১৭; ইব ৭:১।

[৫:৯] আঃ ১৫।

[৫:১৫] আঃ ৯; ১৬,১৮; মথি ৪:২৪।

[৫:১৯] মথি ৮:৪।

[৫:২০] মথি ৪:২৫; মার্ক ৭:৩১।

আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এরূপ সম্বোধন প্রকাশ করতে দেখা যায় (পয়দা ১৪:১৮; ইশা ১৪:১৪; দানি ৩:২৬; প্রেরিত ১৬:১৭)। এ লোকটি ইহুদী নয়, কারণ হ্রদের ওপারে মিশ্র চরিত্রের লোক বাস করতো এবং ইহুদীরা শূকর পালতো না।

আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? এই কথার অর্থ হচ্ছে, "আমাদের কী মিল রয়েছে?" পুরাতন নিয়মে এই একই অভিব্যক্তি পাওয়া যায় (২ শামু ১৬:১০; ১৯:২২), যেখানে এই কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, "নিজের চরকায় তেল দাও"। বদ-রূহ্‌টি এ কথা বলেছিল বদ-রূহ্‌গ্রস্ত লোকটির কণ্ঠ ব্যবহার করে।

আমি আপনাকে ... দেবেন না। বদ-রূহ্‌টি ভেবেছিল যে, সে এখন শাস্তি পেতে যাচ্ছে এবং এই কারণে সে এমন কঠিন কসম দিয়েছে, যদিও আল্লাহ্‌র প্রতি তার আবেদন ছিল ব্যঙ্গোক্তিমূলক।

৫:৯ তোমার নাম কী? দু'টি কারণে এই প্রশ্ন করা হতে পারে: প্রথমত, প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে নাম জানার মধ্য দিয়ে বিপক্ষের উপরে নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করা হত। দ্বিতীয়ত, লোকটির আসল নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যেন তাকে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বে ফিরিয়ে আনা যায়।

আমার নাম বাহিনী ... অনেকে আছি। রোমীয়দের একটি সৈন্যবাহিনী ৬ হাজার সৈন্য নিয়ে তৈরি হত। এখানে এই শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, লোকটি অসংখ্য বদ-রূহ্‌ দ্বারা আক্রান্ত এবং যখন তারা কোন মানুষের মধ্যে বাস করে তা তাকে আক্রমণ করে তখন সৈন্যবাহিনীর মতই তার শরীর-মন ও রূহের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

৫:১০ সেই অঞ্চল থেকে পাঠিয়ে না দেন। বদ-রূহ্‌রা অনন্তকালীন শাস্তি ভোগ করার ভয়ে ভীত ছিল, অর্থাৎ তারা 'দোজখে' যেতে ভয় করত (লূক ৮:৩১)।

৫:১৫ সে কাপড় পরে সুস্থ মনে বসে আছে। বদ-রূহে আক্রান্ত লোকটির মধ্যে ঈসা মসীহের অনুগ্রহ ও ক্ষমতায় রূপান্তরের পূর্ণতা তিনটি বাক্যাংশ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। সে অশান্ত থাকার বদলে শান্তভাবে বসেছিল, উলঙ্গ থাকার পরিবর্তে কাপড় পরেছিল এবং হিংস্রতা প্রকাশের বদলে সুবোধ হয়েছিল। এরূপে ঈসা মসীহ্‌ মানুষের জীবন থেকে রাগ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ও অপবিত্রতার রূহ্‌ বহিষ্কার করেছেন, তাদের রূহানিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছেন এবং নাজাতের পোশাকে তাদেরকে আচ্ছাদিত করেছেন।

৫:১৬ শূকর-পালের ঘটনা। বদ-রূহ্‌গ্রস্থ লোকটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে শূকর-পালের ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি আমাদেরকে চমৎকৃত করে, কারণ ঘটনাটি খুবই নাটকীয় ছিল। কিন্তু সেই শূকর-পালের মালিকের জন্য এটি যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ ছিল। বদ-রূহ্‌গ্রস্থের কাছে বদ-রূহ্‌ চলে যাওয়া নিশ্চিত করতে এবং তার ঈমানের নিশ্চয়তা দিতে ঈসা মসীহ্‌ এই কাজ করেছিলেন। একজন মানুষের জীবনকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পশু কোরবানী করতে হতে পারে এবং এতে বিঘ্ন পাওয়ার কিছু নেই, কারণ বহু শূকরের চেয়ে একজন মানুষের জীবন অধিকতর মূল্যবান।

৫:১৭ তাদের সীমানা থেকে ... ফরিয়াদ করতে লাগল। আরও ক্ষতির ভয়ে তারা এমন প্রতিক্রিয়া করেছিল এবং ঈসা মসীহের প্রতি এ ধরনের অভদ্র আচরণ করেছিল। তাদের মধ্যে ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের শক্তি কাজ করতে শুরু করেছিল, তা তারা অনুধাবন করতে পারে নি।

৫:১৯ প্রভু তোমার জন্য ... তাদেরকে জানাও। এর আগে একজন কুষ্ঠ রোগীকে নীরব থাকতে ঈসা মসীহ্‌ যেভাবে হুকুম দিয়েছিলেন, তার চাইতে এই ঘটনা একেবারেই ব্যতিক্রমী ছিল (১:৪৪; ৩:১২; মথি ৮:৪)। সম্ভবত এই বদ-রূহ্‌গ্রস্থ লোকটির সুস্থকরণের ঘটনা অ-ইহুদী এলাকায় হয়েছিল বলে সেখানে ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগ না হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল।

৫:২০ দিকাপলি। দশ নগরী; দিকাপলি বলতে ফিলাডেলফিয়া,

একটি মৃত বালিকা ও এক জন অসুস্থ স্ত্রীলোক

২১ পরে ঈসা যখন নৌকায় করে পুনরায় পারে
গেলেন তখন তাঁর কাছে বিস্তর লোকের জমায়েত
হল; তখন তিনি সমুদ্র-তীরে ছিলেন। ২২ আর
সমাজের নেতাদের মধ্যে যায়ীর নামে এক জন
এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে পড়লেন, ২৩ এবং
অনেক ফরিয়াদ করে বললেন, আমার মেয়েটি
মারা যেতে বসেছে, আপনি এসে তার উপরে
হাত রাখুন, যেন সে সুস্থ হয়ে বাঁচে। ২৪ তখন
তিনি তার সঙ্গে চললেন এবং অনেক লোক তাঁর
পিছনে পিছনে চললো ও তাঁর উপরে চাপাচাপি
করে পড়তে লাগল।
২৫ আর একটি স্ত্রীলোক বারো বছর থেকে
প্রদর রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, ২৬ অনেক
চিকিৎসকের দ্বারা অনেক কষ্ট ভোগ করেছিল
এবং সর্বস্ব ব্যয় করেও কোনরূপ সুস্থ হয় নি,
বরং আরও অসুস্থ হয়েছিল। ২৭ সে ঈসার বিষয়
শুনে ভিড়ের মধ্যে তাঁর পিছনের দিকে এসে তাঁর
কাপড় স্পর্শ করলো। ২৮ কেননা সে বললো,
আমি যদি কেবল তাঁর কাপড় স্পর্শ করতে পারি,
তবেই সুস্থ হবো। ২৯ আর তৎক্ষণাৎ তার
রক্তস্রাব শুকিয়ে গেল; আর সে যে ঐ রোগ থেকে
মুক্ত হয়েছে তা তার শরীরে টের পেল। ৩০ ঈসা
তৎক্ষণাৎ অন্তরে জানতে পেলেন যে, তাঁর মধ্য
থেকে শক্তি বের হয়েছে, তাই ভিড়ের মধ্যে মুখ
ফিরিয়ে বললেন, কে আমার কাপড় স্পর্শ
করলো? ৩১ তাঁর সাহাবীরা বললেন, আপনি
দেখছেন, লোকেরা আপনার উপরে চাপাচাপি
করে পড়ছে, তবু বলছেন, কে আমাকে স্পর্শ
করলো? ৩২ কিন্তু কে এই কাজ করেছিল, তাকে
দেখবার জন্য তিনি চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন।
৩৩ তাতে সেই স্ত্রীলোকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে,
তার প্রতি কি করা হয়েছে জানাতে, তাঁর সম্মুখে
উবুড় হয়ে পড়লো, আর সমস্ত সত্যি ঘটনা
তাঁকে বললো। ৩৪ তখন তিনি তাকে বললেন,
হে কন্যে, তোমার ঈমান তোমাকে রক্ষা করলো,
শান্তিতে চলে যাও ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত
থাক।
৩৫ তিনি এই কথা বলছেন, ইতোমধ্যে মজলিস-
খানার নেতার বাড়ি থেকে লোক এসে বললো,
আপনার কন্যার মৃত্যু হয়েছে, হুজুরকে আর
কেন কষ্ট দিচ্ছেন? ৩৬ কিন্তু ঈসা সে কথা শুনতে
পেয়ে মজলিস-খানার নেতাকে বললেন, ভয়
করো না, কেবল ঈমান আনো। ৩৭ আর পিতর,

[৫:২১] মথি ৯:১; মার্ক ৪:১।

[৫:২২] আঃ ৩৫,৩৬,৩৮; লূক ১৩:১৪; প্রেরিত ১৩:১৫; ১৮:৮,১৭।

[৫:২৩] মথি ১৯:১৩; মার্ক ৬:৫; ৭:৩২; ৮:২৩; ১৬:১৮; লূক ৪:৪০; ১৩:১৩; প্রেরিত ৬:৬।

[৫:২৫] লেবীয় ১৫:২৫-৩০।
[৫:২৮] মথি ৯:২০।
[৫:২৯] আঃ ৩৪।
[৫:৩০] লূক ৫:১৭; ৬:১৯।
[৫:৩৪] মথি ৯:২২; প্রেরিত ১৫:৩৩।
[৫:৩৫] আঃ ২২।

গেরাসা, পেলা, সাইথোপলিস, গাদারা, হিপ্পোস, দীয়ন, কেনাথ, রাফান, দামেস্ক – এই দশটি শহরকে বোঝানো হত (মথি ৪:২৫)।

৫:২১ পুনরায় পারে গেলেন। ঈসা মসীহ্ নৌকায় করে হ্রদের পশ্চিম পারে নয়তো বা কফরনাহূমে ফিরে যান।

৫:২২ সমাজের নেতা। মজলিস-খানার পরিচালক; যার দায়িত্ব ছিল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, দালানকোঠা দেখাশুনা ও এবাদত তদারকির মত কাজ। এর ব্যতিক্রমও ছিল (প্রেরিত ১৩:১৫)। অধিকাংশ মজলিস-খানায় কেবল একজন নেতা থাকতেন। অনেক সময় কেবল মাত্র সম্মানার্থে এই উপাধিটি দান করা হত, যাতে কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত থাকত না।

৫:২৫ বারো বৎসর থেকে প্রদর রোগে আক্রান্ত। স্ত্রীলোকটির এই শারীরিক সমস্যার স্পষ্ট প্রকৃতি জানা যায় না। তবে হয়তো এটি ঋতুস্রাবের অসুবিধা, যার কারণে ধর্মীয়ভাবে সে ছিল নাপাক। এতে তার জীবন ছিল চরম দুর্দশাগ্রস্ত, কারণ মানুষের চোখে সে পরিত্যাজ্য ছিল, যেহেতু তার সংস্পর্শে আসলেই যে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে অপবিত্র হয়ে পড়ত (লেবীয় ১৫:২৫-৩৩)।

৫:২৬ অনেক চিকিৎসকের দ্বারা অনেক কষ্ট ভোগ করেছিল। ইহুদীদের তালমুদ গ্রন্থে এ ধরনের পীড়ার জন্য বহুবিধ ঔষধ ও ব্যবস্থা সম্বলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার নিয়মাবলী সংরক্ষণ করে রাখা আছে।

৫:২৮ আমি যদি ... তবেই সুস্থ হব। যদিও দৈহিক সংস্পর্শ দ্বারা সুস্থ করা প্রথা ছিল, তথাপি এভাবেই তার বিশ্বাসকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল (৩৪ আয়াত; প্রেরিত ১৯:১২)। প্রাচীন ধারণা মতে সুস্থকারীর রুমাল ও পোশাক (প্রেরিত ১৯:১২) এবং একইভাবে তার ছায়াও (প্রেরিত ৫:১৫) সুস্থকরণের ক্ষমতা ধারণ করে।

৫:৩০ তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে। স্ত্রীলোকটি সুস্থ হয়েছিল, কারণ আল্লাহ্ শক্তি ঈসা মসীহের মাঝে কার্যকর ছিল এবং সেই শক্তির সংস্পর্শে এসেই সে সুস্থ হয়ে উঠে।

কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করলো? এই প্রশ্নের দ্বিমুখী উদ্দেশ্য থাকতে পারে: প্রথমত, তিনি তথ্য আশা করেছিলেন, কারণ যদিও তিনি জানতেন বিশ্বাসের স্পর্শে সচেতন অবস্থায় তাঁর ভেতর থেকে ক্ষমতা বের হয়েছে, সেখানে অতিপ্রাকৃত জ্ঞান দেখানোর যুক্তি মুখ্য নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি মহিলাটির প্রকাশ্য মন পরিবর্তন বা স্বীকারোক্তি চেয়েছিলেন (রোমীয় ১০:৯-১০)।

৫:৩১ লোকেরা ... চাপাচাপি করে পড়ছে। ঈসা মসীহ্‌কে চাপাচাপি করা এবং প্রকৃত প্রয়োজন ও তাঁর ক্ষমতা ও অনুগ্রহের প্রত্যয়ের মধ্যে বহু তফাৎ রয়েছে। হাজার হাজার লোক ঈসা মসীহের সাথে থাকলেও এ কথা সত্যি যে, মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁকে সত্যিকার অর্থে স্পর্শ করেছিল বা স্পর্শ করতে চেয়েছিল।

৫:৩২ কে এই কাজ ... দৃষ্টিপাত করলেন। স্ত্রীলোকটির ঈমানকে প্রকাশ্যে তুলে না ধরে এবং সে যে স্থায়ীভাবে সুস্থতা লাভ করেছে এই নিশ্চয়তা তাকে না দিয়ে, মসীহ্ জনতার মধ্যে তাকে হারিয়ে যেতে দেন নি।

৫:৩৪ মুক্ত থাক। "মুক্ত থাক" শব্দটির প্রকৃত গ্রীক অর্থ হল "উদ্ধার পাও"। এখানে জাগতিক সুস্থতা (তোমার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হও) এবং রূহানিক নাজাত (শান্তিতে যাও) উভয়ই বোঝানো হয়েছে। মার্কের সুসমাচারে এই দু'টি বিষয় প্রায়শই এক সাথে দেখা যায় (২:১-১২; ৩:১-৬)। ইঞ্জিল শরীফ অনুসারে ঈমান কোন সামান্য বস্তুগত অভিজ্ঞতা নয়, বরং এটি এক রূহানিক অভিজ্ঞতা, যা স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত ও সত্যায়িত হয়।

৫:৩৬ কেবল ঈমান আনো। এখানে অবিরত ঈমান বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। যায়ীরকে এখানে কেবল একটি একক কাজে ঈমান আনার ব্যাপারে নয়, বরং সব সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমান ধরে রাখার কথা বলা হচ্ছে।

ইয়াকুব এবং ইয়াকুবের ভাই ইউহোন্না, এই তিন জন ছাড়া তিনি আর কাউকেও তাঁর সঙ্গে যেতে দিলেন না। [৩৮] পরে তাঁরা সমাজের নেতার বাড়িতে আসলেন, আর তিনি দেখলেন, কোলাহল হচ্ছে, লোকেরা ভীষণ কান্নাকাটি ও মাতম করছে। [৩৯] তিনি ভিতরে গিয়ে তাদেরকে বললেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করছো কেন? বালিকাটি মারা যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। [৪০] এতে তারা তাঁকে উপহাস করলো; কিন্তু তিনি সকলকে বের করে দিয়ে, বালিকার পিতামাতাকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে যেখানে বালিকাটি ছিল সেখানে প্রবেশ করলেন। [৪১] পরে তিনি বালিকার হাত ধরে তাকে বললেন, টালিথা কুমী; অনুবাদ করলে এর অর্থ এই, বালিকা, তোমাকে বলছি, উঠ। [৪২] তাতে বালিকাটি তৎক্ষণাৎ উঠে বেড়াতে লাগল, কেননা তার বয়স বারো বছর ছিল। এতে তারা বড়ই বিস্ময়ে একেবারে চমৎকৃত হল। [৪৩] পরে তিনি তাদেরকে এই দৃঢ় হুকুম দিলেন, যেন কেউ এই ঘটনার কথা জানতে না পারে, আর কন্যাটিকে কিছু আহার দিতে হুকুম করলেন।

[৫:৩৭] মথি ৪:২১।

[৫:৩৮] আঃ ২২।

[৫:৩৯] মথি ৯:২৪।

[৫:৪১] মার্ক ১:৩১; লূক ৭:১৪।

[৫:৪৩] মথি ৮:৪।

[৬:১] মথি ২:২৩।

[৬:২] মার্ক ১:২১; মথি ৪:২৩; ৭:২৮।

[৬:৩] মথি ১২:৪৬; ১১:৬; ইউ ৬:৬১।
[৬:৪] লূক ৪:২৪; ইউ ৪:৪৪।
[৬:৫] মার্ক ৫:২৩।

নিজের নগরের লোকেরা ঈসা মসীহ্‌কে অগ্রাহ্য করে

৬ [১] পরে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করে নিজের নগরে আসলেন এবং তাঁর সাহাবী-রাও তাঁর পিছনে পিছনে চললেন। [২] বিশ্রামবার উপস্থিত হলে তিনি মজলিস-খানায় উপদেশ দিতে লাগলেন; তাতে অনেক লোক তাঁর কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে বললো, এই লোক কোথা থেকে এসব পেয়েছে? একে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে যে এরকম কুদরতি কাজগুলো সম্পন্ন হয়, এই বা কি? [৩] এ কি সেই ছুতার মিস্ত্রি, মরিয়মের সেই পুত্র নয়? ইয়াকুব, যোষি, এহুদা ও শিমোনের ভাই নয়? এর বোনেরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নেই? এভাবে তারা তাঁর বিষয়ে মনে বাধা পেতে লাগল। [৪] তখন ঈসা তাদেরকে বললেন, নিজের দেশ ও আত্মীয় স্বজন এবং নিজের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও নবীরা অসম্মানিত হন না। [৫] তখন তিনি সেই স্থানে আর কোন কুদরতি-কাজ করতে পারলেন না, কেবল কয়েক জন রোগগ্রস্ত লোকের উপরে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ

৫:৩৭ পিতর, ইয়াকুব ... ইউহোন্না। এই তিনজন সাহাবীর সাথে ঈসা মসীহের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল (প্রেরিত ৩:১)। তবে এমন নয় যে, তিনি তাঁদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন। প্রথমত, তিনি তাঁর অধীনে বিশেষ দায়িত্বে তাঁদেরকে মনোনীত করেছিলেন; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা অন্য সকল সাহাবীর মধ্যে সবচেয়ে কর্মঠ এবং বাধ্য ছিলেন। এও হতে পারে যে, মসীহ্‌ তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিশেষ গুণাবলী লক্ষ্য করেছিলেন। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার মসীহ্‌ শুধুমাত্র তাঁদেরকে কোন কাজে সাথে নিলেন। অন্য দু'বারের বিষয়ে দেখুন ৯:২ ও ১৪:৩৩ আয়াতে।

৫:৩৮ লোকেরা ভীষণ কান্নাকাটি ও মাতম করছে। সে সময় কারও মৃত্যুর পর পেশাদার মাতমকারীদের ভাড়া করে আনার প্রথা ছিল।

৫:৪১ টালিথা কুমী। মার্কই একমাত্র সুসমাচার লেখক, যিনি এখানে মূল অরামীয় ভাষার শব্দগুচ্ছটি রেখে দিয়েছেন। এটি ছিল প্রথম শতাব্দীর প্যালেস্টাইনে ব্যবহৃত একটি ভাষা এবং সম্ভবত এ ভাষাতেই সাধারণত ঈসা মসীহ্‌ ও তাঁর সাহাবীরা কথা বলতেন; তবে হয়তোবা কোন কোন সময় তাঁরা হিব্রু ও গ্রীকও বলতেন। এই ধরনের আরও কথার জন্য দেখুন ৩:১৭; ৭:১১,৩৪; ১৫:২২ আয়াত।

৫:৪৩ যেন কেউ ... জানতে না পারে। গালীল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঈসা মসীহ্‌ যাদেরকে সুস্থ করেছেন, তাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশকেই তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন তাঁর অলৌকিক কাজের কথা তারা কাউকে না বলে। তাঁর অলৌকিক কাজের কথা দ্রুত জানাজানি হয়ে গেলে লোকদের মধ্যে তাঁর মহা জনপ্রিয়তা এবং ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে আসা ক্রমবর্ধমান বাধা-বিপত্তি তাঁর কর্মকাণ্ডে এক মহা সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারত এবং এতে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারত (১:৪৪; ৫:১৯; ৭:৩৬; ৮:২৬)।

৬:১ নিজের নগর। যদিও মার্ক সুনির্দিষ্টভাবে নাসরত নগরের নাম উল্লেখ করেন নি, তবুও এই নগরের কথাই বোঝানো হচ্ছে (১:৯)। এই ভ্রমণ এবং লূক ৪:১৬-৩০ আয়াতে বর্ণিত ভ্রমণ এক নয়, কারণ তা এক বছর পূর্বে ঘটেছিল। ঈসা মসীহ্‌ এর আগে একাকী নাসরত ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি একজন রব্বি হিসেবে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে ফিরছেন।

৬:২ কোথা থেকে এসব পেয়েছে? তাঁর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তারা এর বেহেশতী উৎস নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসার অর্থ এই – যদি তাঁর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আল্লাহ্‌ থেকে না আসে, তবে তা শয়তান থেকে এসেছে। এটি হচ্ছে ঈমানহীনতার মূল বিষয়, যা আল্লাহ্‌র উপস্থিতি ও প্রতাপের প্রমাণকে একগুঁয়েভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান, তথাপি তিনি যখন -তখন মানুষের ভ্রষ্টতার কারণে তাদের উপরে আঘাত হানেন না।

৬:৩ কাঠমিস্ত্রি। মথিতে ঈসা মসীহ্‌কে "কাঠমিস্ত্রির পুত্র" বলা হয়েছিল (মথি ১৩:৫৫)। কেবলমাত্র মার্কে স্বয়ং ঈসা মসীহ্‌কেই কাঠমিস্ত্রি হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই গ্রীক শব্দটি রাজমিস্ত্রী বা কামারকেও বোঝায়, কিন্তু এখানে কাঠমিস্ত্রিই এর স্বাভাবিক অর্থ মনে হয়।

ইয়াকুব, যোষি, এহুদা ও শিমোনের ভাই। ইয়াকুব পরবর্তীতে জেরুশালেম মণ্ডলীর প্রধান ইমাম হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৫:১৩; গালা ২:৯,১২) এবং তিনিই ইয়াকুব পত্রের লেখক। এহুদা হলেন এহুদা পত্রের লেখক। মসীহের অন্যান্য ভাই ও বোনদের সম্পর্কে অল্পই জানা যায় (লূক ৮:১৯)।

তারা তাঁর বিষয়ে বিঘ্ন পেতে লাগল। তারা এ কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ দেখল না যে, তিনি তাদের থেকে আলাদা বা তিনি আল্লাহ্‌ কর্তৃক বিশেষভাবে অভিষেকপ্রাপ্ত।

৬:৫ তিনি সেই স্থানে ... পারলেন না। এ কথাটি বলা হচ্ছে এ জন্য নয় যে, নাসরতে কোন অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা ঈসা মসীহের ছিল না, কিন্তু এরূপ ঈমানহীনতার মাঝে তিনি

করলেন। ৬ আর তিনি তাদের ঈমান না আনার দরুন আশ্চর্য জ্ঞান করলেন।

পরে তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে উপদেশ দিলেন।

বারো জন সাহাবীকে তবলিগে প্রেরণ

৭ আর তিনি সেই বারো জনকে ডেকে দু'জন দু'জন করে তাঁদেরকে প্রেরণ করতে আরম্ভ করলেন এবং তাদেরকে নাপাক-রূহ্‌দের উপরে ক্ষমতা দান করলেন। ৮ তিনি তাদের হুকুম করলেন, তোমরা যাত্রার জন্য একটি করে লাঠি ছাড়া আর কিছু নিও না, রুটিও না, ঝুলিও না, থলিতে পয়সাও না; ৯ কিন্তু পায়ে জুতা দাও, আর দু'টো জামা গায়ে দিও না। ১০ তিনি তাদেরকে আরও বললেন, তোমরা যে কোন স্থানে যে বাড়িতে প্রবেশ করবে, সেই স্থান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত সেই গৃহেই থেকো। ১১ আর যদি কোন স্থানের লোকেরা তোমাদেরকে গ্রহণ না করে এবং তোমাদের কথাও না শুনে, তবে সেখান থেকে প্রস্থান করার সময় তাদের উদ্দেশে সাক্ষ্যের জন্য নিজ নিজ পায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলো। ১২ পরে তাঁরা প্রস্থান করে তবলিগ করতে লাগলেন যেন, লোকেরা তওবা করে। ১৩ আর তাঁরা অনেক বদ-রূহ্‌ ছাড়ালেন ও অনেক অসুস্থ লোকের মাথায় তেল দিয়ে তাদেরকে সুস্থ করলেন।

[৬:৬] মথি ৯:৩৫; মার্ক ১:৩৯; লূক ১৩:২২।
[৬:৭] মার্ক ৩:১৩; দ্বি:বি: ১৭:৬; লূক ১০:১; মথি ১০:১।
[৬:১১] মথি ১০:১৪।
[৬:১২] লূক ৯:৬।
[৬:১৩] ইয়াকুব ৫:১৪।
[৬:১৪] মথি ৩:১।
[৬:১৫] মালাখি ৪:৫; মথি ২১:১১; ১৬:১৪; মার্ক ৮:২৮।
[৬:১৭] মথি ৪:১২; ১১:২; লূক ৩:১৯,২০।
[৬:১৮] লেবীয় ১৮:১৬; ২০:২১।
[৬:২০] মথি ১১:৯।

হযরত ইয়াহিয়ার শাহাদাত বরণ

১৪ আর বাদশাহ্‌ হেরোদ তাঁর কথা শুনতে পেলেন, কেননা তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, আর সেজন্য পরাক্রমগুলো তাঁতে কাজ করে চলেছে। ১৫ কিন্তু কেউ কেউ বললো, উনি ইলিয়াস এবং কেউ কেউ বললো, উনি এক জন নবী, নবীদের মধ্যে কোন এক জনের মত। ১৬ কিন্তু হেরোদ তাঁর কথা শুনে বললেন, আমি যে ইয়াহিয়ার মাথা কেটে ফেলেছি, তিনিই জীবিত হয়ে উঠেছেন।

১৭ কারণ হেরোদ আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য নিজেই লোক পাঠিয়ে ইয়াহিয়াকে ধরে কারাগারে বন্দী করেছিলেন, কেননা তিনি হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। ১৮ কারণ ইয়াহিয়া হেরোদকে বলেছিলেন, ভাইয়ের স্ত্রীকে রাখা আপনার উচিত নয়। ১৯ আর হেরোদিয়া তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়ে উঠে নি, ২০ কারণ হেরোদ ইয়াহিয়াকে ধার্মিক ও পবিত্র লোক জেনে ভয় করতেন ও তাঁকে রক্ষা করতেন। আর তাঁর কথা শুনে তিনি ভীষণ

অলৌকিক কাজ না করতে চাইলেন না (৬ আয়াত)।

৬:৭ দু'জন দু'জন করে। দু'জন দু'জন করে তবলিগ করতে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একাধিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্যদানের বিশ্বাস যোগ্যতাকে দাঁড় করানো (দ্বি.বি. ১৭:৬) এবং তাদের প্রশিক্ষণ কালে পারস্পরিক সমর্থন যোগানো। এই তবলিগ-যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যত প্রেরিতদের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করানো। অন্য দিকে ঈসা মসীহের ক্ষমতা যে তাঁর উপস্থিতিরও বাইরে প্রসারিত এবং এমনকি তাদের কাছেও হস্তান্তর করা যায়, তা দেখানো। আল্লাহ্‌ তাদের প্রয়োজন যোগাতে পারেন এবং একই সাথে তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মত যোগ্যতা এবং কর্তৃত্ব দান করতে পারেন।

৬:৮ রুটিও না, ঝুলিও না, থলিতে পয়সাও না। তব-লিগকারীদেরকে সম্পূর্ণরূপে সেই সমস্ত মানুষের মেহমানদারীর উপর নির্ভর করতে হত, যাদের কাছে তাঁরা সাক্ষ্য দিতেন ও তবলিগ করতেন (আয়াত ১০)।

৬:৯ দু'টো জামা গায়ে দিও না। রাতে ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আবরণ হিসেবে অতিরিক্ত জামা পরতে হত। এখানে এই কথা বোঝানো হচ্ছে যে, সাহাবীদেরকে প্রতি রাতে থাকার ব্যবস্থার জন্যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে হবে।

৬:১১ নিজ নিজ পায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলো। এখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করা হয় নি; এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তাদের চিন্তা জাগ্রত হয় এবং তারা নিজেরা মন পরিবর্তন করে (মথি ১০:১৪)। কিন্তু যারা মন পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে না তাদের প্রতি এটি ছিল ধিক্কার দেয়ার চিহ্ন (প্রেরিত ১৩:৫১)।

৬:১২-১৩ তবলিগ করতে লাগলেন ... বদ-রূহ্‌ ছাড়ালেন। এ কাজ ঈসা মসীহের নামে সাহাবীদের নিজেদের পরিচর্যা কাজের আরম্ভকে তুলে ধরছে (৩:১৪-১৫) এবং তাঁদের বার্তা সুস্পষ্টভাবে তাঁর মত একই (১:১৫)।

৬:১৩ মাথায় তেল দিয়ে সুস্থ করলেন। প্রাচীন কালে জলপাই তেল ঔষধ হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত (ইশা ১:৬; লূক ১০:৩৪; ইয়াকুব ৫:১৪)।

৬:১৪ বাদশাহ্‌ হেরোদ। মার্ক হয়তোবা সহজভাবে হেরোদের জনপ্রিয় উপাধিটি ব্যবহার করছেন (মথি ১৪:১)। হেরোদ আন্তিপাস, গালীল ও পেরেয়ার শাসনকর্তা (৪ খ্রীঃপূঃ থেকে ৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন। তবে সেই সময় তিনি আসলে কোন বাদশাহ্‌ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য "বাদশাহ্‌" শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে।

৬:১৫ উনি ইলিয়াস। যে নবী মসীহের জন্য পথ প্রস্তুত করতে মসীহের আগে ফিরে আসবেন বলে ইহুদীরা আশা করত (মালাখি ৪:৫-৬)। ঈসা কে, এ প্রশ্নের উত্তরে সাহাবীরা পরে এই একই কথা বলেছিলেন (৮:২৮; মথি ১৬:১৪; লূক ৯:১৯)। দেখুন, মালাখি ৪:৫।

৬:১৬ ইয়াহিয়ার ... জীবিত হয়ে উঠেছেন। হেরোদ ব্যাকুল বিবেকে তাড়িত হয়ে এবং কুসংস্কারের মোহে পড়ে ভয় পাচ্ছিলেন যে, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া তাঁকে ভূত হয়ে দেখা দিতে ফিরে এসেছেন।

৬:১৭ ইয়াহিয়াকে ... বন্দী করেছিলেন। যোসেফাস বলেন যে, ইয়াহিয়াকে মরু সাগরের পূর্ব পাশে পেরিয়ার রক্ষাদুর্গ মাহেরুসে কারাবদ্ধ করা হয়েছিল (১:১৪; লূক ৩:১৯- ২০)।

হেরোদিয়া। মথি ১৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

ফিলিপ। মথি ১৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

যারা ঈসা মসীহের স্পর্শ লাভ করেছিলেন

কি রকম লোকেরা ঈসার সংস্পর্শে এসেছিল? কাদের ঈসা স্পর্শ করার মত গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিলেন? এখানে আমরা দেখতে পাই অনেকে ঈসার কাছে এসেছিল। যারা তাঁর খোঁজ করত তিনি তাদের সকলকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে ধনী, কি গরীব, উঁচু বা নিচু, যুব বা বৃদ্ধ, পরিচিত বা অপরিচিত, পাপী কি সাধু– সকলের প্রতিই তিনি সমানভাবে যত্ন

ঈসা মসীহ্ যাদের সঙ্গে কথা বলেছেন	রেফারেন্স
একজন অপ্রিয় কর-আদায়কারী	মথি ৯:৯
একজন বদরূহে পাওয়া লোক	মার্ক ৫:১-১৫
রোমীয় শাসনকর্তা	মার্ক ১৫:১-৫
একজন যুবক	মার্ক ৯:১৭-২৭
একজন প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা	ইউহোন্না ৩:১-২১
একজন গৃহকর্মী	লূক ১০:৩৮-৪২
একজন শরীয়ত ব্যাখ্যাকারী	মথি ২২:৩৫
একজন দুষ্কৃতকারী	লূক ২৩:৪০-৪৩
মজলিস-খানার নেতা	মার্ক ৫:২২
একজন জেলে	মথি ৪:১৮-২০
একজন বাদশাহ্	লূক ২৩:৭-১১
একজন গরীব বিধবা	লূক ৭:১১-১৭; ২১:১-৪
একজন রোমীয় শত সেনাপতি	লূক ৭:১-১০
একদল শিশু	মার্ক ১০:১৩-১৬
একজন নবী	মথি ৩ অধ্যায়
একজন জেনাকারী স্ত্রীলোক	ইউহোন্না ৮:১-১১
ইহুদী মহাসভার একজন নেতা	লূক ২২:৬৬-৭১
একজন অসুস্থ স্ত্রীলোক	মার্ক ৫: ২৫-৩৪
একজন ধনবান লোক	মার্ক ১০:১৭-২৩
একজন অন্ধ ভিক্ষুক	মার্ক ১০:৪৬
একজন ইহুদী রাজনৈতিক নেতা	মার্ক ১২:১৩
একদল স্ত্রীলোক	লূক ৮:২-৩
একজন মহা-ইমাম মথি	২৬:৬২-৬৪
সমাজ থেকে বের করে দেওয়া কুষ্ঠরোগী লূক	১৭:১১-১৯
একজন রাজকীয় অফিসার	ইউহোন্না ৪:৪৬-৫৩
একজন যুবতী	মার্ক ৫:৪১-৪২
একজন বিশ্বাসঘাতক	ইউহোন্না ১৩:১-৩, ২৭
একজন অসহায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক	মার্ক ২:১-১২
একদল রাগান্বিত সৈন্য ও রক্ষী	ইউহোন্না ১৮:৩-৯
একজন বিদেশী স্ত্রীলোক	মার্ক ৭:২৫-৩০
একজন সন্দেহকারী সাহাবী	ইউহোন্না ২০:২৪-২৯
একজন শত্রু, যে তাঁকে ঘৃণা করত	প্রেরিত ৯:১-৯
একজন সামেরীয় স্ত্রীলোক	ইউহোন্না ৪:১-২৬

হেরোদ আন্তিপাস

আন্তিপাস মহান হেরোদের স্ত্রী মালথেসের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (মথি ১৪:১; লূক ৩:১,১৯; ৯:৭; প্রেরিত ১৩:১)। তিনি গালীল ও পেরিয়া অঞ্চলে (৪-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) শাসন করেন। হেরোদের নিষ্ঠুরতার কথা সবাই জানত। তিনি তাঁরই ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করে শরীয়ত বিরোধী কাজ করেছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া এজন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। তাঁর স্ত্রী হেরোদিয়া তাই ইয়াহিয়ার মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। হেরোদ ইয়াহিয়াকে পছন্দ করতেন, কিন্তু হেরোদিয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি ইয়াহিয়ার মাথা কেটে ফেলে হত্যা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর অনেক গুনাহ্‌র সঙ্গে আরও গুনাহ্‌ যুক্ত করেন।

হেরোদ আন্তিপাস যখন ঈসা মসীহের কথা শুনতে পান তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, ইয়াহিয়া আবার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। ঈসা মসীহ্‌ যখন শেষ বারের মত জেরুশালেমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তখন ঈসা মসীহ্‌ তাঁকে "শিয়াল" বলে তিরস্কার করেছেন, লূক ১৩:৩২।

ঈসা মসীহের বিচারের সময় হেরোদের কাছে ঈসা মসীহ্‌কে পাঠানো হয়। তিনি ঈসাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু ঈসা মসীহ্‌ তাঁর কোন কথার জবাব দেন নি। পরিশেষে তিনি ঈসা মসীহের সঙ্গে তামাশা করে পীলাতের কাছে ফেরত পাঠান।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি টিবেরিয়াস নগর নির্মাণ করেন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন
- রোমীয় সম্রাটের পক্ষে গালীল ও পেরিয়া প্রদেশ শাসন করেন।

দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক নিষ্ঠুরতার কাজ করেছেন।
- তাঁর স্ত্রীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেক অন্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
- নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তিনি সৎভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করেন।
- ইয়াহিয়াকে বন্দী করে তাঁকে হত্যা করেন।
- ঈসা মসীহকে ক্রুশে হত্যা করার জন্যও কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব বহন করেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- একটি জীবনে যখন কোন উদ্দেশ্যমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তখন তা আত্মঘাতী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।
- আমাদের জীবনে ভাল কাজ করার সুযোগ বরাবরই আসে, তবে তা কিভাবে ব্যবহার করব তা আমাদেরই ঠিক করতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেমে
- **কাজ:** গালীল প্রদেশ ও পেরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন।
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: মহান হেরোদ, মা: মালথায়েস, প্রথম স্ত্রী: আরিতার কন্যা, দ্বিতীয় স্ত্রী: হেরোদিয়া।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া, ঈসা মসীহ্‌, পিলাত।

আদর্শ নেতৃত্ব	নেতা হিসাবে হেরোদ	নেতা হিসাবে ঈসা মসীহ্‌
মার্ক সুসমাচারে ঈসা মসীহের গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেতৃত্বের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করা আছে	স্বার্থপর.....	মমতায়পূর্ণ
	খুনি	সুস্থতা দানকারী, জীবন দানকারী
	নীতিহীন.....	ধার্মিক ও ভাল
	রাজনৈতিক ক্ষমতার খোঁজ করেন.....	সেবা দান করেন
	একটি ছোট এলাকার শাসনকর্তা	সমস্ত সৃষ্টির শাসনকর্তা

অস্বস্তি বোধ করলেও তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন। ২১ পরে এক সুবিধার দিন উপস্থিত হল, যখন হেরোদ তাঁর জন্মদিনে তাঁর বড় বড় রাজ-কর্মচারীদের, সেনাপতিদের এবং গালীলের প্রধান লোকদের জন্য এক রাতে ভোজ প্রস্তুত করলেন; ২২ আর হেরোদিয়ার কন্যা ভিতরে এসে ও নেচে হেরোদ এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসেছিলেন, তাঁদের সন্তুষ্ট করলো। তাতে বাদশাহ্ সেই কন্যাকে বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব। ২৩ আর তিনি শপথ করে তাকে বললেন, অর্ধেক রাজ্য পর্যন্ত হোক, আমার কাছে যা চাইবে, তা-ই তোমাকে দেব। ২৪ তাতে সে বাইরে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি চাইব? সে বললো, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার মাথা। ২৫ সে তৎক্ষণাৎ বাদশাহ্‌র কাছে এসে তা চাইল, বললো, আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি এখনই বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার মাথা থালায় করে আমাকে দিন। ২৬ তখন বাদশাহ্ অতিশয় দুঃখিত হলেও তাঁর শপথের জন্য এবং যারা ভোজে বসেছিল, তাদের ভয়ে, তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। ২৭ আর বাদশাহ্ তৎক্ষণাৎ এক জন সেনাকে পাঠিয়ে ইয়াহিয়ার মাথা আনতে হুকুম করলেন; সে কারাগারে গিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেললো, ২৮ পরে তাঁর মাথা থালায় করে এনে সেই কন্যাকে দিলে পর সে তা নিয়ে গিয়ে তার মাকে দিল। ২৯ এই সংবাদ পেয়ে তাঁর সাহাবীরা এসে তাঁর লাশ নিয়ে গিয়ে দাফন করলো।

[৬:২১] ইষ্টের ১:৩; ২:১৮; লূক ৩:১।

[৬:২৩] ইষ্টের ৫:৩,৬; ৭:২।

[৬:৩০] মথি ১০:২; লূক ৯:১০; ১৭:৫; ২২:১৪; ২৪:১০; প্রেরিত ১:২,২৬; লূক ৯:১০।

[৬:৩১] মার্ক ৩:২০।

[৬:৩২] আঃ ৪৫; মার্ক ৪:৩৬।

[৬:৩৪] মথি ৯:৩৬।

[৬:৩৭] ২বাদশা ৪:৪২-৪৪।

[৬:৩৮] মথি ১৫:৩৪; মার্ক ৮:৫।

ঈসা মসীহ্ পাঁচ হাজার লোককে খাবার দেন

৩০ পরে প্রেরিতেরা ঈসার কাছে এসে একত্র হলেন; আর তাঁরা যা কিছু করেছিলেন ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন সমস্তই তাঁকে জানালেন। ৩১ তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা বিরলে একটি নির্জন স্থানে এসে কিছু কাল বিশ্রাম কর। কারণ অনেক লোক আসা যাওয়া করছিল, তাই তাঁদের আহার করবারও অবকাশ ছিল না। ৩২ পরে তাঁরা নৌকাযোগে বিরলে একটি নির্জন স্থানে যাত্রা করলেন। ৩৩ কিন্তু লোকে তাঁদেরকে যেতে দেখলো এবং অনেকে তাঁদেরকে চিনতে পারল, তাই সব নগর থেকে দৌড়ে তাঁদের আগেই সেখানে উপস্থিত হল। ৩৪ তখন ঈসা বের হয়ে অনেক লোক দেখে তাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন, কেননা তারা পালকবিহীন ভেড়ার পালের মত ছিল; আর তিনি তাদেরকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে লাগলেন।

৩৫ পরে দিবা প্রায় অবসান হলে তাঁর সাহাবীরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, এটি নির্জন স্থান এবং বেলাও প্রায় শেষ হয়ে গেছে; ৩৬ এদেরকে বিদায় করুন, যেন এরা চারদিকে পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারে। ৩৭ কিন্তু জবাবে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরাই ওদেরকে আহার দাও। তাঁরা বললেন, আমরা গিয়ে কি দুই শত সিকির রুটি কিনে নিয়ে ওদেরকে খেতে দেব? ৩৮ তিনি

৬:২২ হেরোদিয়ার কন্যা। মথি ১৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২৩ অর্ধেক রাজ্য পর্যন্ত হোক। উদারতার এক প্রবাদমূলক উক্তি, যা আক্ষরিকভাবে নেয়া যায় না (ইষ্টের ৫:৩-৬)। এখানে এই উদারতা উপলক্ষটির অনুকূলে ছিল এবং মেহমানদের অনুমোদন লাভ করেছিল।

৬:৩০ প্রেরিতেরা। মার্কের সুসমাচারে শব্দটি কেবল এখানে এবং ৩:১৪ আয়াতে ব্যবহার হয়েছে। প্রেরিতেরা ঈসা মসীহের অনুমোদিত প্রতিনিধি (ইব ৩:১)। ইঞ্জিল শরীফে শব্দটি মাঝে মাঝে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (ইউ ১৩:১৬ দেখুন, যেখানে গ্রীক *আপোসটুলুস*-এর অনুবাদ করা হয়েছে "স-ংবাদদাতা")। শাব্দিক অর্থে: (১) বারোজনের একজন (৩:১৪), যা পৌলের বেলায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে (রোমীয় ১:১)। (২) বার্ণবা (প্রেরিত ১৪:১৪), ঈসা মসীহের ভাই ইয়াকুব (গালা ১:১৯), মত্তথিয়, যিনি এহুদা ইষ্করিয়োতীয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১:২৫-২৬) এবং সম্ভবত আন্দ্রনীক ও যুনিয় (রোমীয় ১৬:৭) সহ বৃহত্তর দলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাঁরা যা কিছু ... তাঁকে জানালেন। কারণ তিনি তাঁদেরকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব দিয়ে-ছিলেন। তাঁরা গালীলে তৃতীয়বার তবলিগ যাত্রার পর ফিরে আসছিলেন (১:৩৯)।

৬:৩২ তাঁরা নৌকাযোগে ... যাত্রা করলেন। ইউহোন্না জানান যে, তাঁরা গালীল সাগরের অপর পারে গিয়েছিলেন (ইউ ৬:১)। লূক আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তাঁরা বৈৎসৈদায় গিয়েছিলেন (লূক ৯:১০), যা উত্তর-পূর্ব তীরে ৫ হাজার লোককে খাওয়ানোর স্থানকে চিহ্নিত করে (৭:২৪)।

৬:৩৪ পালকবিহীন ভেড়ার পালের মত। উপযুক্ত নেতাবিহীন গরীব লোকদের বুঝাতে পাক-কিতাবে এরকম বাক্যালঙ্কার অনেক স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে (শুমারী ২৭:১৭; ১ বাদশাহ্‌নামা ২২:১৭; ২ খান্দাননামা ১৮:১৬; ইহিস্কেল ৩৪:৫, মথি ৯:৩৬)।

৬:৩৩ তাঁদের আগেই সেখানে উপস্থিত হল। সম্ভবত নৌকাটিকে বিপরীত থেকে আসা প্রবল বাতাসের ঝাপটা ধীরগ-তির করে ফেলেছিল, যে কারণে লোকেরা হ্রদের পার ধরে পায়ে হেঁটে নৌকাটির সামনে পৌঁছাতে পেরেছিল।

৬:৩৬ নিজেদের জন্য খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারে। সাহাবীরা নিজেদের কথাই ভাবছিলেন, লোকদের কথা ভাবেন নি। তাঁরা আর সবার মত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অসহিষ্ণু হয়ে গিয়েছিলেন (আয়াত ৩১)।

৬:৩৭ তোমরাই ওদেরকে আহার দাও। এ আয়াতে "তোমরা" শব্দটিতে জোর দেয়া হয়েছে। এখানে জাগতিক ক্ষুধার কাছে রূহানিক ক্ষুধার পরাজয়কে তিরস্কার করা হয়েছে। যে সম্পদ আছে তা ব্যবহার করে অভাব দূর করা যায়, যদি প্রভুকে তা কাজে লাগানোর সুযোগ দেয়া হয়।

দু'শো সিকি। একজন লোকের আট মাসের মজুরি। এক দিনের কাজের স্বাভাবিক মজুরি ছিল ১ সিকি (মথি ২০:২), অর্থাৎ ২০০ সিকি উপার্জন করতে প্রায় আট মাস লাগবে। তৎকালীন ইঞ্জিল শরীফের সময়ে কেবল রোমীয় নয়, সেই সাথে গ্রীক, সিরীয় ও মিসরীয় মুদ্রার প্রচলন ছিল, যেগুলোর স্থানীয় মান

তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটি আছে? গিয়ে দেখ। তাঁরা দেখে বললেন, পাঁচখানি রুটি এবং দু'টি মাছ আছে। ৩৯ তখন তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে বসিয়ে দিতে হুকুম করলেন। ৪০ তারা এক শত এক শত করে ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করে সারি সারি বসে গেল। ৪১ পরে তিনি সেই পাঁচখানি রুটি ও দু'টি মাছ নিয়ে আসমানের দিকে চোখ তুলে দোয়া করলেন এবং সেই রুটি কয়খানি ভেঙ্গে লোকদের সম্মুখে রাখার জন্য সাহাবীদেরকে দিতে লাগলেন; আর সেই দু'টি মাছও সকলকে ভাগ করে দিলেন। ৪২ তাতে সকলে আহার করে তৃপ্ত হল। ৪৩ পরে তাঁরা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা এবং মাছও কিছু তুলে নিলেন। ৪৪ যারা সেই রুটি ভোজন করেছিল, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই ছিল পাঁচ হাজার।

ঈসা মসীহ্ পানির উপর হেঁটে যান

৪৫ পরে তিনি তৎক্ষণাৎ সাহাবীদেরকে দৃঢ় করে বলে দিলেন, যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে অন্য পারে বৈৎসৈদার দিকে যান, আর ইতোমধ্যে তিনি লোকদেরকে বিদায় দিলেন। ৪৬ লোকদেরকে বিদায় করে তিনি মুনাজাত করার জন্য পর্বতে চলে গেলেন।

৪৭ যখন সন্ধ্যা হল, তখন নৌকাখানি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল এবং তিনি স্থলে ছিলেন। ৪৮ পরে সম্মুখ বাতাসের দরুন তাঁদের নৌকা বাইতে কষ্ট হচ্ছে দেখে, তিনি প্রায় রাতের চতুর্থ প্রহরে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে উদ্যত হলেন। ৪৯ কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখে তাঁরা তাঁকে ভূত মনে করলেন, আর চেঁচিয়ে উঠলেন; ৫০ কারণ সকলেই তাঁকে দেখেছিলেন ও ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন, তাঁদেরকে বললেন, সাহস কর, এই আমি, ভয় করো না। ৫১ পরে তিনি তাঁদের কাছে নৌকায় উঠলেন, আর বাতাস থেমে গেল; তাতে তাঁরা ভীষণ আশ্চর্য হলেন। ৫২ কেননা রুটির বিষয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন নি, তাঁদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে

[৬:৪১] মথি ১৪:১৯।

[৬:৪৫] আঃ ৩২; মথি ১১:২১।

[৬:৪৬] লূক ৩:২১।

[৬:৪৯] লূক ২৪:৩৭।
[৬:৫০] মথি ১৪:২৭।
[৬:৫১] আঃ ৩২; মার্ক ৪:৩৯ ।

[৬:৫২] মার্ক ৮:১৭-২১।

ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

৬:৩৯ সবুজ-ঘাস; বসন্ত ঋতুর প্রথম দিককার বৃষ্টি বা শীতের শেষে গালীল সাগরের চারপাশে সবুজ ঘাস গজাতো।

৬:৪০ একশো একশো করে ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করে। প্রসঙ্গটি প্রান্তরে মূসার আবাস-তাঁবুর কথা মনে করিয়ে দেয় (হিজ ১৮:২১)। এর মূল শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "দল" বা "ছক" (আয়াত ৩৯)।

৬:৪১ সেই পাঁচখানি রুটি ও দু'টি মাছ নিয়ে। এখানে ভাষাটা যেন হযরত ঈসা মসীহের সেই প্রভুর ভোজ পালনের ভাষার মতই (১৪:২২): "রুটি নিয়ে আল্লাহ্কে শুকরিয়া জানালেন এবং তা টুকরা টুকরা করে সাহাবীদের হাতে দিয়ে বললেন, নাও, এটা আমার দেহ"।

৬:৪২ সকলে আহার করে তৃপ্ত হল। ঈসা মসীহ্ নিজে যেহেতু আল্লাহ্ হয়েও মাংসে মূর্তিমান হয়েছেন, সেহেতু তাঁর পক্ষে এ ধরনের অলৌকিক কাজ সাধন করা কোন কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যখন প্রকৃত মেষপালক আসবেন, তখন প্রান্তর হয়ে পড়বে সমৃদ্ধ চারণভূমি, যেখানে মেষদের একত্রিত করা হবে এবং খাওয়ানো হবে (ইহি ৩৪:২৩-৩১); আর এখানে মসীহ্ প্রান্তরে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ভোজ খেয়েছেন (ইশা ২৫:৬-৯)। ঈসা মসীহ্ই সেই মেষপালক, যিনি আমাদের সকল অভাবে যুগিয়ে থাকেন যাতে আমাদের কিছুর অভাব না হয় (জবুর ২৩:১)।

৬:৪৩ গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা এবং কিছু মাছ। ইহুদীরা রুটিকে আল্লাহ্র দানরূপে দেখতো এবং খাবারের সময় কোন গুঁড়াগাড়া মাটিতে পড়ে গেলে তা তুলে নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল; এই অবশিষ্ট অংশগুলো ছোট ঝুড়িতে সংগ্রহ করা হত। সাহাবীদের প্রত্যেকে তাঁদের ঝুড়ি পূর্ণ করে ফিরেছিলেন (৮:৮; মথি ১৫:৩৭)।

৬:৪৪ পুরুষ। আক্ষরিকভাবে পুরুষদের কথা বোঝানো হয়েছে, যেভাবে চারটি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মথি এ কথার সাথে "স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে ছাড়া" যুক্ত করে আরও স্পষ্ট করেছেন (মথি ১৪:২১)। শুধুমাত্র পুরুষ সংখ্যা ছিল ৫ হাজার, যা একাধারে বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য, কারণ কফরনাহূম ও বৈৎসৈদার পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর প্রত্যেকটিতে সম্ভবত কেবল ২ থেকে ৩ হাজার পুরুষের বসতি ছিল। এখান থেকেই আমরা ঈসা মসীহের তুমুল জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

৬:৪৫ তাঁর অগ্রে ... যান। লোকেরা জোরপূর্বক চাপাচাপি করে ঈসা মসীহ্কে তাদের বাদশাহ্ বানাতে প্রস্তুত ছিল (ইউ ৬:১৪-১৫); সে কারণে মসীহ্ লোকদের মনোযোগ লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে তাঁর সাহাবীদের আগেই হ্রদের ওপারে পাঠালেন, আর এদিকে তিনি মুনাজাত করার জন্য পর্বতে চলে গিয়েছিলেন।

৬:৪৮ চতুর্থ প্রহর। রাত ৩টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত সময়সীমা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মসীহ্ ঝড়ের শুরুতেই সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীদের সাহায্য করেন নি। সাহাবীরা কষ্ট করছিলেন এবং মুনাজাত করছিলেন দেখে তিনি তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসলেন। আমরা বলতে পারি যে, তিনি তাঁদের ঈমান পরীক্ষা করছিলেন (১৩:৩৫; মথি ১৪:২৫)।

সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে। প্রভুর মহিমাময় উপস্থিতি ও ক্ষমতার এক বিশেষ প্রদর্শন, যিনি সমুদ্রের উপরও রাজত্ব করেন (জবুর ৮৯:৯; ইশা ৫১:১০,১৫; ইয়ার ৩১:৩৫)।

৬:৪৯ ভূত। ইহুদী কুসংস্কারে ধারণা করা হত যে, রাতের বেলায় ভূত বা বদ-রূহ্ মানুষকে বিনষ্ট করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। ঈসা মসীহ্কে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে সাহাবীরা আরও বেশি ভয় পেয়েছিলেন।

৬:৫২ রুটির বিষয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন নি; যদি তাঁরা ৫ হাজার লোককে খাওয়ানোর অলৌকিক ঘটনাটি বুঝতেন, তাহলে তাঁরা পানির উপর ঈসা মসীহের হাঁটা বা ঝড় থামানোতে বিস্ময়াভিভূত হতেন না।

তাঁদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। সাহাবীরা নিজেরাই ঈসা মসীহের প্রতি বাধাদানকারীদের মত আচরণ করছিলেন, কারণ তাঁরা তাঁদের হৃদয় কঠিন করে রেখেছিলেন (৩:৫; ৮:১৭-২১)। হিজরত কিতাবে আল্লাহ্ পাঁচ বার ফেরাউনের হৃদয়

পড়েছিল।

গিনেষরৎ এলাকায় অনেককে সুস্থ করা

৫৩ পরে তাঁরা পার হয়ে স্থলে, গিনেষরৎ
প্রদেশে, এসে নৌকা লাগালেন। ৫৪ আর নৌকা
থেকে বের হলে লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে চিনতে
পারল; ৫৫ তারা সমুদয় অঞ্চলে চারদিকে
দৌড়াতে লাগল, আর অসুস্থ লোকদেরকে খাটের
উপরে করে তিনি যে কোন স্থানে আছেন তা
জেনে সেই স্থানে আনতে লাগল। ৫৬ আর গ্রামে,
বা নগরে, বা পাড়ায়, যে কোন স্থানে তিনি প্রবেশ
করলেন, সেই স্থানে তারা অসুস্থদেরকে বাজারে
নিয়ে আসল এবং তাঁকে ফরিয়াদ করলো, যেন
ওরা তাঁর কাপড়ের প্রান্তভাগটুকু স্পর্শ করতে
পারে, আর যত লোক তাঁকে স্পর্শ করলো
সকলেই সুস্থ হল।

পূর্বপুরুষদের দেওয়া নিয়ম

৭ ১ আর ফরীশীরা ও কয়েক জন আলেম
জেরুশালেম থেকে এসে তাঁর কাছে একত্র
হল। ২ তারা দেখলো যে, তাঁর কয়েক জন সাহ-
াবী নাপাক অবস্থায় অর্থাৎ হাত না ধুয়ে আহার
করছেন। ৩ ফরীশীরা ও ইহুদীরা সকলে
প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম মান্য করায় ভাল
করে হাত না ধুয়ে আহার করে না। ৪ আর বাজ-
ার থেকে আসলে তারা গোসল না করে আহার
করে না। এছাড়া তারা আরও অনেক বিষয়
মানবার হুকুম পেয়েছে, যথা, ঘটি, ঘড়া ও
ব্রোঞ্জের নানা পাত্র ইত্যাদি ধোয়া। ৫ পরে
ফরীশীরা ও আলেমেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো,
তোমার সাহাবীরা কেন প্রাচীনদের পরম্পরাগত
নিয়ম অনুসারে চলে না, কিন্তু নাপাক হাতে
আহার করে? ৬ তিনি তাদেরকে বললেন, ভণ্ডরা,
ইশাইয়া তোমাদের বিষয়ে সঠিক কথাই
ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন, যেমন লেখা আছে,

"এই লোকেরা মুখেই আমার সম্মান করে,
কিন্তু এদের অন্তঃকরণ আমার কাছ থেকে দূরে
থাকে।
৭ এরা অনর্থক আমার এবাদত করে,
মানুষের আদেশমালা ধর্মসূত্র বলে শিক্ষা
দেয়।"

৮ তোমরা আল্লাহ্‌র হুকুম ত্যাগ করে মানুষের
পরম্পরাগত নিয়ম ধরে রয়েছ।
৯ তিনি তাদেরকে আরও বললেন, তোমাদের
পরম্পরাগত নিয়ম পালনের জন্য তোমরা
আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করবার জন্য ভাল পথই
তোমাদের আছে। ১০ কেননা মূসা বলেছেন,
"তুমি তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে
সম্মান কর," আর, "যে কেউ পিতার বা মাতার
নিন্দা করে, তার প্রাণদণ্ড হোক।" ১১ কিন্তু
তোমরা বলে থাক, মানুষ যদি পিতাকে কিংবা
মাতাকে বলে, 'আমার কাছ থেকে যা দিয়ে
তোমার উপকার হতে পারতো, তা কোরবান,
অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে দেওয়া হয়েছে,' ১২ তবে

[৬:৫৩] ইউ ৬:২৪,২৫ ।
[৬:৫৬] মথি ৯:২০ ।
[৭:২] প্রেরিত ১০:১৪,২৮; ১১:৮; রোমীয় ১৪:১৪ ।
[৭:৩] আঃ ৫,৮,৯,১৩; লূক ১১:৩৮ ।
[৭:৪] মথি ২৩:২৫; লূক ১১:৩৯ ।
[৭:৫] আঃ ৩; গালা ১:১৪; কল ২:৮ ।
[৭:৭] ইশা ২৯:১৩ ।
[৭:৮] আঃ ৩ ।
[৭:৯] আঃ ৩ ।
[৭:১০] হিজ ২০:১২; ২১:১৭; দ্বি:বি: ৫:১৬; লেবীয় ২০:৯ ।
[৭:১১] মথি ২৩:১৬,১৮ ।

কঠিন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (হিজ ৪:২১; ৭:৩; ৯:১২; ১০:১,২০,২৭; ১১:১০; ১৪:৪,৮; রোমীয় ৯:১৭-১৮)। অন্য পাঁচ বার ফেরাউন তাঁর নিজ হৃদয় কঠিন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (৭:১৩-১৪,২২; ৮:১৫,১৯,৩২; ৯:৭,৩৪-৩৫)। প্রথম পাঁচটি আঘাতের ক্ষেত্রে ফেরাউন নিজেই নিজের অন্তর কঠিন করেছেন। ষষ্ঠ আঘাত থেকে আল্লাহ্‌ নিজে ফেরাউনের মন কঠিন করেছেন (হিজ ৯:১২; রোমীয় ১:২৪-২৮)।

৬:৫৩ গিনেষরৎ। মথি ১৪:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:৫৬ তাঁর বস্ত্রের প্রান্তভাগটুকু স্পর্শ করতে পারে। সম্ভবত তা ছিল আল্লাহ্‌ ও হযরত মূসার শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশের জন্য ধর্মভীরু ইহুদীদের পোশাকের শেষ প্রান্তে থাকা সুন্দর কারুকাজ (গণনা ১৫:৩৭-৪১; দ্বিতীয় বিবরণ ২২:১২; মথি ২৩:৫)।

৭:১ জেরুশালেম থেকে ... একত্র হল; জেরুশালেম থেকে সত্য-উদঘাটনকারী ধর্মীয় নেতাদের আরেকটি দলকে (৩:২২) গালীলে ঈসা মসীহের কর্মকাণ্ড অনুসন্ধান করতে পাঠানো হয়েছিল (২:১৬; মথি ২:৪)।

৭:৩ ইহুদীরা সকলে। কেউ কেউ এই কথাটিকে অতিরঞ্জন বলে থাকেন, যেহেতু ইহুদী নিয়ম অনুসারে ঈসা মসীহের সময়ে কেবল ইমামদের জন্য এ ধরনের আনুষ্ঠানিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়া, সম্প্রতি আবিষ্কৃত ডেড সী স্ক্রোলের আলোকে বলা যায়, এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কোন রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে নয়, বরং আচারানুষ্ঠানিক অপবিত্রতা দূর করার উদ্দেশ্যে করা হত।

প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম। ইউ ২:৬ আয়াতের নোট দেখুন। প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম বা বিধি-বিধান পালন করা বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত ছিল (আয়াত ৫; মথি ১৫:২)।

৭:৪ বাজার। মূলত এমন কোন স্থান, যেখানে গেলে ইহুদীরা অ-ইহুদীদের সংস্পর্শে আসতো, অথবা এমন ইহুদীদের সংস্পর্শে আসতো যারা আনুষ্ঠানিক শরীয়ত পালন করতো না এবং এভাবে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে অপবিত্র হয়ে পড়তো।

৭:৬ ইশাইয়া ... ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন। ইশাইয়া তাঁর দিনের ধর্মীয় নেতাদের তিরস্কার করেছিলেন (ইশা ২৯:১৩)। ঈসা মসীহ্‌ প্রাচীনদের প্রচলিত নিয়মকে বর্ণনা করতে ইশাইয়া নবীর "মানুষের মুখস্থ করা হুকুম" – এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করছেন (আয়াত ৭)।

৭:৮ আল্লাহ্‌র হুকুম ... মানুষের পরম্পরাগত নিয়ম। ঈসা মসীহ্‌ পরিষ্কারভাবে দু'টির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। আল্লাহ্‌র হুকুমগুলো কিতাবে পাওয়া যায় এবং তা বাধ্যতামূলক; কিন্তু প্রাচীনদের পরম্পরাগত প্রচলিত নিয়ম (আয়াত ৩) পাক-কিতাব ভিত্তিক নয় এবং তাই কর্তৃত্বমূলক বা বাধ্যতামূলক নয়।

৭:১০ "তুমি তোমার ... প্রাণদণ্ড হোক"। এখানে পঞ্চম হুকুমটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় রূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৭:১১ কোরবান। হিব্রুতে বলা হয় 'কর্ব্বান', যার অর্থ নৈবেদ্য, উপহার বা উৎসর্গ। ইহুদীদের প্রথা অনুসারে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন ইহুদী সন্তান আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে এবাদতখানায় তার আয় উৎসর্গ করতে পারে, এর ফলে সে তার পিতামাতার ভরণপোষণ দেওয়া থেকে রেহাই পেয়ে যেত।

ঈসা মসীহের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলসমূহ

দলের নাম ও রেফারেন্সসমূহ	বর্ণনা	ঈসা মসীহ্ যার সঙ্গে একমত ছিলেন	ঈসা মসীহ্ যার সঙ্গে একমত ছিলেন না
ফরীশী মথি ৫:২০ মথি ২৩:১-৩৬ লূক ৬:২ লূক ৭:৩৬-৪৭	এরা ইহুদী নিয়ম-কানুন ও ঐতিহ্যগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করার উপর জোর দিত। এরা মজলিস-খানাগুলোতে খুবই প্রভাবশালী ছিল।	তাদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস ও নিয়ম-কানুন পালন করার প্রতি যে মনোভাব তাকে ঈসা মসীহ্ সম্মান করতেন।	ঈসা যে মসীহ্ এই দাবী তারা প্রত্যখান করেছিল, কারণ তিনি তাদের ঐতিহ্যগুলো পালন করতেন না এবং অনেক দুষ্ট লোকদের সঙ্গে তাদের যে সখ্যতা ঈসা মসীহ্ তা ভাল চোখে দেখতেন না।
সদ্দূকী মথি ৩:৭ মথি ১৬:১১.১২ মার্ক ১২:১৮	অনবান সমাজের উচ্চশ্রেণীর ইহুদী ইমাম শ্রেণী। মূসার পাঁচখানা কিতাব ছাড়া অন্যান্য কিতাবের ক্ষমতা তারা মানত না। বায়তুল মোকাদ্দসকে ঘিরে যে ব্যবসা হত তা থেকে তারা লাভবান হত। তারা ও ফরীশীরা মিলে সেনহেড্রিনে ইহুদীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।	মূসার পাঁচখানা কিতাব অর্থাৎ তৌরাতের প্রতি তাদের যে সম্মান তা ঈসা মসীহ্ সম্মান করতেন এবং বায়তুল মোকাদ্দসের পবিত্রতা বজায় রাখার তাদের প্রয়াসকে সম্মান করতেন।	তারা মৃতদের পুনররুত্থানে বিশ্বাস করত না। বায়তুল মোকাদ্দসের প্রতি ভালবাসা থাকলেও তাকে ঘিরে যে ব্যবসা হচ্ছিল তা থেকে তারা লাভবান হতে চেষ্টা করত, যা ঈসা মসীহ্ কখনও ভাল চোখে দেখতেন না।
মূসার শরীয়তের শিক্ষকগণ মথি ৭:২৯ মার্ক ২:৬ মার্ক ২:১৬	মূসার শরীয়তের পেশাদার ব্যাখ্যাকারী, যারা ঐতিহ্যগুলোর উপর বেশি জোর দিত। এদের অনেকেই ফরীশী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল।	শরীয়ত মান্য করত ও আল্লাহ্‌কে সম্মান করে চলত।	মূসার শরীয়ত ঈসা মসীহ্ যেভাবে ব্যাখ্যা করত তার ক্ষমতাকে অস্বীকার করত। ঈসাকে মসীহ্ হিসাবে প্রত্যাখান করত কারণ তিনি তাদের সমস্ত ঐতিহ্য পালন করতেন না।
হেরোদীয় মথি ২২:১৬; মার্ক ৩:৬ মার্ক ১২:১৩	ইহুদীদের মধ্যকার একটি সমর্থক গোষ্ঠী যারা বাদশাহ্ হেরোদের রাজনীতিকে সমর্থন করত।	এদের সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। সুসমাচারে দেখা যায় তারা ঈসা মসীহের বিরোধিতা করত ও তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করত।	ঈসা মসীহের কারণে রাজনৈতিক যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল সেকারণে তাদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা দেখা যায়। যে সময়ে তারা হারানো ক্ষমতাগুলো রোম থেকে ফিরে পেতে চেষ্টা কর-ছিল তখন ঈসা মসীহের কারণে ভবিষ্যতের রাজনীতি নিয়ে শঙ্কার মধ্যে ছিল।
উদ্যোগী লূক ৬:১৫ প্রেরিত ১:১৪	এটি একটি সহিংস ইহুদী দল যারা তাদের দেশে রোমীয় শাসনের অবসান করতে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল।	তারা ইসরাইলের ভবিষ্যত নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিল। তারা মসীহের উপর বিশ্বাস করত কিন্তু আল্লাহ্ যে মসীহ্‌কে পাঠিয়েছেন তারা	তারা বিশ্বাস করত যে, মসীহ আসবেন এবং তিনি এসে এই রোমীয় শাসন থেকে ইসরাইল জাতিকে মুক্ত করবেন।
এসেনীয়	ইহুদী সন্ন্যাস ধারার একটি দল যারা আনুষ্ঠানিক পাক-পবিত্রতায় ও ব্যক্তিগত পাক-পবিত্রতায় বিশ্বাস করত।	তারা ন্যায় বিচার, সততা ও প্রতিশ্রুতি পালনের উপর জোর দিত।	তারা বিশ্বাস করত যে, আচার-অনুষ্ঠানপূর্ণ পবিত্রতা তাদেরকে ধার্মিক করে তোলে।

তোমরা তাকে পিতার বা মাতার জন্য আর কিছুই করতে দাও না। ১৩ এভাবে তোমাদের পরম্পরাগত নিয়ম দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র কালাম নিষ্ফল করছো; আর এই রকম অনেক কাজ করে থাক।

১৪ পরে তিনি লোকদেরকে পুনরায় কাছে ডেকে বললেন, তোমরা সকলে আমার কথা শোন ও বুঝ। ১৫ মানুষের বাইরে এমন কিছুই নেই, যা তার ভিতরে গিয়ে তাকে নাপাক করতে পারে; ১৬ কিন্তু যা কিছু মানুষ থেকে বের হয়, সে সবই মানুষকে নাপাক করে।

১৭ পরে তিনি লোকদের ছেড়ে বাড়ির ভিতরে আসলে পর তাঁর সাহাবীরা তাঁকে সেই দৃষ্টান্তটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। ১৮ তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরাও কি এমন অবোধ? তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু বাইরে থেকে মানুষের ভিতরে যায়, তা তাকে নাপাক করতে পারে না? ১৯ তা তো তার অন্তরে প্রবেশ করে না, কিন্তু উদরে প্রবেশ করে এবং বহিঃস্থানে গিয়ে পড়ে। এই কথায় তিনি সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে পাক-পবিত্র বললেন। ২০ তিনি আরও বললেন, মানুষ থেকে যা বের হয়, তা-ই মানুষকে নাপাক করে।

[৭:১৩] ইব ৪:১২; আঃ ৩।

[৭:১৭] মার্ক ৯:২৮।

[৭:১৯] রোমীয় ১৪:১-১২; কল ২:১৬; ১তীম ৪ঃ৩-৫; প্রেরিত ১০:১৫।

[৭:২২] মথি ২০:১৫।

[৭:২৪] মথি ১১:২১।

[৭:২৫] মথি ৪:২৪।

২১ কেননা ভিতর থেকে, মানুষের অন্তঃকরণ থেকে, কুচিন্তা বের হয়– পতিতাগমন, চৌর্যবৃত্তি, খুন, ২২ জেনা, লোভ, নাফরমানী, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অহংকার ও মূর্খতা; ২৩ এসব মন্দ বিষয় ভিতর থেকে বের হয় এবং মানুষকে নাপাক করে।

সুর-ফৈনীকীর স্ত্রীলোকটির ঈমান

২৪ পরে তিনি উঠে সেই স্থান থেকে টায়ার ও সিডন অঞ্চলে গমন করলেন। আর তিনি একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তিনি চাইলেন যেন কেউ জানতে না পারে তিনি কোথায় আছেন; কিন্তু গুপ্ত থাকতে পারলেন না। ২৫ কারণ তখনই এক জন স্ত্রীলোক, যার একটি মেয়ে ছিল, আর তাকে নাপাক রূহে পেয়েছিল, তাঁর বিষয় শুনতে পেয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়লো। ২৬ স্ত্রীলোকটি গ্রীক, জাতিতে সুর-ফৈনীকী। সে তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগল, যেন তিনি তার কন্যার বদ-রূহ্‌ ছাড়িয়ে দেন। ২৭ তিনি তাকে বললেন, প্রথমে সন্তানেরা তৃপ্ত হোক, কেননা সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া ভাল নয়। ২৮ কিন্তু স্ত্রীলোকটি জবাবে তাঁকে বললো, হ্যাঁ, প্রভু, আর কুকুরেরাও টেবিলের নিচে

এই ধরনের কোরবানী ছিল শরীয়ত নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় পিতামাতার প্রতি তাদের ছেলেমেয়েদের একান্ত দায়িত্বকে পরোক্ষভাবে উপেক্ষা করার সহজ উপায়। শরীয়তের শিক্ষকরা মনে করতেন যে, কোরবানীর শপথ করা বাধ্যতামূলক, এমনকি তড়িঘড়ি করে উচ্চারিত হলেও। এই কোরবানী অনেকগুলো প্রচলিত নিয়মের একটি, যা ইহুদী নিয়ম-কানুন সহজে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে পাক-রূহকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই হিব্রু শব্দটির ব্যাখ্যা করার দ্বারা মার্ক প্রকাশ করেছেন যে, তিনি অ-ইহুদী পাঠকদের, সম্ভবত রোমীয়দের প্রতি প্রাথমিকভাবে এই সুসমাচার রচনা করেছিলেন।

৭:১৩ এরূপে ... নিষ্ফল করছো। শরীয়তের শিক্ষকরা কোরবান শপথের সমর্থনে শুমারী ৩০:১-২ আয়াত থেকে সাহায্য নিতেন, কিন্তু ঈসা মসীহ্‌ কিতাবুল মোকাদ্দসের একটি শিক্ষা ব্যবহার করে অপরটি নিষ্ফল করার অভ্যাসকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন। ইহুদী আলেমরা শুমারী ৩০:১-২ আয়াতের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে এবং তারা এর আক্ষরিক ভাবধারায় চালিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শরীয়তের মূল অর্থ মুছে দেয়। আল্লাহ্‌ কখনও এমন বাধ্যতা চান না যা একটি হুকুমের প্রতি অন্যটিকে নিষ্ফল করে।

৭:১৫-১৬ বাইরে এমন কিছুই ... নাপাক করতে পারে। ধর্মীয় প্রয়োগে এটি বৈপ্লবিক শিক্ষা এবং যুক্তিবাদের বন্দীত্ব থেকে ঈসায়ীত্বকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্দেশ করা হয়েছে। বাহ্যিক নয়, বরং অভ্যন্তরীণ নাপাকীতা সমস্ত নাপাকীতার উৎস। ঈসা মসীহ্‌ এখানে অন্তরের বিশুদ্ধতায় জোর দিয়েছেন।

৭:১৯ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে পাক-পবিত্র বললেন। মার্ক এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের পাঠকদের কাছে ঈসা মসীহের ঘোষণার তাৎপর্য দেখাতে সাহায্য করেছেন (প্রেরিত ১০:৯-১৬)।

৭:২০ মানুষ থেকে ... নাপাক করে। ঈসা মসীহ্‌ এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইহুদীদের কুসংস্কারকে দূর করে বলেছেন যে, নাপাকীতা ও অপবিত্রতা মানুষের অন্তর থেকে আসে, বাহ্যিক নিয়ম লঙ্ঘন বা অন্য কোন বাহ্যিক বস্তু গ্রহণের মাধ্যমে নয়। আল্লাহ্‌র সাথে সহভাগিতা রক্ষা অপবিত্র হাত বা খাবার দ্বারা ব্যহত হয় না, বরং গুনাহ্‌ দ্বারা হয় (আয়াত ২১-২৩)।

৭:২৪ টায়ার। ফিনিশিয়াতে অবস্থিত এক অ-ইহুদীদের নগর, বর্তমানে এটি আধুনিক লেবানন; তৎকালে এর অবস্থান ছিল গালীলের উত্তর-পূর্ব দিকে। কফরনাহূম থেকে প্রায় ৩০ মাইলের যাত্রা ঈসা মসীহ্‌কে টায়ারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিয়ে এসেছিল।

যেন কেউ জানতে না পারে তিনি কোথায় আছেন। পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর পর থেকে (৬:৩০-৪৪) ঈসা মসীহ্‌ ও তাঁর সাহাবীরা অধিকাংশ সময় গালীল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গালীলে সমস্ত বাধা পরিহার করে চলা এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দেয়ার সুযোগকে নিশ্চিত করা (৯:৩০-৩১)। যে সব অঞ্চলে তিনি গিয়েছিলেন সেগুলো হচ্ছে:

(১) গালীল সাগরের উত্তর-পূর্ব তীর (৬:৩০-৫৩),
(২) ফিনিশিয়া (৭:২৪-৩০),
(৩) দিকাপলি (৭:৩১-৮:১০) এবং
(৪) সিজারিয়া-ফিলিপী (৮:২৭-৯:৩২)।

৭:২৬ গ্রীক। এখানে সম্ভবত "অ-ইহুদী" বোঝাতে এই কথা ব্যবহার করা হয়েছে।

সুর-ফৈনীকী। সে সময়ে ফিনিশিয়া প্রশাসনিক-ভাবে সিরিয়ার অধীনে ছিল। মার্ক সম্ভবত উত্তর আফ্রিকার লিবিয়-ফিনিশীয় জাতি থেকে এই মহিলাকে আলাদা করে বুঝাতে এই পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

৭:২৭ সন্তানদের খাদ্য ... ভাল নয়। মথি ১৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:২৮ হ্যাঁ, প্রভু। পুরো সুসমাচারে কেবল এই স্থানে ঈসা

ছেলেদের খাদ্যের গুঁড়াগাঁড়া খায়। ২৯ তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার এই জবাবের জন্য, এখন গিয়ে দেখবে, তোমার কন্যার বদ-রূহ্ ছেড়ে গেছে। ৩০ পরে সে বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেল, কন্যাটি বিছানায় শুয়ে আছে এবং বদ-রূহ্ বের হয়ে গেছে।

এক জন বধির ও তোতলা লোককে সুস্থ করা

৩১ পরে তিনি টায়ার অঞ্চল থেকে বের হলেন এবং সিডন হয়ে দিকাপলি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গালীল-সাগরের কাছে আসলেন। ৩২ তখন লোকেরা এক জন বধির ও তোৎলাকে তাঁর কাছে এনে তাঁকে তার উপরে হাত রাখতে ফরিয়াদ করলো। ৩৩ তিনি তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে বিরলে এক পাশে এনে তার দুই কানে তাঁর আঙ্গুল দিলেন, থুথু ফেললেন ও তার জিহ্বা স্পর্শ করলেন। ৩৪ আর তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি করে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে তাকে বললেন, ইপ্‌ফাথা, অর্থাৎ খুলে যাক। ৩৫ তাতে তার কান খুলে গেল, জিহ্বার বন্ধন মুক্ত হল, আর সে স্পষ্ট কথা বলতে লাগল। ৩৬ পরে তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন, তোমরা এই কথা কাউকেও বলো না; কিন্তু তিনি যত বারণ করলেন, ততই তারা গভীর আগ্রহে আরও বেশি প্রচার করলো। ৩৭ আর তারা ভীষণ চমৎকৃত হয়ে বললো, ইনি সকলই উত্তমরূপে করেছেন, ইনি বধিরদেরকে শুনবার শক্তি এবং বোবাদেরকে কথা বলবার শক্তি দান করেন।

[৭:৩১] আঃ ২৪; মথি ১১:২১; ৪:১৮; ৪:২৫; মার্ক ৫:২০।

[৭:৩২] মথি ৯:৩২; লূক ১১:১৪; মার্ক ৫:২৩।

[৭:৩৩] মার্ক ৮:২৩।

[৭:৩৪] মার্ক ৬:৪১; ইউ ১১:৪১; মার্ক ৮:১২।

[৭:৩৫] ইশা ৩৫:৫,৬।

[৭:৩৬] মথি ৮:৪।

[৮:২] মথি ৯:৩৬।

[৮:৭] মথি ১৪:১৯।

[৮:৮] আঃ ২০।

ঈসা মসীহ্ চার হাজার লোককে খাবার দেন

৮ ১ সেই সময়ে যখন আবার লোকের ভিড় হল, আর তাদের কাছে কোন খাবার ছিল না, তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে কাছে ডেকে বললেন, ২ এই লোকদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছে; কেননা এরা আজ তিন দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে এবং এদের কাছে কোন খাবার নেই। ৩ আর আমি যদি এদেরকে অনাহারে বাড়িতে বিদায় করি, তবে এরা পথে মূর্চ্ছা পড়বে; আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ দূর থেকে এসেছে। ৪ জবাবে তাঁর সাহাবীরা বললেন, এখানে মরুভূমির মধ্যে কে কোথা থেকে রুটি দিয়ে এসব লোককে তৃপ্ত করতে পারবে? ৫ তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটি আছে? তাঁরা বললেন, সাতখানা। ৬ পরে তিনি লোকদেরকে ভূমিতে বসতে হুকুম করলেন এবং সেই সাতখানি রুটি নিয়ে শুকরিয়াপূর্বক ভেঙ্গে লোকদের সম্মুখে রাখার জন্য সাহাবীদেরকে দিতে লাগলেন; তাঁরা লোকদের সম্মুখে রাখলেন। ৭ তাঁদের কাছে কয়েকটি ছোট ছোট মাছও ছিল, তিনি দোয়া করে সেগুলোও লোকদের সম্মুখে রাখতে বললেন। ৮ তাতে

মসীহ্‌কে "প্রভু" বলে সম্বোধন করা হচ্ছে।

৭:৩১ টায়ার অঞ্চল ... কাছে আসলেন। স্পষ্টত ঈসা মসীহ্ টায়ার থেকে সীদোনের উত্তর দিকে গেলেন (প্রায় ২৫ মাইল) এবং তারপর গালীল সাগরের পূর্ব পার পর্যন্ত হেরোদ ফিলিপের এলাকা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গেলেন। যাত্রাপথটি ছিল বৃত্তাকার, যেন গালীলে প্রবেশ করতে না হয়, যেখানে হেরোদ আন্তিপ ক্ষমতায় ছিলেন (৬:১৭-২৯) এবং যেখানে বহু লোক ঈসা মসীহ্‌কে জোর করে বাদশাহ্ করতে চেয়েছিল (ইউ ৬:১৪-১৫)। হেরোদ ঈসা মসীহের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করছিলেন (৬:১৪-১৬)।

দিকাপলি। মার্ক ৭:২৪ এবং মথি ৪:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৩২ লোকেরা ... ফরিয়াদ করলো। সে অঞ্চলের লোকেরা ঈসা মসীহের কাছে আরেক অসহায় রোগীকে নিয়ে আসে। সে পুরোপুরি বধির নয়, কিন্তু তোতলা ছিল।

৭:৩৩ বিরলে এক পাশে এনে। সম্ভবত বিশৃঙ্খলতা এবং অপ্রয়োজনীয় লোক-জানাজানি এড়াতে মসীহ্ এই কাজ করেছিলেন (আয়াত ৩৬)।

থুথু ফেললেন। থুথুর ব্যবহার এখানে প্রতিষেধক নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে লোকটির মধ্যে ঈমান জাগ্রত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে (৮:২৩; ইউ ৯:৬)।

৭:৩৪ দীর্ঘ নিশ্বাস। উপরের দিকে তাকানো এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা বা আর্ত্তস্বর করা প্রভুর অনুভূতি ও করুণার প্রকাশ এবং তাঁর মধ্যে মানবীয় আবেগের দৃষ্টান্ত, যা দেখাতে মার্ক আগ্রহী ছিলেন।

ইপ্‌ফাথা। এটি অরামীয় শব্দ, যা মার্ক তাঁর অ-ইহুদী পাঠকদের জন্য অনুবাদও প্রকাশ করেন। এ শব্দটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বোবা লোকটির মুখ খুলে যায়।

৭:৩৫ তার কান খুলে গেল ... বলতে লাগল। আল্লাহ্ যখন তাঁর লোকদের মুক্ত করতে আসবেন, তখন যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঈসা মসীহ্ ঠিক তা-ই করছিলেন (ইশা ৩৫:৫-৬)।

৭:৩৬ তোমরা এই কথা কাউকেও বলো না। ১:৪৪; ৫:১৯,৪৩; মথি ৮:৪; ১৬:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:১-১০ ঈসা মসীহ্ চার হাজার লোককে খাবার দেন। যদিও এই বিবরণ ও ৬:৩৪-৪৪ আয়াতের মধ্যে খুব বেশি সাদৃশ্য রয়েছে, তবুও এ দু'টো আলাদা ঘটনা; কারণ ঈসা মসীহ্ নিজেই দু'বার খাওয়ানোর কথা বলেছেন (১৮-২০ আয়াত)।

৮:১ আবার লোকের ভিড় হল। দিকাপলিতে এ ঘটনা ঘটার পর থেকে (৭:৩১), সম্ভবত ইহুদী ও অ-ইহুদী উভয় সম্প্রদায় থেকে লোকেরা একত্রে তাঁর পিছনে পিছনে চলতো।

৮:২ এই লোকদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছে। ঈসা মসীহের মমতা হচ্ছিল, কারণ সেই লোকেরা পালকবিহীন মেষপালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল (৬:৩৪)। এখন তাঁর করুণা হচ্ছে, কারণ তারা দীর্ঘ সময় ধরে কোন খাবার ছাড়া রয়েছে।

৮:৪ এখানে মরুভূমির মধ্যে ... তৃপ্ত করতে পারবে? সাহাবীদের প্রশ্ন তাঁদের অপর্যাপ্ততা প্রকাশ করে এবং তাঁরা স্বীকার করেন যে, ঈসা মসীহ্‌ই কেবল তাদের খাওয়াতে পারেন। তাঁরা ৫ হাজার লোককে খাওয়ানোর ঘটনা ভুলে যান নি (৬:৩৪-৪৪) এবং এই কারণে তাঁরা সহজেই মসীহের উপরে এই খাবার যোগানোর ভার অর্পণ করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, এই প্রশ্ন ছিল তাঁদের রূহানিক স্থূলবুদ্ধিতার পরিচায়ক; তাঁরা ধীরগতির শিক্ষার্থী ছিলেন।

ঈসা মসীহের করা অলৌকিক কাজ

শারীরিক সুস্থতার অলৌকিক কাজগুলো	
একজন চর্মরোগী	মথি ৮:২-৪; মার্ক ১:৪০-৪৫; লূক ৫:১২-১৫
একজন অবশ-রোগী	মথি ৯:২-৮; মার্ক ২:৩-১২; লূক ৫:১৮-২৬
জ্বর (পিতরের শাশুড়ীর)	মথি ৮:১৪-১৭; মার্ক ১:২৯-৩১
রাজ-কর্মচারীর ছেলে	ইউ ৪:৪৬-৫৩
আটত্রিশ বছরের রোগী	ইউ ৫:১-৯
শুক্না-হাত লোকটি	মথি ১২:৯-১৩; মার্ক ৩:১-৬; লূক ৬:৬-১১
বোবা ও কালা	মার্ক ৭:৩১-৩৭
বৈৎসৈদার অন্ধ লোক	মার্ক ৮:২২-২৫
জেরুশালেমের অন্ধ লোক	ইউ ৯ অ:
অন্ধ বরতীময়	মার্ক ১০:৪৬-৫২
দশজন চর্ম-রোগী	লূক ১৭:১১-১৯
মহা-ইমামের গোলামের কান	লূক ২২:৪৭-৫১
রক্তস্রাবে ভোগা স্ত্রীলোক	মথি ৯:২০-২২; মার্ক ৫:২৫-৩৪; লূক ৮:৪৩-৪৮
শোথ রোগী	লূক ১৪:২-৪
মৃত্যু থেকে জীবন দানের অলৌকিক কাজগুলো	
যায়ীরের মেয়ে	মথি ৯:১৮-২৬; মার্ক ৫:৩৫-৪৩; লূক ৮:৪১-৫৬
বিধবার ছেলে	লূক ৭:১১-১৫
বৈথনিয়ার লাসার	ইউ ১১:১-৪৪
প্রকৃতির উপর অলৌকিক কাজগুলো	
কান্না গ্রামে পানিকে আঙ্গুর-রস বানানো	ইউ ২:১-১১
ঝড় থামানো	মথি ৮:২৩-২৭; মার্ক ৪:৩৫-৪১; লূক ৮:২২-২৫
আশ্চর্যভাবে মাছ ধরা	লূক ৫:১-১১; ইউ ২১:৬
খাবার বৃদ্ধি করা	মথি ১৪:১৫-২১; মার্ক ৬:৩৪-৪৪
৫ হাজার লোককে খাওয়ানো	লূক ৯:১১-১৭; ইউ ৬:১-১৪
৪ হাজার লোককে খাওয়ানো	মথি ১৫:৩২-৩৯; মার্ক ৮:১-৯
পানির উপর হাঁটা	মথি ১৪:২২-৩৩; মার্ক ৬:৪৫-৫২; ইউ ৬:১৯
মাছ থেকে টাকা	মথি ১৭:২৪-২৭
ডুমুর গাছ শুষ্ক হওয়া	মথি ২১:১৮-২২; মার্ক ১১:১২-১৪

বদ-রূহ্দের কাজ

বদ-রূহ্রা হল খারাপ বা নাপাক রূহ (মার্ক ১:২৩ আয়াতের সাথে মার্ক ১:৩২-৩৪ এবং প্রকা ১৬:১৩-১৬ আয়াত তুলনা করুন)। তারা পতিত ফেরেশতা এবং শয়তানের সেবাকারী (মথি ১২:২৬,২৭; ২৫:৪১)। মাত্র একজন শয়তান আছে কিন্তু হাজার হাজার বদ-রূহ্ আছে যারা শয়তানের সেবা করে এবং সব জায়গায় শয়তানের ক্ষমতা সার্বজনীন করে তুলে। একজন বদ-রূহে পাওয়া লোক (মার্ক ৫:১-২০) হল এমন লোক যার ব্যক্তিত্ব একটি অথবা অনেক বদ-রূহ্ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। ঐ সব বদ-রূহ্রা ঐ লোকের মধ্য দিয়ে কাজ করতে পারে এবং তার দেহ ও মনের ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমন অনেক বদ-রূহ্তে পাওয়া লোককে ঈসা মসীহ্ সুস্থ করেছেন (নিচের 'বদ-রূহ্ তাড়িয়ে দেওয়া' নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা দেখুন)। আল্লাহ্র যে শক্তিকে বাধা দেওয়া যায় না সেই শক্তি ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ অতি প্রাকৃতিক মন্দ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রভু ঈসা যখন দুনিয়াতে কাজ করছিলেন তখন কেন এত বদ-রূহ্ কাজ করেছে এই চ্যালেঞ্জ থেকে তা বুঝা যায়।

মানুষের গুনাহে পতনের পর থেকে মানব জাতির ইতিহাসের সব সময়েই বদ-রূহ্দের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে, যেমন – বাদশাহ্ তালুত ও ঐন্দোরের বদ-রূহ্কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারকারী স্ত্রীলোকটির কথা (১ শামু ২৮:৭-২০), প্রাচীন কালের প্রতিমা পূজা যা ছিল বদ-রূহ্দের পূজা করা (জবুর ১০৬:৩৬,৩৭; ১ করি ১০:২০), প্রাচীন কালের যাদুবিদ্যা এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা বলা ও প্রাচীন মায়াবীগণ ও আধুনিক কালে বদ-রূহ্দের সঙ্গে যোগাযোগ।

বদ-রূহ্ মানুষের দেহ ও মনের ক্ষতি করতে পারে, এমন কি তাদের পাগলও করতে পারে (মথি ১২:২২; ১৭:১৫-১৮; লূক ১৩:১৬)। বদ-রূহ্রা জানে যে, মসীহ্ আল্লাহ্ পুত্র এবং রূহানিক দুনিয়ার প্রভু (মথি ৮:৩১,৩২; মার্ক ১:২৪; প্রেরিত ১৯:১৫; ইয়াকুব ২:১৯)। বদ-রূহ্রা জানে যে, তাদের পরিণতি ঠিক করা হয়ে গেছে (মথি ৮:৩১,৩২; লূক ৮:৩১)। শয়তানের পদ্ধতিতে পৃথিবী পরিচালনায় বদ-রূহ্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে (দানি ১০:১৩; ইফি ৬:১২)। শয়তান এই বদ-রূহ্দের দ্বারা বিভিন্ন রকম মিথ্যা ধর্ম তৈরি করে ও ভুল শিক্ষা দিয়ে থাকে (১ তীম ৪:১-৩), এবং এই বদ-রূহ্রা আল্লাহ্র পরিকল্পনা ও আল্লাহ্র লোকদের বিরোধিতা করে থাকে (ইফি ৬:১২; ১ ইউ ৪:১-৬)। মুনাজাত হল শয়তান ও বদ-রূহ্র বিরুদ্ধে ঈমানদারদের প্রধান অস্ত্র (ইফি ৬:১০-২০)।

বদ-রূহ্ তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা

মার্ক ১:২১-২৮; লূক ৪:৩১-৩৭। কফরনাহূমের মজলিস-খানায় একজন বদ-রূহে পাওয়া লোক।

মথি ৯:৩২-৩৪। একজন বদ-রূহে পাওয়া লোক যে কথা বলতে পারত না।

মথি ১৫:২১-২৮; মার্ক ৭:২৪-৩০। একজন অ-ইহুদী স্ত্রীলোকের বদ-রূহে পাওয়া মেয়ে।

মথি ৮:২৮-৩৪; মার্ক ৫:১-২০; লূক ৮:২৬-৩৯। গেরাসীনের একজন বদ-রূহে পাওয়া লোক।

মথি ১২:২২; লূক ১১:১৪। একজন বদ-রূহে পাওয়া লোক যে ছিল বোবা ও অন্ধ।

মথি ১৭:১৪-২১; মার্ক ৯:১৪-২৯; লূক ৯:৩৭-৪৩। একজন মৃগী রোগগ্রস্ত ছেলে।

লোকেরা আহার করে তৃপ্ত হল এবং তাঁরা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সাত ঝুড়ি তুলে নিলেন। [৯] সেখানে কমবেশ চার হাজার লোক ছিল; পরে তিনি তাদেরকে বিদায় করলেন। [১০] আর তখনই তিনি সাহাবীদের সঙ্গে নৌকায় উঠে দল্‌মনুথা প্রদেশে আসলেন।

লোকেরা চিহ্ন-কাজ দেখতে চায়

[১১] পরে ফরীশীরা বাইরে এসে তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগল, পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে আসমান থেকে একটি চিহ্ন দেখতে চাইলো। [১২] তখন তিনি রূহে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, এই কালের লোকেরা কেন চিহ্নের খোঁজ করে? আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এই লোকদেরকে কোন চিহ্ন-কাজ দেখানো যাবে না। [১৩] পরে তিনি তাদেরকে ছেড়ে আবার নৌকায় উঠে অন্য পারে গেলেন।

সাহাবীদের সাবধান করা

[১৪] আর সাহাবীরা রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন, নৌকায় তাঁদের কাছে কেবল একখানি ছাড়া আর রুটি ছিল না। [১৫] পরে তিনি তাঁদেরকে হুকুম করলেন, সাবধান, তোমরা ফরীশীদের খামির বিষয়ে ও হেরোদের খামির বিষয়ে সাবধান থেকো। [১৬] তাতে তাঁরা পরস্পর তর্ক করে বলতে লাগলেন, আমাদের কাছে তো রুটি নেই। [১৭] তা বুঝে ঈসা তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের রুটি নেই বলে কেন তর্ক করছো? তোমরা কি এখনও কিছু জানতে পারছো না, বুঝতে পারছো না? তোমাদের অন্তঃকরণ কি কঠিন হয়ে রয়েছে? [১৮] চোখ থাকতে কি দেখতে পাও না? কান থাকতে কি শুনতে পাও না? আর মনেও কি পড়ে না? [১৯] আমি যখন পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচখানা রুটি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, তখন তোমরা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত ডালা তুলে নিয়েছিলে? তাঁরা বললেন, বারো ঝুড়ি। [২০] আর যখন চার হাজার লোকের মধ্যে সাতখানা রুটি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, তখন গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত ঝুড়ি তুলে নিয়েছিলে? তাঁরা বললেন, সাত ঝুড়ি। [২১] তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছো না?

ঈসা মসীহ্‌ এক জন অন্ধকে দৃষ্টি দেন

[২২] পরে তাঁরা বৈৎসৈদাতে আসলেন; আর লোকেরা এক জন অন্ধকে তাঁর কাছে এনে তাঁকে ফরিয়াদ করলো, যেন তিনি তাকে স্পর্শ করেন। [২৩] তখন তিনি সেই অন্ধের হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন; পরে তার চোখে থুথু দিয়ে ও তার উপরে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? [২৪] সে চোখ তুলে চাইলো ও বললো, মানুষ দেখছি, তারা গাছের মত দেখতে, হেঁটে বেড়াচ্ছে। [২৫] তখন তিনি তার চোখের উপরে আবার হাত রাখলেন, তাতে সে স্থির দৃষ্টিপাত করলো ও সুস্থ হল, স্পষ্টভাবে সকলই দেখতে পেল। [২৬] পরে

[৮:১১] মথি ১২:৩৮।
[৮:১২] মার্ক ৭:৩৪।
[৮:১৫] ১করি ৫:৬-৮; লূক ১২:১; মথি ১৪:১; মার্ক ১২:১৩।
[৮:১৭] ইশা ৬:৯,১০; মার্ক ৬:৫২।
[৮:১৯] মথি ১৪:২০; মার্ক ৬:৪১-৪৪; লূক ৯:১৭; ইউ ৬:১৩।
[৮:২০] আঃ ৬-৯; মথি ১৫:৩৭।
[৮:২১] মার্ক ৬:৫২।
[৮:২২] মথি ১১:২১; মার্ক ১০:৪৬; ইউ ৯:১।
[৮:২৩] মার্ক ৭:৩৩; ৫:২৩।
[৮:২৮] মথি ৩:১; মালাখি ৪:৫।

৮:৮ সাত ঝুড়ি। মথি ১৫:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন। এই ঝুড়ি অ-ইহুদী ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হত এবং এটি একজন মানুষকে বহন করে নিয়ে যাবার মত বড় ছিল (প্রেরিত ৯:২৫)।

৮:৯ চার হাজার লোক। ৬:৪৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:১০ দল্‌মনুথা প্রদেশ। গিনেষরৎ সমভূমির দক্ষিণে "তালমনুথা" নামে একটি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে; হয়তো বা সেই স্থানে ঈসা মসীহ্‌ যাত্রাবিরতি করেছিলেন। মথি বলছেন যে, ঈসা মসীহ্‌ মগদনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়েছিলেন (মথি ১৫:৩৯ আয়াতের নোট দেখুন)। দলমনুথা ও মগদন (বা মগদলা) গালীল সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত দু'টো স্থানের নাম হতে পারে।

৮:১১ আসমান থেকে একটি চিহ্ন। ফরীশীরা ঈসা মসীহের অলৌকিক কাজের চেয়ে তাঁর বেহেশতী কর্তৃত্বের স্বপক্ষে আরও জোরালো প্রমাণ চেয়েছিল; কিন্তু তিনি এরূপ চিহ্ন ঘটাতে অস্বীকার করলেন, কারণ অনুরোধটি অবিশ্বাস থেকে এসেছিল (মথি ১৬:১-৪; মথি ১২:৩৮-৪২; লূক ১১:২৯-৩২)।

৮:১৩ অন্য পার। গালীল সাগরের পূর্ব তীর।

৮:১৫ ফরীশীদের খামি ও হেরোদের খামি। এখানে খামি মন্দতা বা কলুষতার প্রতীক, যা সমগ্র ইঞ্জিল জুড়ে এভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে (মথি ১৬:৬,১১; লূক ১২:১; ১ করি ৫:৬–৮; গালা ৫:৯); কিন্তু মথি ১৩:৩৩ আয়াতে এর অর্থ ব্যতিক্রমী, যেখানে অল্প পরিমাণ খামি অনেক পরিমাণ ময়দা ফাঁপাতে সক্ষম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এটি ফরীশী ও হেরোদ আন্তিপ উভয়ের মন্দতা তুলে ধরছে (লূক ২৩:৮), যারা মসীহ্‌কে একটি চিহ্ন দেখাতে বলেছিল, তাঁর বেহেশতী কর্তৃত্বের প্রমাণ দেখতে চেয়েছিল (আয়াত ১১)।

৮:১৭ তোমাদের অন্তঃকরণ কি কঠিন হয়ে রয়েছে? মসীহের সাহাবীরাও তাঁদের প্রভুর শিক্ষার রূহানিক দিক বুঝতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তিনি এমন কোন বিশেষ খামির বিষয়ে বলছেন যা ফরীশীরা অত্যন্ত পছন্দ করতো। মানবীয় হৃদয়ের একগুঁয়েমিতা ও অন্ধত্ব পাক-কিতাবে প্রায়ই দেখা যায় (১৬:২,৩; হিজ ১৪:৩১) এবং সত্যিকারভাবে প্রভুর জন্য তা দুঃখজনক। যাহোক, সাহাবীদের অবস্থা ফরীশীদের মত নয়, যাদের জন্য প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর অন্য কিছু ছিল না (আয়াত ১৩)। তাদের রূহানিক অন্ধত্ব ঘোঁচাতে প্রভুকে অনেক ধৈর্যশীল ও অসীম যত্নবান দেখা যায়। এটি মস্তিষ্কের নয়, কিন্তু অন্তরের বিষয় (আয়াত ১৭), বুদ্ধিবৃত্তিক পাণ্ডিত্যের বদলে নৈতিক সহানুভূতির বিষয় (১ করি ২:৯-১৬; ইফি ১:১৭)।

৮:১৮-২০ মনেও কি পড়ে না? এই আয়াতগুলো দু'বার বিরাট সংখ্যক জনতাকে খাওয়ানোর অলৌকিক ঘটনা তুলে ধরে (আয়াত ১-১০)।

৮:২২ বৈৎসৈদা। মথি ১১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২৪ গাছের মত দেখতে। আংশিকভাবে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলে লোকটি তার চারদিকে ঘুরছে এমন উঁচু কিছু দেখতে পাচ্ছিল। সে জানে যে ওগুলো মানুষ, কিন্তু সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না।

৮:২৫ স্পষ্টভাবে সকলই দেখতে পেল। অন্ধকে দৃষ্টিদানের ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, ঈসা মসীহ্‌ যখন মানুষের নাজাতের

তিনি তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন, এই গ্রামে প্রবেশ করো না।

হযরত পিতরের ঘোষণা

[২৭] পরে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা প্রস্থান করে সিজারিয়া-ফিলিপী অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গেলেন। আর পথের মধ্যে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে, এই বিষয়ে লোকে কি বলে? [২৮] তাঁরা তাঁকে বললেন, অনেকে বলে, আপনি বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া; আর কেউ কেউ বলে, আপনি ইলিয়াস; আর কেউ কেউ বলে, আপনি নবীদের মধ্যে এক জন। [২৯] তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তোমরা কি বল? আমি কে? পিতর জবাবে তাঁকে বললেন, আপনি সেই মসীহ্। [৩০] তখন তিনি তাঁর কথা কাউকেও বলতে তাঁদেরকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন।

[৮:২৯] ইউ ৬:৬৯; ১১:২৭।
[৮:৩০] মথি ৮:৪; ১৬:২০; ১৭:৯; মার্ক ৯:৯; লূক ৯:২১।
[৮:৩১] মথি ৮:২০; ১৬:২১; ২৭:১,২; প্রেরিত ২:২৩; ৩:১৩।
[৮:৩২] ইউ ১৮:২০।

নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ঈসা মসীহ্

[৩১] পরে তিনি তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন যে, ইবনুল-ইনসানকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান ইমাম ও আলেমদের কর্তৃক অগ্রাহ্য হতে হবে, নিহত হতে হবে, আর তিন দিন পরে আবার উঠতে হবে। [৩২] এই কথা তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন। তাতে পিতর তাঁকে কাছে নিয়ে অনুযোগ করতে

জন্য আসবেন সেই সময় সম্পর্কে আল্লাহ্ যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এখন মসীহ্ ঠিক তাই করেছেন (ইশা ৩৫:৫)। সাহাবীরা প্রথম অবস্থায় এই লোকটির মত ছিলেন। ঈসা মসীহের প্রত্যেকটি কাজের যথাযোগ্যতা এবং পূর্ণতা রয়েছে; তিনি যা শুরু করেছেন, তা শেষ করবেন। পঞ্চাশত্তমীর দিনে তাঁর রূহের দ্বিতীয় স্পর্শে সাহাবীরা সব কিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন।

৮:২৬ এই গ্রামে প্রবেশ করো না। ঈসা মসীহ্ তার জন্য যা করেছেন তা যেন সে প্রচার করে না বেড়ায় এবং মসীহের পরিচর্যা কাজ ও তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ার আগেই যেন তাঁর কর্মকাণ্ডে বাধা বিপত্তির সৃষ্টি না হয় এ কারণেই মসীহ্ এই হুকুম দিয়েছিলেন (১:৪৪; ৫:১৯; মথি ৮:৪; ১৬:২০)।

৮:২৭ সিজারিয়া-ফিলিপী। ৭:২৪; মথি ১৬:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২৯ মসীহ্। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। যেহেতু "মসীহ্" শব্দটি বহুলাংশে ইহুদীদের রাজনৈতিক ও জাতীয় চেতনার অংশ ছিল, তাই ঈসা এই উপাধিটি কম ব্যবহার করতেন। মার্কে এর সাতটি প্রয়োগের মধ্যে, কেবলমাত্র তিনটি ঈসা মসীহের উক্তিতে দেখা যায় (৯:৪১; ১২:৩৫; ১৩:২১) এবং এর কোনটিই তিনি তাঁর নিজের উপাধিরূপে ব্যবহার করেন নি (৯:৪১ আয়াতের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া)। মার্ক ১:১ আয়াতে ঈসাকে মসীহ্ বলে পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে পিতরের উত্তর ঈসা মসীহের শিক্ষার নিগূঢ় সত্যের প্রকাশ। ঈসা মসীহ্ তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের শুরু থেকে, কিংবা বলা যায় তারও আগে থেকেই তাঁর মসীহী কাজ সম্পর্কে অবগত ছিলেন (লূক ২:৪৯) এবং তিনি তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু সম্পর্কেও জানতেন; কিন্তু মাত্র এখন তিনি তা সহজভাবে প্রকাশ করছেন। ঘটনার ধারাবাহিকতা তাঁর কাছে পূর্বজ্ঞাত এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহ্র পূর্ব নিরূপিত পরিকল্পনার অংশ (প্রেরিত ৪:২৮)। পুরাতন নিয়মের নবীরা মসীহ্কে দু'ভাবে প্রকাশ করেছেন: বিজয়ী (ইশা ১১ অধ্যায়) এবং যাতনাভোগকারী (ইশা ৫৩ অধ্যায়; লূক ২৪:২৬; ১ পিতর ১:১০-১১)।

৮:৩১-৩৮ নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ঈসা মসীহ্। ৮:৩১ আয়াতে ঈসা মসীহের জীবনের এক নতুন আখ্যান শুরু হয়েছে এবং এখানে ঈসা মসীহের মৃত্যু বিষয়ক তিনটি পূর্বাভাসের মধ্য দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৮:৩১; ৯:৩১; ১০:৩৩-৩৪)। এই ঘটনা গালীল থেকে প্রস্থানের ঘটনা নির্দেশ করে, যেখানে মার্ক ঈসা মসীহের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের অধিকাংশ বর্ণনা করেছেন। এখন মসীহ্ জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছেন এবং পৃথিবীতে ঈসা মসীহের জীবনের শেষ দিনগুলোর বর্ণনা শুরু হচ্ছে। এই ভাগে ঈসা 'মসীহ্' উপাধিটি তাঁর নিজের প্রতি প্রয়োগ করে এর সত্যিকার অর্থকে সংজ্ঞায়িত করছেন।

৮:৩১ ইবনুল-ইনসান। ঈসা মসীহ্ এই উপাধিটি নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন। সুসমাচারে ৮১ বার এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং মসীহ্ ছাড়া অন্য কারও মুখে এই শব্দ কখনও উচ্চারিত হয় নি। দানি ৭:১৩-১৪ আয়াতে ইবনুল-ইনসানকে বেহেশতী অবয়বধারী বলে রূপায়িত করা হয়েছে, যিনি শেষকালে আল্লাহ্ কর্তৃক মহিমা, সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দ্বারা দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। তিনি "ইবনুল-ইনসান" শব্দটি ব্যবহার করছেন মসীহী উপাধি হিসেবে, যা এর প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (আয়াত ৩১)। এটি পিতরের উক্ত "মসীহ্" শব্দটির সাথে প্রতিশব্দ হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে (আয়াত ২৯)। আমাদের প্রভু নিজেকে ৮০ বারেরও বেশি এই নামে উল্লেখ করেছেন। তিনি ১ করি ১৫:৪৫-৪৭ আয়াত অনুসারে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি, যেমন দাউদ-সন্তান স্বতন্ত্র ভাবে তাঁর ইহুদী নাম এবং ইবনুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পুত্র তাঁর বেহেশতী নাম। ঈসা মসীহ্ অবিরতভাবে তাঁর পরিচর্যা কাজে (মথি ১১:১৯; লূক ১৯:১০), তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে (মথি ১২:৪০; ২০:১৮; ২৬:২) এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনে (মথি ২৪:৩৭-৪৪; লূক ১২:৪০) এ নাম ব্যবহার করেছেন। এই নামে তাঁর প্রতি বিশ্বজনীন বিচারের ভার দেয়া হয়েছে (ইউ ৫:২২,২৭)। এই নামেই এক আগত মানুষ দ্বারা পুরাতন নিয়মের প্রতিজ্ঞাত অনুগ্রহ পরিপূর্ণতা পেয়েছে (পয়দা ১:২৬; ৩:১৫; ১২:৩; জবুর ৮:৪; ৮০:১৭; ইশা ৭:১৪; ৯:৬-৭; ৩২:২)।

অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে। যেরূপ ইশা ৫২:১৩-৫৩:১২ (মার্ক ৯:৯,১২,৩১; ১০:৩৩-৩৪; ১৪:২১,৪১) আয়াতে ঈসা মসীহ্কে যাতনাভোগকারী গোলাম বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

প্রাচীন নেতৃবর্গ। মহাসভার, অর্থাৎ ইহুদীদের উচ্চ আদালতের সাধারণ সদস্যগণ।

প্রধান ইমাম। মথি ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। এদের মধ্যে শাসনকারী মহা-ইমাম, কায়াফা; সাবেক মহা-ইমাম হানন অন্তর্ভুক্ত।

আলেম। মথি ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। পাক-কিতাব বা শরীয়তের শিক্ষক। এখানে উল্লিখিত তিনটি দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মহাসভা গঠিত হয়।

৮:৩২ পিতর.....অনুযোগ করতে লাগলেন। মসীহী পরিচর্যা কাজে যাতনাভোগ প্রত্যাখানের কোন অবকাশ নেই। পিতর

লাগলেন। ৩৩ কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে তাঁর সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পিতরকে অনুযোগ করলেন, বললেন, আমার সম্মুখ থেকে দূর হও, শয়তান; কেননা যা আল্লাহ্‌র তা নয়, কিন্তু যা মানুষের তা-ই তুমি ভাবছো।

৩৪ পরে তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে লোকদেরকেও ডেকে বললেন, কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলে নিক এবং আমার পিছনে আসুক। ৩৫ কেননা যে কেউ আপন প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে তা হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার এবং ইঞ্জিলের জন্য আপন প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে। ৩৬ বস্তুত মানুষ যদি সমুদয় দুনিয়া লাভ করে আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তার কি লাভ হবে? ৩৭ কিংবা মানুষ আপন প্রাণের পরিবর্তে কি দিতে পারে? ৩৮ কেননা যে কেউ এই কালের জেনাকারী ও গুনাহ্‌গার লোকদের মধ্যে আমাকে ও আমার কালামকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, তবে ইবনুল-ইনসান যখন পবিত্র ফেরেশতাদের সঙ্গে আপন পিতার প্রতাপে আসবেন তখন তিনি তাকে লজ্জার বিষয় বলে মনে করবেন।

৯ ১ আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েক জন আছে, যারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাজ্য পরাক্রমের সঙ্গে আসতে না দেখে।

[৮:৩৩] মথি ৪:১০।
[৮:৩৪] মথি ১০:৩৮; লূক ১৪:২৭।
[৮:৩৫] ইউ ১২:২৫।
[৮:৩৮] মথি ৮:২০; ১০:৩৩; লূক ১২:৯; ১থিষ ২:১৯।
[৯:১] মার্ক ১৩:৩০; লূক ২২:১৮; মথি ২৪:৩০; ২৫:৩১।
[৯:২] মথি ৪:২১।

ঈসা মসীহের রূপান্তর

২ ছয় দিন পরে ঈসা কেবল পিতর, ইয়াকুব ও ইউহোন্নাকে সঙ্গে নিয়ে বিরলে একটি উঁচু পর্বতে গেলেন, আর তিনি তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন। ৩ আর তাঁর পোশাক উজ্জ্বল এবং অতিশয় শুভ্রবর্ণ হল, দুনিয়ার কোন ধোপার পক্ষে সেরকম শুভ্রবর্ণ করা সম্ভব নয়। ৪ আর ইলিয়াস ও মূসা তাঁদেরকে দেখা দিলেন; তাঁরা

ঈসা মসীহ্‌কে তিরস্কার করেছিলেন শুধুমাত্র এই শিক্ষা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছিল বলে নয়, বরং ভয়ানকভাবে ভুল শিক্ষা বলে মনে হয়েছিল।

৮:৩৩ শয়তান। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করা থেকে ঈসা মসীহ্‌কে বিরত থাকার উপদেশ দানের চেষ্টা ছিল সেই একই প্রলোভন, যা ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের সূচনালগ্নে শয়তান দেখিয়েছিল (মথি ৪:৮-১০), তাই মসীহ্‌ পিতরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করলেন।

৮:৩৪ সে নিজেকে অস্বীকার করুক। একজন ব্যক্তির নিজেকে তার জীবন ও কাজের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করা থেকে বিরত থাকা।

আপন ক্রুশ তুলে নিক। রূপকল্পটি একজন ব্যক্তির, যে ইতোমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, যাকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান পর্যন্ত তার নিজের ক্রুশ-কাঠ বহন করতে হত (ইউ ১৯: ১৭)। ক্রুশ-কাঠ বহন যাতনা ভোগের ইচ্ছা এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করাকে বোঝায়।

আমার পিছনে আসুক। এই কথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ক্রুশের উপরই তাঁর নিজের মৃত্যু হবে।

৮:৩৫ আপন প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে। ঈসা মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করে দৈহিক জীবন রক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবন হারিয়ে যাবে। অন্যভাবে বলা যায়, মসীহের শিষ্যত্বের ফল হতে পারে দৈহিক জীবনের ক্ষতি, কিন্তু সে ক্ষতি অনন্ত জীবন লাভের তুলনায় তাৎপর্যহীন।

৮:৩৬ সারা দুনিয়া। এ জীবনে লাভ করার বা অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সমস্ত বস্তু বা বিষয়।

প্রাণ। অনন্ত জীবন (আয়াত ৩৭)।

৮:৩৮ যে কেউ এই কালের ... লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি ঈসা মসীহ্‌কে অনুসরণ ও সন্তুষ্ট করার চেয়ে গুনাহ্‌গার লোকদের মধ্যে নিজেকে উপযোগী করতে অধিকতর যত্নশীল, তার আল্লাহ্‌র রাজ্যে কোন অংশ নেই। রোমীয় ১:১৬ আয়াতে বরং এর উল্টো অর্থ রয়েছে।

ইবনুল-ইনসান ... লজ্জার বিষয় জ্ঞান করবেন। ২ থিষ ১:৬-১০ আয়াতের নোট দেখুন। ঈসা মসীহ্‌ যে পরিস্থিতিতে প্রত্যাখাত হচ্ছেন, অপমানিত হচ্ছেন এবং মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছেন, তা পুরোপুরি পাল্টে যাবে, যখন সকল লোকদের বিচারকরূপে তিনি মহিমাময় প্রত্যাবর্তন করবেন।

৯:১ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। ৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

তাদের মধ্যে কয়েক জন ... আস্বাদ পাবে না। মথি ১৬:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

আল্লাহ্‌র রাজ্য পরাক্রমের সঙ্গে আসতে না দেখে। মথি ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন। এই আয়াতের চারটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে:

১) ঈসা মসীহের রূপান্তর;
২) ঈসা মসীহের পুনরুত্থান ও বেহেশতে আরোহণ;
৩) ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেম নগরীর ধ্বংস;
৪) পঞ্চাশত্তমী ও মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজের আরম্ভ।

শেষেরটির ব্যাপারে অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করেন, কারণ সাহাবীরা তখন ক্রুশকে মানুষের হৃদয়ে বিজয়ের চিহ্ন ও কারণ হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, যা তাঁদেরই কাছে হোঁচট খাওয়ার মত বিষয় ছিল এবং এই সময়কেই আল্লাহ্‌র রাজ্য আসার সময় হিসেবে ধরা হয়।

৯:২ ছয় দিন পরে। মথি ১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন।

একটি উঁচু পর্বতে। লূক ৯:২৮ আয়াতের নোট দেখুন। এ পর্বতটি হর্মোন পর্বত বলে ধরা হয় (৯,২০০ ফুট) এবং এটি সিজারিয়া-ফিলিপী থেকে ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত (লূক ৯:৩২)।

রূপান্তরিত হলেন। মথি ১৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৪ ইলিয়াস ও মূসা। মথি ১৭:৩; লূক ৯:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। এই রূপান্তর ঈসা মসীহের বেহেশতী সত্তাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই ঘটনাটি প্রাথমিক মণ্ডলীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল (২ পিতর ১:১৬-১৮)। এই রূপান্তর তাদের ঈমানের নিশ্চয়তা দেয়, যা ৮:৩১-৩৪ আয়াতের প্রত্যাদেশের পর নড়বড়ে হয়ে যেতে পারত। যাতনাভোগকারী মসীহের ধারণা পুরাতন নিয়মের প্রত্যাদেশের বিপরীত নয়, কিন্তু শরীয়ত ও নবীদের কিতাবের সাক্ষ্য অনুসারে তার প্রতিনিধি এখানে মূসা

ঈসার সঙ্গে কথোপকথন করতে লাগলেন। [৫] তখন পিতর ঈসাকে বললেন, রব্বি, এখানে আমাদের থাকা ভাল; আমরা তিনটি কুটির তৈরি করি, একটি আপনার জন্য, একটি মূসার জন্য এবং একটি ইলিয়াসের জন্য। [৬] কারণ কি বলতে হবে, তা তিনি বুঝলেন না, কেননা তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। [৭] পরে একখানি মেঘ উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে ঢেকে ফেললো; আর সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁর কথা শোন।' [৮] পরে হঠাৎ তাঁরা চারদিকে দৃষ্টিপাত করে আর কাউকেও দেখতে পেলেন না, দেখলেন, কেবল একা ঈসা তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন।

হযরত ইলিয়াসের আগমন

[৯] পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদেরকে দৃঢ় হুকুম দিয়ে বললেন, তোমরা যা যা দেখলে, তা কাউকেও বলো না, যতদিন মৃতদের মধ্য থেকে ইবনুল-ইনসান উত্থাপিত না হন। [১০] তখন মৃতদের মধ্য থেকে উত্থান কি, তাঁরা এই বিষয় পরস্পর আলোচনা করে সেই কথা নিজেদের মধ্যে রেখে দিলেন। [১১] পরে তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, আলেমেরা তো বলেন, প্রথমে ইলিয়াসকে আসতে হবে। [১২] তিনি তাঁদেরকে বললেন, ইলিয়াস প্রথমে এসে সকল বিষয় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন বটে; আর ইবনুল-ইনসানের বিষয়ে কিভাবেই বা লেখা রয়েছে যে, তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে ও অবজ্ঞাত হতে হবে? [১৩] কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, ইলিয়াসের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে তিনি এসে গেছেন এবং লোকেরা তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করেছে।

ভূতে পাওয়া ছেলেটিকে সুস্থ করা

[১৪] পরে তাঁরা সাহাবীদের কাছে এসে দেখলেন, তাঁদের চারদিকে অনেক লোক, আর আলেমেরা তাঁদের সঙ্গে বাদানুবাদ করছে। [১৫] তাঁকে দেখামাত্র সমস্ত লোক অতিশয় চমৎকৃত হল ও তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে সালাম জানালো। [১৬] তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের সঙ্গে তোমরা কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করছো? [১৭] তাতে লোকদের মধ্যে এক জন জবাবে বললো, হুজুর, আমার পুত্রটিকে আপনার কাছে

[৯:৩] মথি ২৮:৩।

[৯:৫] মথি ২৩:৭।

[৯:৭] মথি ৩:১৭; হিজ ২৪:১৬।

[৯:৯] মার্ক ৮:৩০; মথি ৮:২০।

[৯:১২] মথি ৮:২০; ১৬:২১; লূক ২৩:১১।

[৯:১৩] মথি ১১:১৪।

এবং ইলিয়াস।

৯:৫ রব্বি। হিব্রু শব্দ, এর বাংলা অর্থ 'শিক্ষক' বা 'হুজুর'।

তিনটি কুটির। পিতর হয়তো নতুন কুটির নির্মাণের ইচ্ছা করেছিলেন, যেখানে আল্লাহ্ আবার তাঁর লোকদের সাথে বাস করতে পারেন (হিজ ২৯:৪২); অথবা তিনি কুঁড়ে-ঘরের ঈদের সময় ব্যবহৃত কুটিরের বিষয় চিন্তা করে থাকতে পারেন (লেবীয় ২৩:৪২)। তবে যে কারণেই হোক না কেন, তিনি সে সময় প্রতিজ্ঞাত মহিমার পরিপূর্ণতা দেখাতে উদগ্রীব হয়েছিলেন।

৯:৭ সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল। আল্লাহ্র উপস্থিতির প্রতীক হিসেবে সুরক্ষা দান করতে ও পরিচালিত করতে মেঘ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন হিজ ১৬:১০; ১৯:৯; ২৪:১৫-১৮; ৩৩:৯-১০)।

এঁর কথা শোন!। ঈসা মসীহকে মান্য করার জন্য আদেশ দেওয়া হচ্ছে, কারণ তিনি এই দুনিয়াতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি; তাই তাঁর কথা শোনার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি বাধ্য থাকা (ইয়াকুব ১:২২-২৫)।

৯:৯ কাউকেও বলো না। তখনো সমস্ত কিছু প্রকাশ করার সময় আসে নি। ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের পর সাহাবীদের প্রত্যেককে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে হবে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা তারা মসীহের সাথে থেকে লাভ করেছিলেন। প্রভুর মসীহত্বের গোপনীয়তা তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা ও লোকেরা যে ধরনের রাজনৈতিক মসীহের প্রত্যাশা করেছিল তা পূরণ করার জন্য তাঁর মিশন ছিল না। সে ক্ষেত্রে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। তবে তাঁর মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থিত হবার পরে সেই আশঙ্কা কেটে গেছে।

৯:১০ মৃতদের মধ্য থেকে উত্থান। ইহুদী হিসেবে তারা পুনরুত্থান শিক্ষার সাথে পরিচিত কারণ ফরীশীরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করত। তবুও মসীহের পুনরুত্থানের বিষয়টি মসীহের মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেখানে তারা মসীহের মৃত্যুতেই বিশ্বাস করত না।

৯:১১ প্রথমে ইলিয়াসকে আসতে হবে। মালাখি ৪:৫ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, নবী ইলিয়াস ইসরাইল জাতির কাছে ফিরে এসে প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করবেন। সাহাবীরা বিশ্বাস করতেন যে, মসীহ্ এসে গেছেন; কিন্তু ইলিয়াস তাঁর আগে আসেন নি। কিন্তু ঈসা মথি ১৭:১০ আয়াতে বলেছেন যে, ইলিয়াস এসে গেছেন। ঈসা মসীহের কথামত বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়াই ছিলেন সেই ইলিয়াস।

৯:১২ ইলিয়াস ... আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। নবী ইলিয়াস বা তাঁর মত কারও আসার ইঙ্গিত, যা ঈসা মসীহের আগমনের প্রস্তুতি হিসেবে ঘটবে (মথি ১৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে ও অবজ্ঞাত হতে হবে। ঠিক যেভাবে ইলিয়াসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে (মথি ১৭:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:১৩ ইলিয়াসের বিষয়ে যেরূপ লেখা আছে। ইলিয়াসের ফিরে আসার বিষয়ে যেরূপ লেখা আছে সেভাবেই তিনি এসেছেন। ইলিয়াসের জীবনে পরিচর্যার দায়িত্ব পালনের সময় যা ঘটেছিল, তা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার জীবনেও পুনরাবৃত্তি হবে। ইলিয়াস দুষ্ট ঈষেবলের সময়ে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন আর বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার হেরোদিয়ার সময়ে ছিলেন এবং তার কারণে কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু লোকেরা চিনতে পারে নি যে, ইলিয়াসই বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার মধ্যে দৃশ্যমান ছিলেন।

তিনি এসে গেছেন। এখানে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে (মথি ১৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

লোকেরা। হেরোদ ও হেরোদিয়া (৬:১৭-২৯)। ইলিয়াসের মত ইয়াহিয়া মন্দ লোকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

৯:১৪ সাহাবী। পিতর, ইয়াকুব ও ইউহোন্না ছাড়া বাকি নয় জন

এনেছিলাম, তাকে বোবা রূহে পেয়েছে; [১৮] আর সেটি তাকে যেখানে ধরে, সেখানে আছাড় মারে, আর তার মুখে ফেনা উঠে এবং সে দাঁত কিড়মিড় করে, আর শক্ত হয়ে যায়; আমি আপনার সাহাবীদেরকে তা ছাড়াতে বললাম, কিন্তু তাঁরা পারলেন না। [১৯] জবাবে তিনি তাদেরকে বললেন, হে অবিশ্বাসী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের কাছে থাকব? কত কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করবো? ওকে আমার কাছে আন। [২০] তারা তাকে তাঁর কাছে আনলো; তাঁকে দেখামাত্র সেই রূহ্ তাকে অতিশয় মুচড়ে ধরলো। সে ভূমিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল আর মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল। [২১] তখন তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন হল তার এই রকম হয়েছে?" সে বললো, ছেলে বেলা থেকে; [২২] আর সেই রূহ্ একে বিনাশ করার জন্য অনেক বার আগুনে ও অনেক বার পানিতে ফেলে দিয়েছে; কিন্তু আপনি যদি কিছু করতে পারেন, তবে আমাদের প্রতি রহম করে উপকার করুন। [২৩] ঈসা তাকে বললেন, যদি পারেন! – যে ঈমান আনে, তার পক্ষে সকলই সম্ভব। [২৪] অমনি সেই বালকের পিতা চেঁচিয়ে কেঁদে কেঁদে বললো, ঈমান এনেছি; আমার মধ্যে যে অবিশ্বাস রয়েছে তা দূর করে দিন। [২৫] পরে লোকেরা এক সঙ্গে দৌড়ে আসছে দেখে ঈসা সেই নাপাক রূহ্কে ধমক দিয়ে বললেন, হে বধির বোবা রূহ্, আমিই তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও, আর কখনও এর মধ্যে প্রবেশ করো না। [২৬] তখন সে চেঁচিয়ে তাকে অতিশয় মুচড়ে ধরলো এবং বের হয়ে গেল; তাতে বালকটি মরার মত হয়ে পড়লো; এমন কি অধিকাংশ লোক বললো, সে মারা গেছে। [২৭] কিন্তু ঈসা তার হাত ধরে তাকে তুললে সে উঠলো। [২৮] পরে তিনি বাড়িতে আসলে তাঁর সাহাবীরা গোপনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কেন সেটা ছাড়াতে পারলাম না? [২৯] তিনি বললেন, মুনাজাত ছাড়া আর কিছুতেই এই জাতি বের হয় না।

[৯:২০] মার্ক ১:২৬।

[৯:২৩] মথি ২১:২১; মার্ক ১১:২৩; ইউ ১১:৪০।

[৯:২৫] আঃ ১৫।

[৯:২৮] মার্ক ৭:১৭।

[৯:৩১] মথি ৮:২০; আঃ ১২; প্রেরিত ২:২৩; ৩:১৩; মথি ১৬:২১।

[৯:৩২] লূক ২:৫০; ৯:৪৫; ১৮:৩৪; ইউ ১২:১৬।

[৯:৩৩] মথি ৪:১৩; মার্ক ১:২৯।

[৯:৩৪] লূক ২২:২৪।

ঈসা মসীহ্ দ্বিতীয় বার নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বলেন

[৩০] সেই স্থান থেকে প্রস্থান করে তাঁরা গালীলের মধ্য দিয়ে গমন করলেন, আর তিনি চাইলেন যেন কেউ তা জানতে পায়। [৩১] কেননা তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, ইবনুল-ইনসানকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তাঁকে হত্যা করবে; তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনি আবার উঠবেন। [৩২] কিন্তু তাঁরা সেই কথা বুঝলেন না এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করলেন।

শ্রেষ্ঠ কে, এই বিষয়ে শিক্ষা

[৩৩] পরে তাঁরা কফরনাহূমে আসলেন, আর বাড়ির মধ্যে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, পথে তোমরা কোন্ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করছিলে? [৩৪] তাঁরা চুপ করে রইলেন, কারণ কে

সাহাবীর কথা এখানে বোঝানো হয়েছে (আয়াত ২)।

৯:১৮ সেটি তাকে যেখানে ধরে ... শক্ত হয়ে যায়। বালকটির এই অবস্থার কারণ হচ্ছে সে ছিল বদ-রূহে আক্রান্ত (আয়াত ২০-২৬ দেখুন)।

৯:২২ একে বিনাশ করার জন্য। ৫:৫,১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২৩ যদি পারেন ... সকলই সম্ভব। ঈসা মসীহের বালকটিকে সুস্থ করার ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্পর্কে নয়, কিন্তু তার পিতার এ কথা বিশ্বাস করার মত ঈমান ছিল কি না, সেটা বিবেচনা করাই এই উক্তির উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সব কিছুই করতে পারেন তার বিশ্বাসের উপর কোন সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে না।

৯:২৪ ঈমান এনেছি ... দূর করে দিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈমান পুরোপুরি সিদ্ধ থাকে না, সেখানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের একটি দোলায়মান অবস্থা বিরাজ করে।

৯:২৫ লোকেরা এক সঙ্গে দৌড়ে আসছে দেখে। এই কারণে ঈসা মসীহ্ যত বেশি সম্ভব তাঁর অলৌকিক কাজের প্রচারণা পরিহার করতে চেয়েছিলেন।

৯:২৯ মুনাজাত ছাড়া। এই ঘটনার আগে সাহাবীগণ যে সমস্ত অলৌকিক কাজ করেছিলেন, সে সময় সকলে তাঁদের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং তাঁরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, তাঁদের মধ্যেই সেই ক্ষমতা নিহিত আছে। মুনাজাতের অভাব তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল এবং তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, বদ-রূহদের উপরে এই ক্ষমতা ঈসা মসীহের কাছ থেকে এসেছিল (৩:১৫; ৬:৭,১৩)। হয়তোবা ক্রুশের কথা শুনে বিঘ্ন পেয়েছিলেন বলে তাঁরা মুনাজাত করতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং এই কারণে তাঁরা আল্লাহ্র স্পর্শের বাইরে ছিলেন। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে মুনাজাতের সাথে 'রোজা' শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। 'রোজা' বলতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা সংযম বোঝায়। তাই বলা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে মুনাজাত ও রোজা বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এক জন ব্যক্তিকে এ ধরনের কাজ করার জন্য উপযুক্ত করে তুলে।

এই জাতি। এই উক্তির দ্বারা ধারণা করা যায় যে, বিভিন্ন রকমের বদ-রূহ্ রয়েছে।

৯:৩০ গালীলের মধ্য দিয়ে গমন করলেন। গালীলে ও গালীলের চারদিকে ঈসা মসীহের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজ শেষ হয়েছে (৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তিনি এখন যাতনাভোগ করতে ও মৃত্যুবরণ করতে জেরুশালেমের পথে রয়েছেন (১০:৩২-৩৪)।

৯:৩২ তাঁরা সেই কথা বুঝলেন না। ৯:১০; ৮-৩২-৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৩৩ কফরনাহূম। ১:২১; মথি ৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

গৃহমধ্যে। সম্ভবত এটি পিতর ও আন্দ্রিয়ের ঘর ছিল (১:২৯)।

৯:৩৪ তাঁরা চুপ করে রইলেন। কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁরা হঠাৎ করে মসীহের প্রশ্ন শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন বলেই এমন চুপ করে ছিলেন।

শ্রেষ্ঠ, পথে পরস্পর এই বিষয়ে বাদানুবাদ করেছিলেন। ৩৫ তখন তিনি বসে সেই বারো জনকে ডেকে বললেন, কেউ যদি প্রথম হতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের শেষে থাকবে ও সকলের পরিচারক হবে। ৩৬ পরে তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তাকে কোলে করে তাঁদেরকে বললেন, ৩৭ যে কেউ আমার নামে এর মত কোন শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে।

সপক্ষ না বিপক্ষ?

৩৮ ইউহোন্না তাঁকে বললেন, হুজুর, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে বদ-রূহ্ ছাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না। ৩৯ কিন্তু ঈসা বললেন, তাকে বারণ করো না কারণ এমন কেউ নেই, যে আমার নামে কুদরতি-কাজ করে কেউ ফিরে আমার নিন্দা করতে পারে। ৪০ কারণ যে কেউ আমাদের বিপক্ষ নয়, সে আমাদের সপক্ষ। ৪১ বাস্তবিক যে কেউ তোমাদেরকে মসীহের লোক বলে এক বাটি পানি পান করতে দেয়, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, সে কোন মতে তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।

[৯:৩৫] মথি ১৮:৪; মার্ক ১০:৪৩; লূক ২২:২৬।
[৯:৩৬] মার্ক ১০:১৬।
[৯:৩৭] মথি ১০:৪০।
[৯:৩৮] শুমারী ১১:২৭-২৯।
[৯:৪০] মথি ১২:৩০; লূক ১১:২৩।
[৯:৪১] মথি ১০:৪২।
[৯:৪২] মথি ৫:২৯; ১৮:৬; লূক ১৭:২।
[৯:৪৩] মথি ৫:২৯; ৫:৩০; ১৮:৮; ২৫:৪১।
[৯:৪৫] মথি ৫:২৯; ১৮:৮।
[৯:৪৭] মথি ৫:২৯; ১৮:৯।
[৯:৪৮] ইশা ৬৬:২৪; মথি ২৫:৪১। [৯:৪৯] লেবীয় ২:১৩।
[৯:৫০] মথি ৫:১৩; লূক ১৪:৩৪,৩৫;

গুনাহের প্রলোভন

৪২ আর এই যে ছোটরা আমার উপর ঈমান আনে, যদি তোমাদের কেউ তাদের সম্মুখে এমন কোন বাধা স্থাপন করে যাতে তারা উচোট খায়, তবে বরং তার গলায় বড় যাঁতা বেঁধে তাকে সাগরে ফেলে দিলেও তার পক্ষে ভাল। ৪৩ আর তোমার হাত যদি তোমাকে গুনাহের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেল; ৪৪ দুই হাত নিয়ে দোজখে, সেই অনির্বাণ আগুনে যাওয়ার চেয়ে বরং নুলা হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। ৪৫ আর তোমার পা যদি তোমাকে গুনাহের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেল; ৪৬ দুই পা নিয়ে দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। ৪৭ আর তোমার চোখ যদি তোমাকে গুনাহের পথে নিয়ে যায়, তবে তা উপড়ে ফেল; দুই চোখ নিয়ে দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং একটি চোখ নিয়ে আল্লাহ্‌র রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল; ৪৮ দোজখে তো লোকদের কীট মরে না এবং আগুন নিভে যায় না।

৪৯ বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আগুনরূপ লবণে লবণাক্ত করা যাবে। ৫০ লবণ ভাল, কিন্তু লবণ

কে শ্রেষ্ঠ। পদ ও মর্যাদার প্রশ্ন স্বাভাবিক এবং এই বিষয়টি যে কোন ইহুদী দলের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু ঈসা মসীহের মূল্যবোধের শিক্ষার মধ্যে তার কোন স্থান নেই (আয়াত ৩৫; ১০:৪২-৪৫)। কেউ কেউ মনে তনে করেন, তাঁদের বাদানুবাদ চলছিল মূলত পিতর, ইয়াকুব এবং ইউহোন্নার মধ্যে। মানবীয় স্বভাবের কারণে সর্বোচ্চ রূহানিক অভিজ্ঞতার সুযোগ লাভের পরেও কোন ব্যক্তির অন্তরে অহঙ্কার প্রবেশ করতে পারে; কিন্তু অহঙ্কার সত্ত্বেও আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে সেই নম্রতা নিয়ে আসেন যা তাঁর কাছে মহামূল্যবান (২ করি ১২:৭)।

৯:৩৮ সে আমাদের অনুসরণ করে না। লোকটি স্পষ্টত ঈমানদার ছিল, কিন্তু বারোজন সাহাবীর মত সে কোন স্বতন্ত্র অনুসারী গোষ্ঠীর সদস্য ছিল না। তারপরও সে ঈসা মসীহের নামে কাজ করেছিল এবং অন্ততপক্ষে একবার সাহাবীরা যা করতে পারেন নি তা করতে সে সক্ষম হয়েছিল এবং করেছিল (আয়াত ১৪-১৮,২৮)।

৯:৩৯ তাকে বারণ করো না। শিষ্যত্বের বিষয়ে ঈসা মসীহের ধারণা সাহাবীদের সঙ্কীর্ণ ধারণার তুলনায় যথেষ্ট আন্তরিক এবং উদারপন্থী ছিল। যদি কোন ক্ষেত্রে বা কোন কাজে পাক-রূহের অনুগ্রহ নির্গত হয়, তবে তা নিবারণ করা উচিত নয়।

৯:৪০ যে কেউ আমাদের বিপক্ষ নয়, সে আমাদের সপক্ষ। মথি ১২:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। দু'টো উক্তি পরিপূরক, বিরোধী নয়। মার্ক ৯:৪০ আয়াতের নীতি মণ্ডলীর বাইরে যারা রয়েছে তাদের প্রতি মণ্ডলীর মনোভাবকে পরিচালিত করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে মথি ১২:৩০ আয়াতের নীতি ভেতরের ও বাইরের প্রত্যেকের প্রতি মণ্ডলীর তবলিগ কাজের কথা বলে।

৯:৪১ এক বাটি পানি পান করতে দেয়। ঈমানদারদের প্রতি মণ্ডলীর ক্ষুদ্রতম দয়ার কাজকেও আল্লাহ্ স্মরণ করেন, কারণ তারা ঈমানদার।

আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি; ৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

তার পুরস্কার। আল্লাহ্‌র অনুমোদন এবং তাঁর অনুগ্রহ।

৯:৪২ ছোটরা। সম্ভবত ৩৬-৩৭ আয়াতে উল্লিখিত ছোট ছেলেমেয়েরা, অথবা ৩৮ আয়াতে উল্লিখিত লোকটি। ঈসা মসীহের বক্তব্য এখানে পরিষ্কার– যাদেরকে আমরা ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু স্তরের বলে মনে করি, তাদেরকে গুনাহে পড়তে প্ররোচিত করার ফলে মারাত্মক শাস্তি নেমে আসবে।

যাঁতা। শষ্য পেষার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের ভারী পাথরের টুকরো, যার সাথে গাধা বা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে ঘোরানো হত।

৯:৪৩ তা কেটে ফেল। এখানে রূপক অর্থে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

৯:৪৪ দোজখ। মথি ৫:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

অনির্বাণ আগুন। দোজখ (মথি ৫:২২)। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এরপরে এই কথাগুলো রয়েছে, "যেখানে তাদের কীটেরা কখনো মরে না"।

জীবন। বেহেশতে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে অনন্ত জীবন।

৯:৪৭ আল্লাহ্‌র রাজ্য। মথি ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৪৮ দোজখে ... নির্বাপিত হয় না। ইশা ৬৬:২৪ আয়াত আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শাস্তির কথা বলে। পাক-কিতাবের এই অংশটি গুনাহ্‌গারদের সীমাহীন ধ্বংসের চিত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

কীট মরে না। কীট সর্বদা বাজে আবর্জনার স্তূপে উপস্থিত থাকে (মথি ৫:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৪৯ আগুনরূপ লবণে লবণাক্ত। এই কথার মধ্য দিয়ে

যদি লবণত্ব হারায়, তবে তোমরা কিসে তা আস্বাদযুক্ত করবে? তোমরা নিজ নিজ অন্তরে লবণ রাখ এবং পরস্পর শান্তিতে থাক।

স্ত্রী তালাকের বিষয়ে শিক্ষা

১০ [১] সেই স্থান থেকে উঠে তিনি এহুদিয়ার অঞ্চলে ও জর্ডান নদীর অপর পারে আসলেন; তাতে তাঁর কাছে আবার লোক সমাগত হতে লাগল এবং তিনি নিজের রীতি অনুসারে আবার তাদেরকে উপদেশ দিলেন। [২] তখন ফরীশীরা কাছে এসে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, স্ত্রী পরিত্যাগ করা কি পুরুষের পক্ষে উচিত? [৩] জবাবে তিনি তাদেরকে বললেন, মূসা তোমাদেরকে কি হুকুম দিয়েছেন? [৪] তারা বললো, তালাক-নামা লিখে আপন স্ত্রীকে তালাক দেবার অনুমতি মূসা দিয়েছেন। [৫] ঈসা তাদেরকে বললেন, তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলে তিনি এই বিধি লিখেছেন; [৬] কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে আল্লাহ্ পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদেরকে নির্মাণ করেছেন; [৭] "এই কারণে মানুষ তার পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে আপন স্ত্রীতে আসক্ত হবে, [৮] আর সে দু'জন একাঙ্গ হবে;" সুতরাং তারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। [৯] অতএব আল্লাহ্ যার যোগ করে দিয়েছেন, মানুষ তার বিয়োগ না করুক।

[১০] পরে সাহাবীরা বাড়িতে আবার সেই বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। [১১] তিনি তাঁদেরকে বললেন, যে কেউ আপন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে

কল ৪:৬; রোমীয় ১২:১৮; ২করি ১৩:১১; ১থিষ ৫:১৩।
[১০:১] মার্ক ১:৫; ২:১৩; ৪:২; ৬:৬,৩৪; ইউ ১০:৪০; ১১:৭; মথি ৪:২৩।
[১০:২] মার্ক ২:১৬।
[১০:৪] দ্বি:বি ২৪:১-৪; মথি ৫:৩১।
[১০:৫] জবুর ৯৫:৮; ইব ৩:১৫।
[১০:৬] পয়দা ১:২৭; ৫:২।
[১০:৮] পয়দা ২:২৪।
[১০:১১] লূক

বোঝানো হতে পারে যে, যারা দোজখে প্রবেশ করে, তারা প্রত্যেকে প্রথমে এর আগুনের জ্বালা ভোগ করে; কিংবা এমনটা বোঝানো হতে পারে যে, এ জীবনে প্রত্যেক ঈসায়ী ঈমানদারকে যন্ত্রণার ও শুদ্ধতার আগুনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে হবে।

৯:৫০ লবণ ভাল। লবণকে শিষ্যত্বের সাথে তুলনা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈসা মসীহ্ ও তাঁর সুসমাচারের প্রতি বশ্যতা আনার গুরুত্ব প্রদর্শন করা (৮:৩৫,৩৮; মথি ৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

পরস্পর শান্তিতে থাক। মানুষের পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসা হয় এবং শান্তি পুনঃস্থাপিত হয় তখনই, যখন আমরা পরস্পরের মাঝে ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর সুসমাচারের প্রতি সার্বজনীন আনুগত্য প্রকাশ করি।

১০:১ এহুদিয়ার অঞ্চল। প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ অঞ্চল। এহুদিয়াতে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের জন্য লূক ৯:৫১ আয়াতের নোট দেখুন। ঈসা মসীহ্ তাঁর পরিচর্যা কাজের পরিক্রমায় কফরনাহূম থেকে দক্ষিণ দিকে এহুদিয়াতে সামেরিয়া অঞ্চলে যান এবং এরপর জর্ডান পার হয়ে পেরিয়াতে যান, যেখানে তিনি হেরোদ আন্তিপাসের এলাকায় অবস্থান করেছেন (মথি ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)। পেরিয়াতে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের জন্য লূক ১৩:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২ পরীক্ষা করার জন্য। ফরীশীদের প্রশ্নটি ছিল শত্রুভাবাপন্ন। প্রশ্নটি ছিল অবৈধ তালাক এবং পুনর্বিবাহ নিয়ে, যে কারণে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া হেরোদিয়াকে দোষারোপ করেছিলেন (৬:১৭-১৮); তাঁর এই ভর্ৎসনা প্রথমে তাঁর কারাবরণ এবং তারপর তাঁর জীবনাবসান ঘটাল। ফরীশীরা আশা করেছিল যে, এই প্রশ্ন করে তারা ঈসা মসীহের মুখ থেকে এমন উত্তর বের করে নিয়ে আসবে, যা শাসকগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করবে তাঁকে বন্দী করার জন্য, যেরূপ ইয়াহিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

স্ত্রী পরিত্যাগ করা। স্ত্রী ছেড়ে দেবার যথেষ্ট কারণ কিসে হত হযরত মূসার শরীয়ত সে বিষয়ে স্পষ্ট নয় এবং আলেমরা দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১-৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় একমত ছিলেন না।

১০:৪ তালাক দেবার অনুমতি। তালাকের বিষয়ে দু'টো প্রধান মত প্রচলিত ছিল। মূসার শরীয়ত (দ্বি.বি. ২৪:১-৪) অনুসারে অপ্রীতিকর কিছু দেখলে লিখিত তালাক দেওয়ার নিয়ম ছিল। শাম্মাই-এর অনুসারীদের মত অনুসারে স্ত্রীর অবিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া না গেলে কোন মতেই বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করা যাবে না। হিল্লেল এর মতবাদ অনুসারে যে কোন কারণে তালাক প্রদান করা যেত।

১০:৫ তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলে। তালাক মানবীয় দুর্বলতা বলে গণ্য এক বিষয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো, যা আল্লাহ্র ইচ্ছাকে অসম্মান করেছিল; কিন্তু আল্লাহ্ বিবাহ বিচ্ছেদ চান না, যেরূপ ৬-৯ আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়। দ্বি.বি. ২৪:১ আয়াতের উদ্দেশ্য তালাককে গ্রহণযোগ্য করে তোলা নয়, বরং এর পরিণতির কঠোরতাকে হ্রাস করা।

১০:৬ সৃষ্টির আদি থেকে। ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র মূল অভিপ্রায় দেখাতে মানবীয় গুনাহের সূচনার পূর্বের সময়ে ফিরে যান। আল্লাহ্ মহান এক রহমত হিসেবে বিবাহের প্রচলন করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট নারী ও পুরুষকে পবিত্র ভালবাসায় যুক্ত করেছেন।

১০:৮ তারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। ঈসা মসীহ্ এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিবাহের স্থায়ীত্বের আদর্শকে নিশ্চিত করেছেন।

১০:৯ আল্লাহ্ যার যোগ করে দিয়েছেন। স্বয়ং মসীহ্ আল্লাহ্র কর্তৃত্ব দ্বারা বিয়ের পবিত্রতার ভিত্তি গেঁথেছেন এবং তালাককে 'না' বলার মধ্য দিয়ে মানবীয় স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে এক রক্ষাকবচ স্থাপন করেছেন, যা প্রায়শ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার আশঙ্কায় ফেলে।

১০:১১ আপন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে। ইহুদীদের রীতি অনুসারে তালাক স্বয়ং স্বামী কর্তৃক কার্যকর হত, কোন আইনগত বিচার, আদালত বা কর্তৃত্ব দ্বারা নয়।

সে তার বিরুদ্ধে জেনা করে। স্বামীর পক্ষে তালাকের এক সহজ ঘোষণা বিবাহের বেহেশতী বিধি এবং এর নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে না। বিবাহ বন্ধনের এই চিরস্থায়ী ক্ষমতা ফরীশীদের আদালতে অগ্রাহ্য করা হত। কিন্তু মথি ১৯:৩,৯ আয়াতের নোট দেখুন, যেখানে এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে (১ করি ৭:১২,১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করে, সে তার বিরুদ্ধে জেনা করে; [১২] আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করে আর এক জনকে বিয়ে করে, তবে সেও জেনা করে।

শিশুদের প্রতি ঈসা মসীহের দোয়া

[১৩] পরে লোকেরা কতগুলো শিশুকে তাঁর কাছে আনলো, যেন তিনি তাদেরকে স্পর্শ করেন; তাতে সাহাবীরা তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন। [১৪] কিন্তু ঈসা তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন, আর তাঁদেরকে বললেন, শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, বারণ করো না; কেননা আল্লাহ্‌র রাজ্য এদের মত লোকদেরই। [১৫] আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে ব্যক্তি শিশুর মত হয়ে আল্লাহ্‌র রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। [১৬] পরে তিনি তাদেরকে কোলে নিলেন ও তাদের উপরে হাত রেখে দোয়া করলেন।

১৬:১৮। [১০:১২] রোমীয় ৭:৩। [১০:১৪] মথি ২৫:৩৪। [১০:১৬] মার্ক ৯:৩৬। [১০:১৭] মার্ক ১:৪০; লূক ১০:২৫; প্রেরিত ২০:৩২। [১০:১৯] হিজ ২০:১২-১৬; দ্বি:বি: ৫:১৬-২০।

[১০:২১] প্রেরিত ২:৪৫; মথি ৬:২০; ৪:১৯; লূক ১২:৩৩।

এক জন ধনবান

[১৭] পরে তিনি বের হয়ে পথে যাচ্ছেন, এমন সময়ে এক জন দৌড়ে এসে তাঁর সম্মুখে হাঁটু পেতে জিজ্ঞাসা করলো, হে সৎ ওস্তাদ, অনন্ত জীবনের অধিকারী হবার জন্য আমি কি করবো? [১৮] ঈসা তাকে বললেন, আমাকে সৎ কেন বলছো? এক জন ছাড়া সৎ আর কেউ নেই, তিনি আল্লাহ্‌। [১৯] তুমি হুকুমগুলো জানো, "নরহত্যা করো না, জেনা করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, প্রবঞ্চনা করো না, তোমার পিতামাতাকে সমাদর কোরো"। [২০] সেই ব্যক্তি তাঁকে বললো, হুজুর, বাল্যকাল থেকে এসব আমি পালন করে আসছি। [২১] ঈসা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহব্বতে পূর্ণ হয়ে তাকে বললেন, একটি বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, যাও, তোমার যা কিছু আছে বিক্রি করে দরিদ্রদেরকে দান কর, তাতে বেহেশতে ধন পাবে; আর এসো, আমার অনুসারী হও। [২২] এই

১০:১২ স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করে। সে যুগে কোন ইহুদী স্ত্রীলোক তার স্বামীকে ছেড়ে দিতে পারত না। ঐ কথাটা এমন সময়ের বিষয়ে যখন ইহুদীরা অ-ইহুদীদের এলাকায় বাস করত, যেখানে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে তালাক দিতে পারত।

সেও জেনা করে। ঈসা মসীহের এই ঘোষণা হেরোদ আন্তিপাস ও হেরোদিয়ার প্রতি বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার সাহসিকতাপূর্ণ অভিযোগকে সমর্থন করে এবং সমানভাবে তাদেরকে দোষারোপ করে।

১০:১৩ তিনি তাদেরকে স্পর্শ করেন। মাথায় হাত রাখা ছিল দোয়া করার কাজ (১০:১৬), ভুল করে সাহাবীরা ভেবেছিল যে, শিশুদের জন্য হযরত ঈসা মসীহের কোন সময় ও ধৈর্য নেই।

১০:১৪ এই মত লোকদেরই। আল্লাহ্‌র রাজ্য তাদেরই, যারা শিশুদের মত আল্লাহ্‌র দান হিসেবে তাঁর রাজ্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত (১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এই শিশুদেরকে মসীহের কাছে আনা হয়েছিল বাড়ি যাওয়ার আগে তাঁকে বিদায় জানাতে ও তাঁর কাছ থেকে দোয়া নিতে। প্রভু ঈসা নারী ও শিশুদের জন্য সহানুভূতিশীল ছিলেন, অন্যদিকে জাগতিক রাজ্যের ধারণায় প্রসূত হয়ে সাহাবীরা এই শিশুদেরকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিলেন।

১০:১৫ শিশুর মত হয়ে। এখানে শিশুদের স্বভাবগত আন্তরিক ও খোলা মন এবং গ্রহণযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র রাজ্য অবশ্যই বেহেশতী অনুগ্রহের দান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, এটি মানবীয় প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জন করা যায় না। এখানে কেবলমাত্র তারাই প্রবেশ করার অধিকার রাখে, যারা তাদের অসহায়ত্বের কথা জানে এবং যাদের কোন কিছুতে কোন দাবী নেই বা গুণের বড়াই নেই।

১০:১৬ হাত রেখে দোয়া করলেন। ঈসা মসীহ্‌ এখানে দৃশ্যত দেখাচ্ছেন যে, বেহেশতী রাজ্যের দোয়া অবারিতভাবে দান করা হয়।

১০:১৭ এক জন; মার্ক এই লোকটির পরিচয় দেন নি, কিন্তু লূক তাকে একজন 'নেতা' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন (লূক ১৮:১৮); সম্ভবত সে ইহুদী মহাসভা বা আদালতের একজন সদস্য ছিল। মথি তাকে 'যুবক' বলে উল্লেখ করেছেন (মথি ১৯:২০)।

অনন্ত জীবন। মথি ১৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

আমি কী করবো? ধনী লোকটি দুনিয়াবী ধার্মিকতার পরিভাষা অনুসারে তার গুণের স্বীকৃতি হিসেবে অনন্ত জীবন লাভ করার আশা করছিল; কিন্তু ঈসা মসীহ্‌ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, এটি কেবলমাত্র অনুগ্রহের দ্বারা গ্রহণ করার মত এক উপহার (আয়াত ১৫)।

১০:১৮ আমাকে সৎ কেন বলছো? ঈসা মসীহ্‌ তাঁর নিজ সততাকে অস্বীকার করছেন না, কিন্তু লোকটিকে তিনি এ কথা স্বীকার করতে বলছেন যে, তার একমাত্র আশা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করছে, যিনি একাই কেবলমাত্র অনন্ত জীবন দিতে পারেন। তিনি যুবকটিকে এজন্যও অনুপ্রাণিত করতে পারেন, যেন যার সাথে সে কথা বলছে তাঁর পূর্ণ পরিচয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে সে জানতে পারে।

১০:১৯ প্রবঞ্চনা করো না। প্রবঞ্চনার নিষেধাজ্ঞা লোভের বিরুদ্ধে হুকুমনামার দশম হুকুমকে তুলে ধরেছে। তবে মূলত ঈসা মসীহ্‌ এখানে ছয়টি হুকুমের সবক'টি উল্লেখ করছেন, যা একজন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ভুল কাজ ও আচরণকে নিষিদ্ধ করেছে (হিজ ২০:১২-১৬; দ্বি.বি. ৫:১৬-২১)।

১০:২০ বাল্যকাল। সম্ভবত ১৩ বছর বয়সকে বোঝানো হচ্ছে, যখন থেকে একজন ইহুদী বালককে শরীয়তের হুকুমসমূহ পালনে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

এসব পালন করে আসছি। লোকটি নিষ্ঠার সাথে কথা বলেছিল, কারণ তার জন্য শরীয়ত পালন করা ছিল বাহ্যিক ধার্মিকতার বিষয়; কিন্তু অন্তরকে শুদ্ধরূপে শরীয়তের নিয়ম অনুসারে গঠন করা সহজ ব্যাপার নয়। পৌল ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করার আগে তাঁরও একই চিন্তা ছিল (ফিলি ৩:৬)।

১০:২১ ঈসা তার প্রতি ... মহব্বতে পূর্ণ হয়ে। ঈসা মসীহ্‌ লোকটির আন্তরিকতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর এই সাড়াদান পাক-কিতাবের হুকুমনামার গভীরতা বোঝার ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতাকে তুলে ধরে তাকে লজ্জা দেয়ার জন্য নয়, কিন্তু এটি খাঁটি মহব্বতের প্রকাশ ছিল।

একটি বিষয়ে ... দান কর। লোকটির প্রাথমিক সমস্যা ছিল

কথায় সে বিষণ্ন হল, দুঃখিত হয়ে চলে গেল, কারণ তার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

[২৩] তখন ঈসা চারদিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! [২৪] তাঁর কথায় সাহাবীরা আশ্চর্য হলেন; কিন্তু ঈসা পুনর্বার তাঁদেরকে বললেন, বৎসরা, যারা ধনের উপর নির্ভর করে, আল্লাহ্‌র রাজ্যে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে কেমন দুষ্কর! [২৫] আল্লাহ্‌র রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ। [২৬] তখন তাঁরা অতিশয় আশ্চর্য হয়ে বললেন, তবে কে নাজাত পেতে পারে? [২৭] ঈসা তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, এটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষে অসম্ভব নয়, কারণ আল্লাহ্‌র পক্ষে সকলই সম্ভব।

[২৮] তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, দেখুন, আমরা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে আপনার অনুসারী হয়েছি। [২৯] ঈসা বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই, যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য তার বাড়ি বা ভাই-বোন বা পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততি বা জায়গা-জমি ত্যাগ করেছে, কিন্তু এখন ইহকালে তার শতগুণ না পাবে; [৩০] সে বাড়ি, ভাই-বোন, মা, সন্তান-সন্ততি ও জায়গা-জমি, নির্যাতনের সঙ্গে এসব পাবে এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাবে। [৩১] কিন্তু যারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়বে ও যারা শেষের, তারা প্রথম হবে।

[১০:২৩] জবুর ৫২:৭; ৬২:১০; মার্ক ৪:১৯; ১তীম ৬:৯,১০,১৭।
[১০:২৪] ইউ ৩:৫; মথি ৭:১৩,১৪।
[১০:২৫] লূক ১২:১৬-২০; ১৬:১৯-৩১।
[১০:২৭] মথি ১৯:২৬।
[১০:২৮] মথি ৪:১
[১০:৩০] মথি ৬:৩৩; ১২:৩২; ২৫:৪৬।
[১০:৩১] মথি ১৯:৩০।
[১০:৩২] মার্ক ৩:১৬-১৯।
[১০:৩৩] লূক ৯:৫১; মথি ৮:২০; ২৭:১,২।
[১০:৩৪] মথি ১৬:২১; প্রেরিত ২:২৩; ৩:১৩।

ঈসা মসীহ্ তৃতীয় বার নিজের মৃত্যুর বিষয় বলেন

[৩২] একবার তাঁরা পথে ছিলেন, জেরুশালেমে যাচ্ছিলেন এবং ঈসা তাদের আগে আগে চলছিলেন, তখন তাঁরা আশ্চর্য হলেন আর যাঁরা পিছনে চলছিলেন, তাঁরা ভয় পেলেন। পরে তিনি আবার সেই বারোজনকে নিয়ে নিজের প্রতি যা যা ঘটবে, তা তাঁদেরকে বলতে লাগলেন। [৩৩] তিনি বললেন, দেখ, আমরা জেরুশালেমে যাচ্ছি, আর ইবনুল-ইনসানকে প্রধান ইমাম ও আলেমদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে; তারা তাঁর প্রাণদণ্ড বিধান করবে এবং অ-ইহুদীদের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে। [৩৪] আর তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে কশাঘাত করবে ও হত্যা করবে; আর তিন দিন পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।

আল্লাহ্‌র-রাজ্যে মহান কে?

[৩৫] পরে সিবদিয়ের দুই পুত্র, ইয়াকুব ও ইউহোন্না, তাঁর কাছে এসে বললেন, হুজুর, আমাদের বাসনা এই, আমরা আপনার কাছে যা

তার সম্পদ (আয়াত ২২), তাই ঈসা মসীহের ইচ্ছা ছিল তাকে এর অধীনতা থেকে বের করা। এমন কোন নির্দেশনা নেই যে, তার প্রতি ঈসা মসীহের এই আদেশ সকল ঈসায়ীর জীবনে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এটি কেবল তাদের বেলায় প্রয়োগ করা যায়, যারা একই ধরনের রূহানিক সমস্যায় রয়েছে।

বেহেশতে ধন পাবে। অনন্ত জীবন বা নাজাতের ধন। এই ধন কারও জাগতিক বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ বা আত্মত্যাগের দ্বারা অর্জন করতে হয় না, বরং শুধুমাত্র ঈসা মসীহ্‌কে অনুসরণ করে পাওয়া যায়। লোকটি তার সম্পদ দান করার মধ্য দিয়ে সেই বাধাকে দূর করতে সক্ষম হবে, যা ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনা থেকে তাকে দূরে রেখেছে।

১০:২২ দুঃখিত হয়ে চলে গেল। ফিরে যাবার এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত অনন্ত জীবনের বদলে তার বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আরও বেশি ভালবাসাকে ফুটিয়ে তোলে (৪:১৯)।

১০:২৫ সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ। উট প্যালেস্টাইনে প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় প্রাণী। বৃহত্তম প্রাণী ও ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মধ্যে তুলনামূলক তারতম্যের দ্বারা দু'টি বিষয়ের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে যে দু'টোই অসম্ভব বলে মনে হয়।

১০:২৯ সুসমাচারের। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৩০ আগামী যুগ; এই শব্দটি দ্বারা অনন্ত জীবনের সময়কালকে বোঝানো হয়। এ যুগ মন্দ (গালা ১:৪), কিন্তু আসন্ন ধার্মিক যুগ ঈসা মসীহের আগমন থেকে শুরু হবে এবং চিরকাল চলতে থাকবে।

নির্যাতনের সঙ্গে এসব পাবে। যারা ঈসা মসীহের সাহাবী হতে চায় তাদের জীবন প্রতিজ্ঞা ও নির্যাতন, আশীর্বাদ ও যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত। তাড়না বা নির্যাতনের সময় একজন ঈমানদারের ঈমানের জোর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও অন্যান্য ঈমানদারের সাথে সহভাগিতা বৃদ্ধি পায়।

১০:৩১ যারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়বে। যারা ত্যাগী জীবন যাপন করবে, তাদেরকে অবশ্যই নিঃস্বার্থভাবে তা করতে হবে, নতুবা তা আল্লাহ্‌র চোখে গ্রাহ্যণীয় হবে না।

১০:৩২ তাঁরা পথে ছিলেন, জেরুশালেমে যাচ্ছিলেন। জেরুশালেমে এ শেষ যাত্রা ইফ্রয়িম নামক নগর থেকে শুরু হয়েছিল (ইউ ১১:৪৫); এই যাত্রায় তাঁরা গিয়েছিলেন গালীলে (লূক ১৭:১১), এরপর পেরিয়া হয়ে দক্ষিণে জেরিকোতে (লূক ১৮:৩৫), তারপর বৈথনিয়াতে (লূক ১৯:২৯) এবং সবশেষে জেরুশালেমে (লূক ১৯:৪১)।

যাঁরা পশ্চাতে চলছিলেন। সম্ভবত জেরুশালেমে ঈদুল ফেসাখের ঈদ পালন করতে যে সব তীর্থযাত্রীগণ যাচ্ছিলেন তারা।

বারোজন। ৩:১৬-১৯ এবং লূক ৬:১৪-১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৩৩-৩৪ অ-ইহুদীদের হাতে ... হত্যা করবে। মার্কের সুসমাচারে "ক্রুশারোপণ করা হবে" কথাটি যন্ত্রণার পূর্বাভাস হিসেবে ব্যবহার হয়নি, কিন্তু এ বিবৃতিটি ঈসাকে তাদের দ্বারা হত হতে অ-ইহুদীদের হাতে সমর্পণ করার বিষয়টি তুলে ধরে।

১০:৩৩ ইবনুল-ইনসান ... প্রধান ইমাম ও আলেম। ৮:৩১; মথি ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৩৫ বাসনা। পদ ও ক্ষমতার জন্য ইয়াকুব ও ইউহোন্নার আকাঙ্ক্ষা কেবল তখনই বোঝা যাবে, যদি তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে গোলামের মত পরিচর্যা কাজে নিজেদেরকে সমর্পণ করেন (আয়াত ৪৩-৪৪ দেখুন)।

সিবদিয়ের দুই পুত্র, ইয়াকুব ও ইউহোন্না। ১:১৯; ৩:১৭

যাচঞা করবো, আপনি তা আমাদের জন্য করুন। ৩৬ তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের বাসনা কি? তোমাদের জন্য আমি কি করবো? ৩৭ তাঁরা বললেন, আমাদেরকে এই বর দান করুন, যেন আপনি যখন মহিমা লাভ করবেন তখন আমরা এক জন আপনার ডান পাশে, আর এক জন বাম পাশে বসতে পারি। ৩৮ ঈসা তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কি যাচঞা করছো, তা বোঝ না। আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নেই, তাতে কি তোমরা বাপ্তিস্ম নিতে পার? ৩৯ তাঁরা বললেন, পারি। ঈসা তাঁদেরকে বললেন, আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে তোমরা পান করবে এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নেই, তাতে তোমরাও বাপ্তিস্ম নেবে; ৪০ কিন্তু যাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের ছাড়া আর কাউকেও আমার ডান পাশে বা বাম পাশে বসতে দিতে আমার অধিকার নেই।

৪১ এই কথা শুনে অন্য দশ জন ইয়াকুব ও ইউহোন্নার প্রতি বিরক্ত হতে লাগলেন। ৪২ কিন্তু ঈসা তাঁদেরকে কাছে ডেকে বললেন, তোমরা জান, জাতিদের মধ্যে যারা শাসনকর্তা বলে গণ্য, তারা তাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং তাদের মধ্যে যারা মহান, তারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। ৪৩ তোমাদের মধ্যে সেরকম হওয়া উচিত নয়; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ মহান হতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হবে; ৪৪ এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, সে সকলের গোলাম হবে। ৪৫ কারণ বাস্তবিক ইবনুল-ইনসানও পরিচর্যা পেতে আসেন নি, কিন্তু পরিচর্যা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে এসেছেন।

[১০:৩৭] মথি ১৯:২৮।

[১০:৩৮] আইউব ৩৮:২; মথি ২০:২২; লূক ১২:৫০।

[১০:৩৯] প্রেরিত ১২:২; প্রকা ১:৯।

[১০:৪৩] মার্ক ৯:৩৫।

[১০:৪৫] মথি ২০:২৮।

[১০:৪৭] মার্ক ১:২৪; মথি ৯:২৭।

অন্ধ বরতীময়কে সুস্থ করা

৪৬ পরে তাঁরা জেরিকোতে আসলেন। আর তিনি যখন তাঁর সাহাবীদের ও বিস্তর লোকের সঙ্গে জেরিকো থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন তীময়ের পুত্র বর্তীময় নামে এক জন অন্ধ ভিক্ষুক পথের পাশে বসেছিল। ৪৭ সে যখন শুনতে পেল তিনি নাসরতীয় ঈসা, তখন চেঁচিয়ে বলতে লাগল, হে ঈসা, দাউদ-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন। ৪৮ তখন অনেক লোক চুপ

আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৩৭ ডান পাশে ... বাম পাশে। মর্যাদা ও ক্ষমতার অবস্থান।

১০:৩৮ আমি যে পাত্রে পান করি ... পান করতে পার? এটি ইহুদী সংস্কৃতির একটি প্রকাশভঙ্গি, যার অর্থ কারও সাথে একই ভাগ্য বরণ করা। পুরাতন নিয়মে আঙ্গুর-রসের পাত্র মানুষের গুনাহ্ ও বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র ক্রোধের এক সাধারণ দৃষ্টান্ত (জবুর ৭৫:৮; ইশা ৫১:১৭-২৩; ইয়ার ২৫:১৫-২৮; ৪৯:১২; ৫১:৭)। অনুরূপভাবে, যে পাত্রে ঈসা মসীহ্ পান করবেন– এ কথার অর্থ হচ্ছে গুনাহের বেহেশতী শাস্তি লাভ, যা তিনি গুনাহ্‌গার মানবজাতির পক্ষে বহন করলেন (১০:৪৫; ১৪:৩৬)।

আমি যে বাপ্তিস্মে ... বাপ্তিস্ম নিতে পার? বাপ্তিস্ম শব্দটির অর্থ এখানে পাত্র শব্দটির সঙ্গে সমান্তরাল; এখানে মসীহের দুঃখভোগ এবং মৃত্যুকে বাপ্তিস্মের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে (লূক ১২:৫০ দেখুন; রূপকটির জন্য রোমীয় ৬:৩-৪ দেখুন)।

১০:৪০ আমার অধিকার নেই। ঈসা মসীহ্ তাঁর পিতার কর্তৃত্ব বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব বা পারিবারিক সম্পর্কের কারণে এই সুযোগ লাভ করা যায় না, কিন্তু আল্লাহ্ যার জন্য যে পরিকল্পনা করে রেখেছেন সেই অনুসারেই সব ঘটবে।

১০:৪১ রুষ্ট হতে লাগলেন। সম্ভবত এর কারণ হল, তাঁরা নিজেরা তাঁদের জন্য মর্যাদা ও ক্ষমতার অবস্থান চেয়েছিলেন।

১০:৪৩ তোমাদের মধ্যে সেরূপ হওয়া উচিত নয়। ঈসা মসীহ্ এই জগতের মূল্যবোধের কাঠামোকে পাল্টে দেন। একজনকে ঈসা মসীহের সাহাবী হিসাবে জীবন যাপন করতে হলে তাদের জীবনে নম্রতা ও প্রেমপূর্ণ কাজ থাকতে হবে।

১০:৪৫ অনেকের পরিবর্তে ... দিতে এসেছেন। মার্কের সুসমাচারের অন্যতম প্রধান একটি আয়াত। ঈসা মসীহ্ এই জগতে গোলাম হিসেবে এসেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে এমন এক গোলাম, যিনি আমাদের মুক্তির জন্য যাতনা ভোগ করবেন এবং মারা যাবেন, যেমন নবী ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (ইশা ৫২:১৩-৫৩:১২)। এই আয়াতে ঈসা মসীহের কাজকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। "পরিচর্যা করতে" এবং "আপন প্রাণ দিতে": এই সুসমাচারের ১০:৩১ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পুত্রের পরিচর্যা বা সেবা কাজের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এর পরবর্তী অংশে পুত্রের মূল্যবান ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

মুক্তির মূল্য। অর্থাৎ 'বন্দীত্ব থেকে মুক্তির লাভের জন্য প্রদত্ত মূল্য'। ঈসা মসীহ্ গুনাহের ও মৃত্যুর বন্দীত্ব থেকে আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য তাঁর জীবন দিলেন। "মুক্তির মূল্য" শব্দটি ১ তীম ২:৬ আয়াতে যুগ্ম শব্দরূপে ব্যবহার হয়েছে। এর অর্থ ঈসা মসীহের কাজের সর্বত্তোম দিক। তিনি এমন কিছু করেন যা অন্য কেউ করতে পারে না এবং যা অন্যদের করার দরকার নেই। "অনেকের" শব্দটি ইশা ৫৩:১১,১২ আয়াত সম্পর্কে সম্ভাব্য উল্লেখ। যদিও এটি অনেকের জন্য, কিন্তু সবার জন্য নয় (রোমীয় ৫:১৯)।

১০:৪৬ জেরিকো। একটি প্রাচীন নগর, যা জর্ডানের পাঁচ মাইল পশ্চিমে এবং জেরুশালেমের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ঈসা মসীহের সময়ে পুরাতন নিয়মের জেরিকো এক কথায় পরিত্যক্ত ছিল, কিন্তু এর দক্ষিণে মহান হেরোদ কর্তৃক এক নগর নির্মিত হয়েছিল।

বের হয়ে যাচ্ছেন। লূক বলেছেন, "যখন তিনি জেরিকোর নিকটবর্তী হলেন" (লূক ১৮:৩৫)। লূক হয়তো নতুন জেরিকো নগরের কথা বুঝিয়েছেন এবং যেক্ষেত্রে মথি (২০:২৯) ও মার্ক পুরাতন নগরটির কথা বুঝিয়েছেন।

অন্ধ ভিক্ষুক পথের পাশে বসেছিল। নগরদ্বারের ঠিক বাইরে বসে জেরুশালেমের উদ্দেশ্যে যাতায়াতকারী তীর্থযাত্রীদের কাছে অন্ধ ভিক্ষুকরা ভিক্ষা চাইতো।

১০:৪৭ দাউদ-সন্তান। ঈসা মসীহের উপাধি (ইশা ১১:১-৩;

চুপ বলে তাকে ধমক্ দিল; কিন্তু সে আরও বেশি চেঁচিয়ে বলতে লাগল, হে দাউদ-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন। [৪৯] তখন ঈসা থেমে বললেন, ওকে ডাক; তাতে লোকেরা সেই অন্ধকে ডেকে বললো, ওহে, সাহস কর, উঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন। [৫০] তখন সে তার কাপড় ফেলে লাফ দিয়ে উঠে ঈসার কাছে গেল। [৫১] ঈসা তাকে বললেন, তুমি কি চাও? আমি তোমার জন্য কি করবো? অন্ধ তাঁকে বললো, রব্বূণী (হে আমার হুজুর), যেন দেখতে পাই। [৫২] ঈসা তাকে বললেন, চলে যাও, তোমার ঈমান তোমাকে সুস্থ করলো। তখনই সে দেখতে পেল এবং পথ দিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

ঈসা মসীহের জেরুশালেমে প্রবেশ

১১ [১] পরে যখন তাঁরা জেরুশালেমের নিকটবর্তী হয়ে জৈতুন পর্বতে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে আসলেন, তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে দুই জনকে পাঠিয়ে দিলেন, [২] তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের সম্মুখে ঐ গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করা মাত্র একটি গাধার বাচ্চা বাঁধা দেখতে পাবে, যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসে নি; সেটিকে খুলে আন। [৩] আর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, এই কাজ কেন করছো? তবে বলো, এতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাতে সে তৎক্ষণাৎ সেটিকে এখানে পাঠিয়ে দেবে। [৪] তখন তাঁরা গিয়ে দেখতে পেলেন, একটি গাধার বাচ্চা একটি দরজার কাছে, বাইরে রাস্তায় বাঁধা রয়েছে, আর তা খুলতে লাগলেন। [৫] তাতে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, গাধার বাচ্চাটিকে খুলে কি করছো? [৬] তাতে ঈসা যেমন বলেছিলেন, তাঁরা ওদেরকে সেই মত বললেন, আর ওরা তাঁদেরকে সেটি নিয়ে যেতে দিল। [৭] পরে তাঁরা সেই গাধার বাচ্চাটিকে ঈসার কাছে এনে তার উপরে তাঁদের কাপড় পেতে দিলেন; আর তিনি তার উপরে বসলেন। [৮] তখন অনেকে নিজ নিজ কাপড় পথে পেতে দিল ও অন্যেরা ক্ষেত থেকে ডালপালা কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। [৯] আর যেসব লোক সামনে ও পিছনে যাচ্ছিল, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল,

হোশান্না! ধন্য তিনি,
যিনি প্রভুর নামে আসছেন!
[১০] ধন্য যে রাজ্য আসছে,
আমাদের পিতা দাউদের রাজ্য;
ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না।

[১১] পরে তিনি জেরুশালেমে প্রবেশ করে বায়তুল

[১০:৫১] মথি ২৩:৭।

[১০:৫২] মথি ৯:২২; ৪:১৯।

[১১:১] মথি ২১:১৭; ২১:১।

[১১:২] শুমারী ১৯:২; দ্বি:বি: ২১:৩; ১শামু ৬:৭।

[১১:৪] মার্ক ১৪:১৬।

[১১:৯] জবুর ১১৮:২৫,২৬; মথি ২৩:৩৯।

[১১:১০] লূক ২:১৪।

[১১:১১] মথি ২১:১২,১৭।

ইয়ার ২৩:৫-৬; ইহিস্কেল ৩৪:২৩-২৪; এবং মথি ১:১; ৯:২৭ আয়াতের নোট দেখুন)। মার্কে শুধুমাত্র এই স্থানে ঈসা মসীহ্‌কে সম্বোধন করতে এই উপাধিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

১০:৫১ তুমি কী চাও? অন্ধ ভিক্ষুকটির জন্য এ ছিল এক অবারিত সুযোগ। কিন্তু সে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জিনিসটিই চেয়েছিল। এই প্রশ্নটির পর পরই সুসমাচারের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হতে যাচ্ছে– ঈসা মসীহ্ জেরুশালেমে দিকে অগ্রসর হচ্ছেন নাজাত-পরিকল্পনার শেষ কাজটুক সম্পূর্ণ করতে।

১১:১-২ ঈসা মসীহের জেরুশালেমে প্রবেশ। প্রথমত, তাঁর বিজয়যাত্রা জাকা ৯:৯ আয়াতের পূর্ণতার জন্য; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর মসীহ্‌ত্ব প্রকাশ করার জন্য। তিনি অবশ্যই মসীহ্ হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হবেন। তাঁর প্রবেশের ধরন তাঁর মসীহ্‌ত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। তিনি যুদ্ধের অশ্বে সজ্জিত কোন বিজয়ী বীর নন, বা ইহুদীদের প্রত্যাশিত রোমবিরোধী রাজনৈতিক বিপ্লবীও নন। তাঁর উদ্দেশ্য গুনাহের ক্ষমতা চূর্ণ করা। রাজধানী নগরে এসে ঈসা তৎক্ষণাৎ এবাদতখানায় গেলেন।

১১:২ সম্মুখে ঐ গ্রামে। সম্ভবত বৈৎফগী। এই ঘটনাকে ঈসা মসীহের অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। তবে এও হতে পারে যে, তিনি এর মালিকের সাথে আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, যিনি সম্ভবত সেই ভোজগৃহের মালিকের (১৪:১৪) মত একজন স্বতঃস্ফূর্ত সাহাবী ছিলেন। তবে যেহেতু তাঁরা যাত্রা পথে ছিলেন এবং এরকম ব্যবস্থাপনার কোন ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় না।

গাধার বাচ্চা। এর মূল গ্রীক প্রতিশব্দ দ্বারা যে কোন পশুর বাচ্চার কথা বোঝানো হতে পারে; কিন্তু এখানে এই শব্দটি দিয়ে গাধার বাচ্চাকে বোঝানো হয়েছে (মথি ২১:২; ইউ ১২:১৫)।

যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসে নি। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য অব্যবহৃত পশু বিশেষভাবে উপযুক্ত বলে ধরা হত (শুমারী ১৯:২; দ্বি.বি. ২১:৩; ১ শামু ৬:৭)।

১১:৮ ডালপালা। শব্দটি "পাতা" বা "পাতাপূর্ণ ডাল" বোঝায়, যা নিকটবর্তী স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত। কেবল ইউহোন্না খেজুর ডালের কথা উল্লেখ করেন (ইউ ১২:১৩), যা স্পষ্টত জেরিকো থেকে এসেছিল, যেহেতু সেগুলো জেরুশালেমে পাওয়া যেত না।

নিজ নিজ কাপড় পথে পেতে দিল। রাস্তায় চাদর পেতে দেওয়া ও গাছের ডালপালা বিছিয়ে দেওয়া হত বাদশাহ্‌দের বা অত্যন্ত সম্মানিত লোকদের স্বাগতম জানানোর জন্য (২ বাদশাহ্‌নামা ৯:১৩)।

১১:৯ প্রভুর নামে। লূক ১৯:৩১ আয়াতের নোট দেখুন। গাধার বাচ্চার পিঠে চড়া তাঁর নম্রতার প্রকাশ নয়, বরং কিতাবুল মোকাদ্দস অনুসারে এটি হচ্ছে রাজকীয় কোন ব্যক্তির শান্তিতে আগমনের প্রতীক এবং এটাই এই বিজয়যাত্রার প্রকৃত তাৎপর্য।

১১:৯ হোশান্না! অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক"। এটি ইব্‌রানী শব্দে একটি মুনাজাত যার অর্থ "এখন তুমি (আমাদের) মুক্ত কর", যা কালক্রমে একটা প্রশংসাজনক শব্দে রূপ নিয়েছে।এছাড়া, মথি ২১:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১১ বৈথনিয়াতে গমন করলেন। স্পষ্টত ঈসা মসীহ্ বৈথনিয়াতে তাঁর বন্ধু মরিয়ম, মার্থা ও লাসারের গৃহে দুঃখভোগের সপ্তাহের বৃহস্পতি-বার পর্যন্ত প্রতিটি রাত কাটিয়েছিলেন (১১:১৯; ১৪:১৩; মথি ২১:১৭; ইউ ১২:১-৩)।

-মোকাদ্দসে গেলেন, আর চারদিকে দৃষ্টিপাত করে সকলই দেখে বেলা অবসান হওয়াতে সেই বারো জনের সঙ্গে বের হয়ে বৈথনিয়াতে গমন করলেন।

ঈসা মসীহ্ ও ডুমুর গাছটি

[১১:১৩] লূক ১৩:৬-৯।

[১১:১৭] ইশা ৫৬:৭; ইয়ার ৭:১১।

[১১:১৮] মথি ১:৪৬; ৭:২৮; মার্ক ১২:১২; লূক ২০:১৯।

[১১:১৯] লূক ২১:৩৭।

১২ পরের দিন তাঁরা বৈথনিয়া থেকে বের হয়ে আসলে পর তিনি ক্ষুধার্ত হলেন; ১৩ এবং দূর থেকে পাতায় ঢাকা একটি ডুমুর গাছ দেখে, হয়তো তা থেকে কিছু ফল পাবেন বলে কাছে গেলেন; কিন্তু কাছে গেলে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কেননা তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। ১৪ তিনি গাছটিকে বললেন, এখন থেকে কেউ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক। এই কথা তাঁর সাহাবীরা শুনতে পেলেন।

বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কার করা

১৫ পরে তাঁরা জেরুশালেমে আসলেন, আর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে গিয়ে, যারা বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করছিল, তাদেরকে বের করে দিতে লাগলেন এবং মহাজনদের টেবিল ও যারা কবুতর বিক্রি করছিল, তাদের আসনগুলো উল্টিয়ে ফেললেন। ১৬ আর বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্য দিয়ে কাউকেও কোন পাত্র নিয়ে যেতে দিলেন না। ১৭ আর তিনি উপদেশ দিয়ে তাদেরকে বললেন, এই কথা কি লেখা নেই, "আমার বাড়িকে সর্বজাতির মুনাজাতের গৃহ বলা হবে?" কিন্তু তোমরা এটিকে "দস্যুদের গহ্বর" করে তুলেছো। ১৮ এই কথা শুনে প্রধান ইমাম ও আলেমেরা কিভাবে তাঁকে বিনষ্ট করা যায় তারই উপায় খোঁজ করতে লাগল; কেননা তারা তাঁকে ভয় করতো, কারণ তাঁর উপদেশে সমস্ত লোক চমৎকৃত হয়েছিল। ১৯ আর সন্ধ্যা হলে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা নগরের বাইরে চলে গেলেন।

শুকিয়ে যাওয়া ডুমুর গাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া

২০ খুব ভোরে তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন, সেই ডুমুরগাছটি সমূলে শুকিয়ে গেছে। ২১ তখন

বারোজন। ৩:১৬-১৯ এবং লূক ৬:১৪-১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১২ পরের দিন। দুঃখভোগ সপ্তাহের সোমবার।

১১:১৩ তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। জেরুশালেম এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মার্চ বা এপ্রিল মাসে ডুমুর গাছের পাতা গজাতে আরম্ভ করে, কিন্তু জুন মাসে সব পাতা বের না হওয়া পর্যন্ত গাছে ফল আসে না। এ গাছটি ব্যতিক্রম ছিল এই অর্থে যে, এটি ঈদুল ফেসাখের সময়ই পাতায় পরিপূর্ণ ছিল।

১১:১৪ এখন থেকে কেউ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক। সম্ভবত ঘটনাটি আল্লাহ্‌র বিচারের একটি দৃষ্টান্ত; ডুমুর গাছ দ্বারা ইসরাইল জাতিকে তুলে ধরা হচ্ছে (হোসিয়া ৯:১০; নাহূম ৩:১২)। পাতাপূর্ণ গাছে স্বাভাবিকভাবে ফল থাকার কথা, কিন্তু এটিকে অভিশাপ দেয়া হল, কারণ এটিতে কোন ফল ছিল না। বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কারকরণ কাজের ঘটনাটি (আয়াত ১৫-১৯) ডুমুর গাছের দু'টো বর্ণনার মাঝে রয়েছে (১২-১৪ আয়াত ও ২০-২৫ আয়াত), হয়তোবা এর মধ্য দিয়ে বেহেশতী বিচারের ঘটনাকে সমর্থন করা হয়েছে (২১ আয়াতের নোট দেখুন)। ঈসা মসীহ্ একটিমাত্র প্রয়োগ এখানে দেখান, আর তা হচ্ছে বিশ্বাসপূর্ণ মুনাজাতের দৃষ্টান্ত (২১-২৫ আয়াত)।

১১:১৫-১৯ বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কার করা। প্রথম তিনটি সুসমাচারের লেখকদের সকলেই ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের শেষ দিকে বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কারকরণ কাজের ঘটনা তুলে ধরেন, কেবল ইউহোন্নার সুসমাচারে এই ঘটনাটি প্রথমদিকে রয়েছে (মথি ২১:১২-১৭; ইউ ২:১৪-১৭)।

১১:১৫ তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে গিয়ে। এটি অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গন; বায়তুল মোকাদ্দসের শুধুমাত্র এই অংশটিতে অ-ইহুদীরা আল্লাহ্‌র এবাদত এবং মুনাজাতের জন্য একত্রিত হতে পারত (আয়াত ১৭)।

ক্রয়-বিক্রয়। ঈদুল ফেসাখের ঈদে আসা তীর্থযাত্রীদের পশু দরকার হত, যা কোরবানী দিতে আচারানুষ্ঠানিক আবশ্যকতার জন্য ব্যবহৃত হত এবং ব্যবসায়ীরা পশুর খোঁয়াড় ও টাকা-পয়সার টেবিল অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গনে স্থাপন করত।

মহাজনদের টেবিল। তীর্থযাত্রীদের অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে স্থানীয় মুদ্রা ক্রয় করার প্রয়োজন হত, কারণ বায়তুল মোকাদ্দসের বাৎসরিক কর স্থানীয় মুদ্রায় দিতে হত।

যারা কবুতর বিক্রি করছিল। কপোত বা কবুতর প্রয়োজন হত মহিলাদের পাক-সাফকরণের জন্য (লেবীয় ১২:৬; লূক ২:২২-২৪), যাদের চর্মরোগ ছিল তাদের পাক-পবিত্র করার জন্য (লেবীয় ১৪:২২) এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে (লেবীয় ১৫:১৪,২৯)। দরিদ্ররা সচরাচর বায়তুল মোকাদ্দসে কবুতর কোরবানী করার জন্য নিয়ে আসত (লেবীয় ৫:৭)।

১১:১৬ বায়তুল-মোকাদ্দসের ... যেতে দিলেন না। মার্ক সুসমাচারে কেবল এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। স্পষ্টত জেরুশালেম শহর এবং জৈতুন পর্বতের মধ্যকার দূরত্ব কমাতে বায়তুল মোকাদ্দসের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করা হত (আয়াত ২৭)।

১১:১৭ আমার গৃহকে সর্বজাতির মুনাজাত-গৃহ বলা হবে। ইশা ৫৬:৭ আয়াতে ধার্মিক অ-ইহুদীদের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দসে তাদেরকে আল্লাহ্‌র এবাদত করার অনুমতি দেয়া হবে। অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গনকে কোলাহলপূর্ণ, দুর্গন্ধময় বাজার এলাকায় পরিণত করার মধ্য দিয়ে ইহুদী নেতারা আল্লাহ্ অ-ইহুদীদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন তারা প্রকারন্তে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করেছিল।

দস্যুগণের গহ্বর। তারা কেবলমাত্র লোকদের থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করছিল তা নয়, বরং তারা এর পবিত্রতাকে খর্ব করে বায়তুল মোকাদ্দসকে অপবিত্র করেছিল।

১১:১৮ প্রধান ইমাম ও আলেমরা। মথি ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

কিভাবে তাঁকে বিনষ্ট করা যায়। ৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন। তারা তাদের জীবনের জন্য ঈসা মসীহ্‌কে বিপজ্জনক এক আতঙ্ক বলে মনে করেছিল।

১১:১৯ নগরের বাইরে। বৈথনিয়া (আয়াত ১১)।

১১:২০ খুব ভোরে। দুঃখভোগ সপ্তাহের মঙ্গলবার ভোর বেলা।

সমূলে শুকিয়ে গেছে। এর দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংসের কথা নির্দেশ করা হয়েছে (আইউব ১৮:১৬); ভবিষ্যতে কেউই এ গাছ থেকে ফল খাবে না। এটি ৭০ খ্রীষ্টাব্দে আসন্ন বিচারের স্পষ্ট সতর্কীকরণরূপে কাজ করেছিল (আয়াত ১৩:২ এবং মথি

পিতর আগের কথা স্মরণ করে তাঁকে বললেন, রব্বি, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটিকে বদদোয়া দিয়েছিলেন, সেটি শুকিয়ে গেছে। ২২ জবাবে ঈসা তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান রাখ। ২৩ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে কেউ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়ে গিয়ে সাগরে গিয়ে পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যা বলে তা ঘটবে, তবে তার জন্য তা-ই হবে। ২৪ এজন্য আমি তোমাদেরকে বলি, যা কিছু তোমরা মুনাজাতের সময় যাচঞা কর, বিশ্বাস করো যে, তা পেয়েছো, তাতে তোমাদের জন্য তা-ই হবে।

২৫ আর তোমরা যখনই মুনাজাত করতে দাঁড়াও, যদি কারো বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে মাফ করো; ২৬ যেন তোমাদের বেহেশতী পিতাও তোমাদের অপরাধগুলো মাফ করেন।

ঈসা মসীহের ক্ষমতার বিষয়ে প্রশ্ন

২৭ পরে তাঁরা আবার জেরুশালেমে আসলেন; আর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময়ে প্রধান ইমামেরা, আলেমেরা ও প্রাচীনবর্গরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললো, ২৮ তুমি কি ক্ষমতায় এসব করছো? এসব করতে তোমাকে এই ক্ষমতা কেই বা দিয়েছে? ২৯ ঈসা তাদেরকে বললেন, আমিও তোমাদেরকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো, আমাকে উত্তর দাও, তা হলে আমি তোমাদেরকে বলবো, কি ক্ষমতায় এসব করছি। ৩০ ইয়াহিয়া বাপ্তিস্ম দেবার অধিকার বেহেশত থেকে পেয়েছিলেন, না মানুষ থেকে? আমাকে উত্তর দাও। ৩১ তখন তারা পরস্পর আলোচনা করে বললো, যদি বলি, বেহেশত থেকে, তা হলে সে বলবে, তবে তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনো নি কেন? ৩২ আবার যদি বলি, মানুষের কাছ থেকে, তবে? তারা লোকসাধারণকে ভয় করতো, কারণ সকলে ইয়াহিয়াকে সত্যিই নবী বলে মানতো। ৩৩ অতএব তারা ঈসাকে এই উত্তর দিল, আমরা জানি না। তখন ঈসা তাদেরকে বললেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এসব করছি, তা তোমাদেরকে বলবো না।

[১১:২১] মথি ২৩:৭।

[১১:২৩] মথি ২১:২১।

[১১:২৪] মথি ৭:৭।

[১১:২৫] *মথি ৬:১৪*।

[১১:৩২] মথি ১১:৯।

[১২:১] ইশা ৫:১-৭।

কৃষকদের দৃষ্টান্ত

১২ ১ পরে তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন। এক ব্যক্তি আঙ্গুর-ক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, আঙ্গুর প্রেষণের জন্য কুণ্ড খনন করলেন এবং উঁচু পাহারা-ঘর নির্মাণ করলেন; আর কৃষকদেরকে তা ইজারা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। ২ পরে কৃষকদের কাছে আঙ্গুর-ক্ষেতের ফলের অংশ পাবার জন্য তাদের কাছে উপযুক্ত সময়ে এক জন গোলামকে পাঠিয়ে দিলেন;

২৪:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:২১ আপনি যে ডুমুরগাছটিকে ... শুকিয়ে গেছে। সম্ভবত ইহুদী কর্তৃপক্ষের ভাগ্য সম্পর্কে এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যারা এখন তাদের নাজাতদাতাকে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছে (আয়াত ১৪)।

১১:২৩ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। ৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

এই পর্বত ... সাগরে। জৈতুন পর্বত, যার চূড়া থেকে মরু-সাগর দেখা যায়।

১১:২৬ যেন তোমাদের ... অপরাধগুলো মাফ করেন। ২৬ আয়াতের পরে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে, "কিন্তু তোমরা যদি মাফ না কর, তবে তোমাদের বেহেশতী পিতাও তোমাদের অপরাধ মাফ করবেন না।" সম্ভবত মথি ৬:১৫ আয়াত থেকে এই অংশটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

১১:২৭ বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে। বায়তুল মোকাদ্দসের প্রধান দালানের চারদিকে কয়েকটি প্রাঙ্গন রয়েছে, যাতে মহিলাদের প্রাঙ্গন রয়েছে, ইহুদী পুরুষদের অঙ্গন রয়েছে এবং অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গন রয়েছে (আয়াত ১৬)।

প্রধান ইমামেরা, আলেমগণ ও প্রাচীন নেতৃবর্গ। ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:২৮ তুমি কী ক্ষমতায় এসব করছো? ঈসা মসীহের যদি কোন অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষমতা না থাকে, তাহলে যে সকল কাজ তিনি করছিলেন, তা তিনি কোন কর্তৃত্বের অধিকারে করছিলেন সে ব্যাপারেই তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল (লূক ২০:২ আয়াতের নোট দেখুন)। ইহুদী নেতারা ঈসা মসীহের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। যদি তিনি তাঁর মসীহ্‌ত্বের দাবী করেন, তাহলে তাঁর দাবী প্রথমত রোমীয়দের বিরুদ্ধে যাবে। বেহেশতী কর্তৃত্ব দাবী করলে তা আল্লাহ্‌ নিন্দা বলে তারা তুলে ধরবে, আর দাউদ-পুত্র বলে দাবী করলেও তিনি রোম-বিরোধী হবেন। এসব করে ইহুদীরা তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল।

১১:৩০ বেহেশত থেকে পেয়েছিলেন, না মানুষ থেকে? "বেহেশত" শব্দটি আল্লাহ্‌কে বোঝানোর জন্য প্রচলিত এক ইহুদী পরিভাষা। প্রায়শ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ নামটি সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধ করতে 'বেহেশত' নামটি বিকল্পরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (হিজ ২০:৭)। ঈসা মসীহের প্রশ্ন এ বোঝাচ্ছে যে, ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্মের মত তাঁর কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে।

১২:১-১১ কৃষকদের দৃষ্টান্ত। ঈসা মসীহের অধিকাংশ দৃষ্টান্তে একটি প্রধান বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। তবে এই দৃষ্টান্তটির পুঙ্খানুপুঙ্খতা প্রথম শতাব্দীর ইহুদী অধ্যুষিত গালীলের সামাজিক অবস্থাকে তুলে ধরে। অনুপস্থিত ভূস্বামীদের মালিকানাধীন বৃহৎ সম্পত্তি স্থানীয় কৃষকদের হাতে রাখা হত, যারা বর্গাচাষী হিসেবে ভূমি চাষ করত। দৃষ্টান্তটি ঈসা মসীহের জীবনে যা ঘটতে যাচ্ছে তা তুলে ধরে এবং যারা এসব ঘটাবে তাদের উপর আল্লাহ্‌র শস্তির কথা প্রকাশ করে(মথি ২১:৩৫-৩৭,৪১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:১ দৃষ্টান্ত। ৪:২ আয়াতের নোট দেখুন।

এক ব্যক্তি আঙ্গুরক্ষেত করে ...। বর্ণনাটি ইশাইয়া ৫:১-২ আয়াতের ভাষাকে প্রতিফলিত করে, যেখানে আঙ্গুরক্ষেত স্পষ্টভাবে ইসরাইলকে প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেছে।

উঁচু পাহারা-ঘর। পাথরের তৈরি উঁচু পাটাতন যার উপরে পাহারাদার দাঁড়িয়ে পশু ও পাখিদের উৎপাত থেকে পাকা আঙ্গুর

৩ তারা তাকে ধরে প্রহার করলো ও খালি হাতে
বিদায় করে দিল। ৪ আবার তিনি তাদের কাছে
আর এক জন গোলামকে পাঠালেন; তারা তার
মাথায় আঘাত করলো ও অপমান করলো।
৫ পরে তিনি আর এক জনকে পাঠালেন; তারা
তাকে হত্যা করলো এবং আরও অনেকের মধ্যে
কাউকেও প্রহার, কাউকেও বা হত্যা করলো।
৬ তখন তাঁর আর এক জন মাত্র ছিলেন, তিনি
প্রিয়তম পুত্র; তিনি তাদের কাছে শেষে তাঁকেই
পাঠালেন, বললেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান
করবে। ৭ কিন্তু কৃষকেরা পরস্পর বললো, এই
তো উত্তরাধিকারী, এসো, আমরা একে হত্যা
করি, তাতে অধিকার আমাদেরই হবে। ৮ পরে
তারা তাঁকে ধরে হত্যা করলো এবং আঙ্গুর-
ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল। ৯ সেই আঙ্গুর-
ক্ষেতের মালিক কি করবেন? তিনি এসে সেই
কৃষকদেরকে বিনষ্ট করবেন এবং ক্ষেত অন্য
লোকদেরকে দেবেন। ১০ তোমরা কি পাক-
কিতাবের এই কালাম পাঠ কর নি,

"যে পাথর রাজমিস্ত্রিরা অগ্রাহ্য করেছে,
তা-ই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো;
১১ এটা প্রভু হতেই হয়েছে,
আর আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লাগে"?

১২ তখন তারা তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলো,
কেননা তারা বুঝেছিল যে, তিনি তাদেরই বিষয়ে
সেই দৃষ্টান্ত বলেছিলেন; কিন্তু তারা
লোকসাধারণকে ভয় করতো বলে তাঁকে
পরিত্যাগ করে চলে গেল।

[১২:৬] ইব ১:১-৩।

[১২:১০] প্রেরিত ৪:১১।

[১২:১১] জবুর ১১৮:২২,২৩।

[১২:১২] মার্ক ১১:১৮; মথি ২২:২২।

[১২:১৩] মথি ২২:১৬; ১২:১০; মার্ক ৩:৬।

[১২:১৭] রোমীয় ১৩:৭।

[১২:১৮] প্রেরিত ৪:১; ২৩:৮; ১করি ১৫:১২।

কর দেবার বিষয়ে শিক্ষা

১৩ পরে তারা কয়েকজন ফরীশী ও হেরোদীয়কে
তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল, যেন তারা তাঁকে কথার
ফাঁদে ধরতে পারে। ১৪ তারা এসে তাঁকে
বললো, হুজুর, আমরা জানি, আপনি সৎ এবং
কারো বিষয়ে ভীত নন; কারণ আপনি মানুষের
মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু সত্যরূপে আল্লাহ্‌র
পথের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন; সীজারকে কি কর
দেওয়া উচিত? ১৫ আমরা কর দেব কি দেব না?
তিনি তাদের কপটতা বুঝে বললেন, আমাকে
কেন পরীক্ষা করছো? একটি দীনার এনে দাও,
আমি দেখি। ১৬ তারা একটি দীনার আনলো;
তিনি তাদেরকে বললেন, এই ছবি ও এই নাম
কার? তারা বললো, সম্রাটের। ১৭ ঈসা
তাদেরকে বললেন, সম্রাটের যা যা তা সম্রাটকে
দাও, আর আল্লাহ্‌র যা তা আল্লাহ্‌কে দাও।
তখন তারা তাঁর বিষয়ে অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান
করলো।

পুনরুত্থানের বিষয়ে শিক্ষা

১৮ পরে সদ্দূকীরা– যারা বলে, পুনরুত্থান নেই-

রক্ষা করত। এছাড়া মথি ২১:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:৭ তাতে অধিকার আমাদেরই হবে। ইহুদী নিয়ম-কানুন অনুসারে উত্তরাধিকারী কর্তৃক অদাবীকৃত সম্পত্তি "মালিকানা-বিহীন" বা "বেওয়ারিশ" ঘোষণা করা হবে এবং এরপরে এর উপরে যে কারও দাবী উঠানো যেতে পারে। বর্গাচাষীরা মনে করেছিল যে, মালিকের পুত্র তার সম্পত্তি দাবী করতে এসেছে এবং যদি তাকে হত্যা করা হয়, তবে জায়গাটি তারা দাবী করতে পারে।

১২:৯ অন্য লোকদেরকে। মথি ২১:৪১ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:১০ কোণের প্রধান প্রস্তর। অনেকে মনে করেন যে, পাথর বলতে ইসরাইল জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যে জাতি বিশ্বশক্তির শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছে। কোণের প্রধান প্রস্তর বলতে আক্ষরিকভাবে দালানের কাঠামো স্থির রাখতে ব্যবহৃত বৃহৎ পাথর এবং দুই দেয়ালের কোণকে যে পাথর সোজা রাখে (জাকা ৪:৭; ১০:৪)। এখানে লেখক শব্দটি দিয়ে "প্রধান শাসক" বুঝিয়ে থাকতে পারেন। 'কোণ'-এর হিব্রু প্রতিশব্দটি মাঝে মাঝে নেতা বা শাসকের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয় (ইশা ১৯:১৩; কাজী ২০:২; ১ শামু ১৪:৩৮)। এ পাথর জাগতিক শক্তি দ্বারা তুচ্ছীকৃত হয়ে রূহানিক দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাথর হয়ে উঠল। ঈসা মসীহ্ এ পদ নিজের প্রতি প্রয়োগ করেছেন (জবুর ১১৮:২৩; মথি ২১:৪২; লূক ২০:১৭; প্রেরিত ৪:১১; ইফি ২:২০; ১ পিতর ২:৭)।

১২:১২ তাদেরই বিষয়ে। ১১:২৭ আয়াতে উল্লিখিত মহাসভার প্রতিনিধিবর্গ।

১২:১৩-১৭ কর দেবার বিষয়ে শিক্ষা। ঘটনাটি সম্ভবত বায়তুল-মোকাদ্দসে দুঃখভোগের সপ্তাহের মঙ্গলবারে সংঘটিত হয়েছিল।

১২:১৩ তাঁকে কথার ফাঁদে ধরতে পারে। ঈসা মসীহ্‌কে ধ্বংস করার পরিকল্পনা, যা প্রথমদিকে গালীলীয় পরিচর্যা কাজের সময়ে সূত্রপাত হয়েছিল, এখন তা পরিপক্কতা লাভ করেছে এবং জেরুশালেমে তা পূর্ণতা লাভ করবে।

১২:১৪ সীজারকে কি কর দেওয়া উচিত? এহুদিয়ার ইহুদীদের জন্য সম্রাটের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের চিহ্ন হিসেবে কর দেওয়া আবশ্যক। কর দেওয়া ছিল ইহুদীদের জন্য অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি কাজ; কিছু কিছু ইহুদী সরাসরি কর দিতে অস্বীকার করতো এই কথা চিন্তা করে যে, সীজারকে কর দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের উপরে শাসন করতে রোমীয়দের অধিকারকে স্বীকার করা। মথি ২২:১৫-১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:১৫ দীনার। মার্ক ৬:৩৭; মথি ২২:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:১৭ সম্রাটের যা যা তা সম্রাটকে দাও। মথি ২২:২১ আয়াতের নোট দেখুন। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের বাধ্যবাধকতাকে খর্ব করে না (রোমীয় ১৩:১-৭; ১ তীম ২:১-৬; ১ পিতর ২:১৩-১৭)। ঈসা মসীহের উত্তর তাঁর অনতিক্রম্য ও সিদ্ধ প্রজ্ঞার প্রদর্শন এবং এই উত্তর রাষ্ট্রের প্রতি ঈসায়ীদের মনোভাব সম্পর্কিত নৈতিক সমস্যারও সমাধান দেয়। কর দেওয়া অনেকটা উপহার দেওয়ার মত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এক ধরনের ঋণ পরিশোধ। আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য একটি অন্যটির বিপরীত নয়। ফরীশীরা সীজারের প্রতিকৃতি সম্বলিত মুদ্রা ব্যবহার করত, তাই ঈসা মসীহ্ মুদ্রা দেখাতে বললেন। এই উত্তর রোমীয় পাঠকদের স্বার্থের অনুকূলে, যেহেতু এটি রাষ্ট্রের প্রতি অবাধ্যতার অভিযোগ থেকে ঈসায়ীদেরকে মুক্ত করে।

১২:১৮ সদ্দূকী। একটি ইহুদী দল, যা বিত্তশালী ও আধু-

তাঁর কাছে আসল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, ১৯ হুজুর, মূসা আমাদের জন্য লিখেছেন, কারো ভাই যদি স্ত্রী রেখে মারা যায়, আর তার সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করে আপন ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে। ২০ ভাল, তারা সাত ভাই ছিল; প্রথম জন এক জন স্ত্রীকে বিয়ে করলো, আর সে সন্তান না রেখে মারা গেল। ২১ পরে দ্বিতীয় জন তাকে বিয়ে করলো, কিন্তু সেও সন্তান না রেখে মারা গেল; ২২ তৃতীয় জনও তেমনি। এভাবে সাত জনই কোন সন্তান রেখে যায় নি; সকলের শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল। ২৩ পুনরুত্থান দিনে যখন তারা উঠবে, সে তাদের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? তারা সাত জনই তো তাকে বিয়ে করেছিল।

২৪ ঈসা তাদেরকে বললেন, এটা-ই কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয় যে, তোমরা না জান পাক-কিতাব, না জান আল্লাহ্‌র পরাক্রম? ২৫ মৃতদের মধ্য থেকে উঠলে পর লোকেরা তো বিয়ে করে না এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং বেহেশতে ফেরেশতাদের মত থাকে। ২৬ কিন্তু মৃতদের বিষয়ে, তারা যে উত্থিত হয়, এই বিষয়ে মূসার কিতাবে ঝোপের ঘটনায় আল্লাহ্‌ তাঁকে কিরূপ বলেছিলেন, তা কি তোমরা পাঠ কর নি? তিনি বলেছিলেন, "আমি ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌, ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌ ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌।" ২৭ তিনি মৃতদের আল্লাহ্‌ নন, কিন্তু জীবিতদের। তোমরা বড়ই ভ্রান্তিতে পড়েছ।

[১২:১৯] দ্বি:বি: ২৫:৫।

[১২:২৪] ২তীম ৩:১৫ -১৭।

[১২:২৫] ১করি ১৫:৪২,৪৯,৫২।

[১২:২৬] হিজ ৩:৬।

[১২:৩০] দ্বি:বি: ৬:৪,৫।

[১২:৩১] লেবীয় ১৯:১৮; মথি ৫:৪৩।

[১২:৩২] দ্বি:বি: ৪:৩৫,৩৯; ইশা ৪৫:৬,১৪; ৪৬:৯।

[১২:৩৩] ১শামু ১৫:২২; হোসিয়া ৬:৬; মিকাহ্‌ ৬:৬-৮; ইব ১০:৮।

[১২:৩৪] মথি ৩:২; ২২:৪৬; লূক ২০:৪০।

সর্বপ্রধান হুকুমের বিষয়ে শিক্ষা

২৮ আর আলেমদের এক জন কাছে এসে তাদেরকে তর্ক বিতর্ক করতে শুনে এবং ঈসা তাদেরকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়েছেন জেনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, সকল হুকুমের মধ্যে কোন্‌টি প্রথম? ২৯ জবাবে ঈসা বললেন, প্রথমটি এই, "হে ইসরাইল, শোন; আমাদের আল্লাহ্‌ প্রভু একই প্রভু; ৩০ আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার আল্লাহ্‌ প্রভুকে মহব্বত করবে।" ৩১ দ্বিতীয়টি এই, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।" এই দু'টি হুকুম থেকে বড় আর কোন হুকুম নেই। ৩২ আলেম তাঁকে বললো, বেশ, হুজুর, আপনি সত্যি বলেছেন যে, তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই; ৩৩ আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে মহব্বত করা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করা সমস্ত পোড়ানো-কোরবানী ও অন্যান্য কোরবানী থেকে শ্রেষ্ঠ। ৩৪ তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়েছে দেখে ঈসা তাকে বললেন, আল্লাহ্‌র রাজ্য থেকে তুমি খুব দূরে নও। এর পরে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আর কারো সাহস হল না।

নিকতাবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের অধিকাংশই জেরুশালেমে অবস্থান করতো এবং এবাদতখানা ও এর প্রশাসনকে তারা তাদের প্রাথমিক আগ্রহের বিষয় করে তুলেছিল। যদিও সংখ্যায় তারা অল্প ছিল, তথাপি ঈসা মসীহের সময়ে তারা শক্তিমান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। মথি ৩:৭; লূক ২০:২৭; প্রেরিত ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

যারা বলে, পুনরুত্থান নেই। সদ্দূকীরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত, মূসার পাঁচটি কিতাবকে কর্তৃত্বমূলক বলে গ্রহণ করেছিল এবং মৌখিক ঐতিহ্যকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল (মথি ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন)। এসব বিশ্বাস তাদেরকে ফরীশীদের বিরুদ্ধে ও সাধারণ ইহুদী ঈমানের বিরুদ্ধে স্থান করে দিয়েছিল।

১২:১৯ মূসা আমাদের জন্য লিখেছেন ...। মথি ২২:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:২৬ মূসার কিতাবে। তৌরাত, পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি কিতাব।

ঝোপের ঘটনা। তৌরাতের ২য় খণ্ড হিজরত ৩:১-৬ আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা (রোমীয় ১১:২ দেখুন, যেখানে ইলিয়াসের বিষয় বলতে ১ বাদশাহ্‌ ১৯:১-১০ আয়াত বোঝানো হয়েছে)।

১২:২৮ সকল হুকুমের মধ্যে কোন্‌টি প্রথম? ইহুদী রব্বিরা শরীয়তে ৬১৩টি বিধান নির্ণয় করেছিল এবং "ভারী" (বা "মহান") এবং "হালকা" (বা 'ক্ষুদ্র') আজ্ঞা বলে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছিল।

১২:২৯ প্রথমটি। প্রথম উদ্ধৃতিটি 'শেমা' নামে পরিচিত হয়ে আসছে, যা হিব্রুতে দ্বি.বি. ৬:৪ আয়াতের প্রথম শব্দের আলোকে উল্লিখিত হয়েছে, যার অর্থ "শ্রবণ করা"। শেমা ইহুদীদের কলেমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যা প্রতি সন্ধ্যায় ও সকালে ধার্মিক ইহুদীরা তেলোয়াত করত। এখন পর্যন্ত এটি ইহুদীদের এবাদতখানায় এবাদত শুরু করবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

১২:৩১ দ্বিতীয়টি। শেমার সাথে ঈসা মসীহ্‌ লেবীয় ১৯:১৮ আয়াত থেকে হুকুমটি যুক্ত করেন, যেন এটি প্রকাশ পায় যে, প্রতিবেশীর প্রতি মহব্বত আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের এক স্বাভাবিক ও যৌক্তিক উপস্থাপন।

প্রতিবেশী। লূক ১০:২৫-৩৭ আয়াত দেখুন। দু'টো বিষয় একটি শব্দ "মহব্বত"-এর মাঝে সংস্থাপিত– প্রথমটি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য ও পরেরটি মানুষের প্রতি কর্তব্য। প্রেম আবেগপ্রসূত নয়, বরং এটি মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সক্রিয় নীতি। আধুনিক যুগে অনেকে মানুষের প্রতি মহব্বত বা ভালবাসার উপরে জোর দেয়, কিন্তু আল্লাহ্‌কে মহব্বত করার কথা ভুলে যায়; কিন্তু শেষোক্তটি থেকে প্রকৃত মহব্বত প্রবাহিত হয়। মানুষকে ভালবাসার বিকল্প নয়, বরং দু'টোকে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

১২:৩৩ পোড়ানো-কোরবানী ও অন্যান্য কোরবানী। এই উক্তির দ্বারা ধারণা করা যায় যে, আলোচনাটি বায়তুল মোকাদ্দসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১১:২৭)।

১২:৩৪ আল্লাহ্‌র রাজ্য। মথি ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

হযরত দাউদের পুত্রের বিষয়ে আলেমদের কাছে প্রশ্ন

৩৫ আর বায়তুল-মোকাদ্দসে উপদেশ দেবার
সময়ে ঈসা প্রসঙ্গ করে বললেন, আলেমেরা
কেমন করে বলে যে, মসীহ্ দাউদের সন্তান?
৩৬ দাউদ নিজেই তো পাক-রূহের আবেশে এই
কথা বলেছেন,
"প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
তুমি আমার ডান দিকে বস,
যতদিন তোমার দুশমনদেরকে
তোমার পায়ের তলায় না রাখি।"
৩৭ দাউদ নিজেই তো তাঁকে প্রভু বলেন, তবে
তিনি কিভাবে তাঁর সন্তান হলেন? আর সাধারণ
লোকে আনন্দপূর্বক তাঁর কথা শুনতো।

আলেমদের প্রতি ভর্ৎসনা

৩৮ আর তিনি তাঁর উপদেশের মধ্যে তাদেরকে
বললেন, আলেমদের থেকে সাবধান, তারা লম্বা
লম্বা কোর্তা পরে বেড়াতে চায় এবং হাট বাজারে
লোকদের কাছ থেকে সালাম পেতে চায়,
৩৯ মজলিস-খানায় প্রধান প্রধান আসন এবং
ভোজে প্রধান প্রধান স্থান ভালবাসে। ৪০ এই যে
লোকেরা বিধবাদের বাড়িসুদ্ধ গ্রাস করে, আর
লোক দেখাবার লম্বা লম্বা মুনাজাত করে, এরা
বিচারে আরও বেশি দণ্ড পাবে।

দরিদ্র বিধবার দান

৪১ আর তিনি ভাণ্ডারের সম্মুখে বসে, লোকেরা
ভাণ্ডারের মধ্যে কিভাবে টাকা-পয়সা রাখছে, তা
দেখছিলেন। তখন অনেক ধনবান তার মধ্যে
বিস্তর টাকা-পয়সা রাখল। ৪২ পরে একটি দরিদ্রা
বিধবা এসে দু'টি ক্ষুদ্র মুদ্রা তাতে রাখল, যার
মূল্য সিকি পয়সা। ৪৩ তখন তিনি তাঁর
সাহাবীদেরকে কাছে ডেকে বললেন, আমি
তোমাদেরকে সত্যি বলছি, ভাণ্ডারে যারা মুদ্রা
রাখছে, তাদের সকলের চেয়ে এই দরিদ্র বিধবা
বেশি রাখল; ৪৪ কেননা অন্য সকলে নিজ নিজ
অতিরিক্ত ধন থেকে কিছু কিছু রেখেছে, কিন্তু সে
নিজের অভাব থাকলেও বেঁচে থাকবার জন্য তার
যা ছিল, সমস্তই রাখল।

জেরুশালেমের বিনাশ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

১৩ ১ পরে ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে
বাইরে যাবার সময়ে তাঁর সাহাবীদের
মধ্যে এক জন তাঁকে বললেন, হুজুর, দেখুন,

[১২:৩৫] মথি ২৬:৫৫; ৯:২৭।
[১২:৩৬] ২শামু ৩:২; জবুর ১১০:১; মথি ২২:৪৪।
[১২:৩৭] ইউ ১২:৯।
[১২:৩৯] লূক ১১:৪৩।
[১২:৪১] ২বাদশা ১২:৯; ইউ ৮:২০।
[১২:৪৪] ২করি ৮:১২।

১২:৩৫ মসীহ্ দাউদের সন্তান। ১০:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন। অধিকাংশ লোক জানত যে, মসীহ্ দাউদের রাজবংশ থেকে আসবেন।

১২:৩৬ প্রভু আমার প্রভুকে বললেন। আল্লাহ্ দাউদের প্রভুকে বললেন, অর্থাৎ দাউদের চেয়ে মহানকে বললেন, কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় মসীহ্কে বললেন (জবুর ১১০:১)। উদ্ধৃতিটির উদ্দেশ্য এই বিষয়টি প্রকাশ করা যে, মসীহ্ দাউদের বংশধর থেকে বেশি কিছু– তিনি দাউদের প্রভু। তিনি দাউদ থেকে উৎকৃষ্টতর (মথি ২২:৪৪-৪৫; লূক ২০:৪২-৪৪; প্রেরিত ২:৩৪-৩৫; ইব ১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। দাউদের প্রভুকে মহান বাদশাহ্র ডান পাশে সম্মানের স্থান দেওয়া হয়েছে (জবুর ৪৫:৯; ১ বাদশাহ্ ২:১৯); এরূপে তাঁকে ক্ষমতায় ও কর্তৃত্বে স্বয়ং আল্লাহ্র অদ্বিতীয় পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করা হল। এই অবস্থানের বিষয়ে ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে ইঞ্জিল শরীফে বেশ কিছু স্থানে উল্লেখ রয়েছে (মথি ২৬:৬৪; ১৬:১৯; লূক ২২:৬৯; প্রেরিত ২:৩৩; ৮:১; ১০:১২; ১২:২)।

দুশমন। জবুর ২:১-৩ আয়াতে উল্লিখিত জাতিগণের বিদ্রোহের বিষয়ে দেখুন।

পায়ের তলায়; প্রাচীন বাদশাহ্রা প্রায়শ পরাজিত শত্রুর ঘাড়ের উপরে পা রেখে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা দেখাতেন (ইব ১০:১২-১৩; ইউসা ১০:২৪)। সিংহাসনের একটি অংশ ছিল বাদশাহ্র পা রাখার স্থান (২ খান্দান ৯:১৮; ১ বাদশাহ্ ৫:৩)। পৌলও ১ করি ১৫:২৫; ইফি ১:২২ আয়াতে ঈসা মসীহের উদ্দেশ্যে এই বাক্যাংশটি প্রয়োগ করেন।

১২:৩৮ লম্বা লম্বা কাপড়; আলেমরা লম্বা, সাদা কাপড় পরত যা ঝুলে পড়ত এবং প্রায় মাটি পর্যন্ত পৌঁছাত।

১২:৩৯ মজলিস-খানায় প্রধান প্রধান আসন। মজলিস-খানায় স্থাপিত কিতাব রাখার বাক্সের সামনের আসনের কথা বোঝানো হয়েছে, যে বাক্সে থাকত পবিত্র তৌরাত। যারা সেখানে বসতো তাদেরকে এবাদতখানায় উপস্থিত সকল এবাদতকারী দেখতে পেত।

১২:৪০ বিধবাদের বাড়িসুদ্ধ গ্রাস করে। এরা বাইরে ধার্মিক বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করত আর বিধবা বা এতিমরা সামাজিকভাবে দুর্বল বলে সেই দুর্বলতার সুযোগ নিত। ঈসা মসীহ্ এদের ভয়ংকর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

১২:৪১ ভাণ্ডার। বায়তুল মোকাদ্দসের অর্থের ভাণ্ডার; এটি মহিলাদের প্রাঙ্গনে অবস্থিত ছিল। পুরুষ ও মহিলা উভয়কে এই প্রাঙ্গনে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হত, কিন্তু মহিলারা এবাদতখানার দালানের কাছে এর চেয়ে বেশি যেতে পারত না। এখানে ১৩টি তূরী আকৃতির পাত্র ছিল, যাতে এবাদতকারীদের দ্বারা আনীত দান রাখা হত।

১২:৪২ দু'টি ক্ষুদ্র মুদ্রা। তৎকালীন প্যালেস্টাইনে ব্যবহৃত সবচেয়ে ছোট বা কম মূল্যমানের মুদ্রা। যদিও বিধবার দান যৎসামান্য ছিল, তবুও "তার যা ছিল" সে তা-ই দিল (আয়াত ৪৪; ২ করি ৮:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। সমস্ত সত্যিকার দানের মূল হচ্ছে ত্যাগ এবং প্রত্যেক উপহারের মূল্য আপেক্ষিক এবং তা নির্ভর করে মনোভাবের উপর।

১২:৪৩ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। ৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন। মানুষ কী পরিমাণ বা কী দেয় তা আমাদের প্রভুর প্রথম চিন্তা নয়, কিন্তু কীভাবে দেয় তা প্রধান। আল্লাহ্র রাজ্যে টাকা-পয়সার কোন মূল্য নেই; তাই অর্থের হিসাব করার বদলে মসীহ্ অর্থদাতাদের মনের অভিপ্রায়ের প্রতি বেশি মূল্য প্রদান করেছেন।

১৩:১ কেমন পাথর ও কত বড় দালান! বায়তুল মোকাদ্দসের স্তম্ভ ও ভবন। যোসেফাসের মতে এই পাথর স্তম্ভগুলো ছিল সাদা রংয়ের এবং সেগুলোর কোন কোনটি ৩৭ ফুট লম্বা, ১২ ফুট উচ্চ এবং ১৮ ফুট প্রশস্ত ছিল। ইহুদীদের কাছে এই দালানের মত স্থিতিশীল আর কিছুই নেই, কারণ তা আল্লাহ্র

কেমন পাথর ও কত বড় দালান! ২ ঈসা তাঁকে
বললেন, তুমি কি এসব বড় বড় দালান দেখছো?
এর একটি পাথর আর একটি পাথরের উপরে
থাকবে না, সকলই ভূমিসাৎ হবে।
৩ পরে তিনি জৈতুন পর্বতে বায়তুল-
মোকাদ্দসের উল্টো দিকে বসলে পর পিতর,
ইয়াকুব, ইউহোন্না ও আন্দ্রিয় বিরলে তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলেন, ৪ আমাদেরকে বলুন দেখি,
এসব ঘটনা কখন হবে? আর এই সমস্ত কিছু পূর্ণ
হবার সময়ের চিহ্নই বা কি? ৫ ঈসা তাঁদেরকে
বলতে লাগলেন, দেখো কেউ যেন তোমাদেরকে
না ভুলায়। ৬ অনেকে আমার নাম ধরে আসবে,
বলবে, আমিই সেই, আর অনেক লোককে
ভুলাবে। ৭ কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও
যুদ্ধের জনরব শুনবে, তখন ব্যাকুল হয়ো না;
এসব অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়।
৮ কারণ জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে
রাজ্য উঠবে। স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হবে; দুর্ভিক্ষ
হবে; এসব যাতনার আরম্ভ মাত্র।

নির্যাতনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৯ তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থেকো।
লোকে তোমাদেরকে বিচার-সভার লোকদের
হাতে তুলে দেবে এবং মজলিস-খানায়
তোমাদের বেত মারা হবে; আর আমার জন্য
তোমরা শাসনকর্তা ও বাদশাহ্‌দের কাছে সাক্ষ্য
দেবার জন্য তাদের সম্মুখে দাঁড়াবে। ১০ আর
প্রথমে সর্বজাতির কাছে সুসমাচার তবলিগ হওয়া
আবশ্যক। ১১ কিন্তু লোকে যখন তোমাদেরকে
ধরিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যাবে, তখন কি বলবে
সেজন্য আগেই চিন্তিত হয়ো না; বরং সেই দণ্ডে
যে কথা তোমাদেরকে দেওয়া যাবে, তা-ই
বলো; কেননা তোমরাই যে কথা বলবে, তা নয়,
কিন্তু পাক-রূহই বলবেন। ১২ তখন ভাই ভাইকে
ও পিতা সন্তানকে মেরে ফেলবার জন্য ধরিয়ে
দেবে এবং সন্তানেরা আপন আপন মাতা-পিতার
বিপক্ষে উঠে তাদেরকে খুন করাবে। ১৩ আর
আমার নামের জন্য তোমরা সকলের ঘৃণিত
হবে; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে,
সেই নাজাত পাবে।

ধ্বংসের ঘৃণার বস্তু

১৪ কিন্তু যখন তোমরা দেখবে, ধ্বংসের সেই
ঘৃণার বস্তু যেখানে দাঁড়াবার নয়, সেখানে
দাঁড়িয়ে আছে– যে পাঠ করে, সে বুঝুক, –তখন
যারা এহুদিয়াতে থাকে, তারা পাহাড়ী এলাকায়

[১৩:২] লূক ১৯:৪৪।

[১৩:৩] মথি ২১:১; ৪:২১।

[১৩:৫] আঃ ২২; ইয়ার ২৯:৮; ইফি ৫:৬; ২থিষ ২:৩, ১০-১২; ১তীম ৪:১; ২তীম ৩:১৩; ১ইউ ৪:৬।

[১৩:৯] মথি ১০:১৭।
[১৩:১১] মথি ১০:১৯,২০; লূক ১২:১১,১২।
[১৩:১২] মিকাহ্ ৭:৬; মথি ১০:২১; লূক ১২:৫১-৫৩।
[১৩:১৩] ইউ ১৫:২১; মথি ১০:২২।
[১৩:১৪] দানি ৯:২৭; ১১:৩১;

লোকদের সাথে তাঁর উপস্থিতির স্থল।

১৩:২ এর একটি পাথর ... ভূমিসাৎ হবে। মথি ২৪:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৩ জৈতুন পর্বত। ১১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

পিতর, ইয়াকুব, ইউহোন্না ও আন্দ্রিয়। ১:১৬-২০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৪ এসব ঘটনা কখন হবে? সাহাবীরা মনে করেছিলেন যে, বায়তুল মোকাদ্দসের ধ্বংস এমন এক ঘটনা হবে, যা শেষ সময়ের সূত্রপাত ঘটাবে (মথি ২৪:৩)।

পূর্ণ হবার সময়ের চিহ্ন। যার মাধ্যমে সাহাবীরা জানতে পারতেন যে, বায়তুল মোকাদ্দসের ধ্বংস শীঘ্রই ঘটতে যাচ্ছে এবং শেষকাল সন্নিকট হচ্ছে।

১৩:৫ দেখো। "দেখো", "তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকো" (আয়াত ৯), "তোমরা সাবধান থেকো" (আয়াত ২৩), "সাবধান, তোমরা জেগে থেকো" (আয়াত ৩৩), "অতএব তোমরা জেগে থেকো" (আয়াত ৩৫), এবং "জেগে থেকো" (আয়াত ৩৭) – এ ধরনের উক্তি থেকে এটি পরিষ্কার যে, জৈতুন পর্বতে দত্ত শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতারণার ঝুঁকি থেকে সাহাবীদের সতর্ক করা; ভবিষ্যতের আভাস দেয়া নয়, বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করে কৌতূহল নিবারণ করা নয়, কিন্তু ভয় থেকে মুক্ত করা এবং সদা সতর্ক থাকতে উৎসাহিত করা।

১৩:৬ আমিই সেই। অর্থাৎ "আমিই মসীহ্"।

১৩:৭ শেষ নয়। এখানে জেরুশালেমের ধ্বংস নয়, কিন্তু যুগের শেষ সময়ের কথা বলা হয়েছে (মথি ২৪:৩)। সে সময় ধর্মীয় জগতে ভণ্ডরা আসবে, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে হাহাকার এবং বস্তুজগতে দুর্যোগ আসবে। কিন্তু এসব কেবলমাত্র ইতিহাসের ধারায় ঘটবে, যাকে আবশ্যিকভাবে শেষ যুগের চিহ্ন হিসেবে মনে করে সতর্ক থাকতে হবে। অন্য অর্থে "এসব যাতনার আরম্ভ মাত্র" (আয়াত ৮)।

১৩:৮ যাতনা। মথি ২৪:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৯ বিচার সভা। ইহুদী ধর্মীয় আদালত, যা মজলিস-খানার প্রাচীনদের নিয়ে গঠিত হত।

প্রহৃত হবে। কোন লোক ইহুদী নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করলে তাকে প্রহারের মাধ্যমে শাস্তি দান করা হত; সর্বাধিক শাস্তি ছিল ৩৯ বার বেত্রাঘাত (২ করি ১১:২৩-২৪ আয়াত দেখুন)।

১৩:১০ প্রথমে। যুগের শেষ সময় আসার আগে (মথি ২৪:১৪)।

১৩:১১ চিন্তিত হয়ো না। অপ্রস্তুত তবলিগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে না, কিন্তু অত্যাচারের সময় ঈমানের উপরে নির্ভর করে দাঁড়ানোর জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, যেন তারা প্রতি মুহূর্তে পাক-রূহের পরিচালনা ও অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করেন।

১৩:১৩ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে। এরূপ স্থির থাকা নাজাতের নিশ্চিত নির্দেশনা দান করে (ইব ৩:১৪; ৬:১১-১২; ১০:৩৬)। শেষ পর্যন্ত বলতে সম্ভবত যুগের শেষ পর্যন্ত বলা হয় নি, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলা হয়েছে (আয়াত ৭; ইউ ১৩:১)। সহিষ্ণুতা ঈসায়ী জীবনের মূল বিষয়; 'নাজাত' এখানে পূর্ণ নাজাত অর্থে উল্লিখিত হয়েছে (ইব ৯:২৮)।

১৩:১৪ ধ্বংসের সেই ঘৃণার বস্তু। দানি ৯:২৭; ১১:৩১; ১২:১১ আয়াত থেকে এই বিষয়টি এসেছে। পুরাতন নিয়মে এটি যে কোন প্রতিমাপূজক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, যা ইহুদীদের ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক করে। তবে খুব সম্ভবত এখানে অ-ইহুদীদের দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দসে পূজার উদ্দেশ্যে কোন মূর্তি স্থাপন বা শুকর উৎসর্গ করাকে বুঝাতে পারে।

যেখানে দাঁড়াবার নয়, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ২ থিষ ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

যারা এহুদিয়াতে ... পলায়ন করুক। মথি ২৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪ যে পাঠ করে, সে বুঝুক। এই কথা ঈসা নয়, কিন্তু সুসমাটারটির লেখক বলেছেন যেন পাঠ করার সময় এই পাক-

পালিয়ে যাক, [১৫] এবং যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নেবার জন্য নিচে না নামুক ও তার মধ্যে প্রবেশ না করুক; [১৬] এবং যে কেউ ক্ষেতে থাকে, সে নিজের কাপড় নেবার জন্য পিছনে ফিরে না যাক। [১৭] হায়, সেই সময় গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী নারীদের অবস্থা কি ভীষণই না হবে! [১৮] আর মুনাজাত করো, যেন এই অবস্থা শীতকালে না হয়। [১৯] কেননা সেই সময় এরকম দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হবে, যেরকম দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্‌র কৃত সৃষ্টির প্রথম থেকে এই পর্যন্ত কখনও হয় নি, কখনও হবে না। [২০] আর প্রভু যদি সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পেত না; কিন্তু তিনি যাদেরকে মনোনীত করেছেন, সেই মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে দিলেন।

[২১] আর সেই সময়ে যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, দেখ, সেই মসীহ্‌ এখানে, কিংবা দেখ, ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করো না। [২২] কেননা ভণ্ড মসীহ্‌রা ও ভণ্ড নবীরা উঠবে এবং নানা চিহ্ন-

১২:১১।
[১৩:১৭] লূক ২৩:২৯।

[১৩:১৯] মার্ক ১০:৬; দানি ৯:২৬; ১২:১; যোয়েল ২:২।
[১৩:২১] লূক ১৭:২৩; ২১:৮।
[১৩:২২] মথি ৭:১৫; ইউ ৪:৪৮; ২থিষ ২:৯,১০।
[১৩:২৩] ২পিতর ৩:১৭।
[১৩:২৫] ইশা ১৩:১০; ৩৪:৪; মথি ২৪:২৯।
[১৩:২৬] প্রকা ১:৭।
[১৩:২৭] জাকা ২:৬।

কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাবে, যেন, যদি হতে পারে, তবে মনোনীতদেরকেও ভুলায়। [২৩] কিন্তু তোমরা সাবধান থেকো। দেখ, আমি আগেই তোমাদেরকে সকলই জানালাম।

ইবনুল-ইনসানের ফিরে আসা

[২৪] আর সেই সময়ে, সেই কষ্টের পরে, সূর্য অন্ধকার হবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না, [২৫] আসমান থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও আসমানের পরাক্রমগুলো বিচলিত হবে। [২৬] আর তখন লোকেরা দেখবে, ইবনুল-ইনসান মহাপরাক্রম ও মহিমার সঙ্গে মেঘযোগে আসছেন। [২৭] তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করে দুনিয়ার সীমা থেকে আসমানের সীমা পর্যন্ত চার দিক থেকে তাঁর মনোনীতদেরকে একত্র করবেন।

ডুমুর গাছ থেকে শিক্ষা লাভ

[২৮] আর ডুমুরগাছ দেখে তা থেকে শিক্ষা লাভ কর; যখন তার ডাল কোমল হয়ে পাতা বের হয়, তখন তোমরা জানতে পার যে, গ্রীষ্মকাল

কিতাবের এই অংশের মধ্যে আসলে কি বলা হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারেন।

১৩:১৫ যে কেউ ছাদের উপরে ... প্রবেশ না করুক। লূক ১৭:৩১ আয়াত দেখুন। ১৩:১৫-২৩ আয়াতের আদেশ ও সতর্কবাণী এমন সময়ের কথা বুঝায় যখন বিদেশী শত্রুরা জেরুশালেম আক্রমণ করবে। তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য এহুদিয়ার পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে পালিয়ে থাকার প্রয়োজন হবে। তখনকার সময় ঘরের ছাদ থাকত সমান, সেখানে যেতে হলে ঘরের বাইরে সিঁড়ি বেয়ে যেতে হত। ছাদে যদি কোন লোক থাকে তাহলে তাকে ঘরের ভিতরে গিয়ে মালপত্র গুছানোর কথা না ভেবেই পাহাড়ে গিয়ে পালাতে হবে। মার্ক ২:৪; লূক ১৭:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:১৬ বস্ত্র। মথি ৫:৪০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:১৭ গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী নারী। যারা বিশেষভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের প্রতিনিধি হিসেবে রূপক অর্থে এদের কথা বলা হয়েছে।

১৩:১৮ শীতকাল। যে সময়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয় এবং পাহাড়ী নদীর সৃষ্টি হয়, যা তীব্র স্রোত নিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এবং যা অতিক্রম করা যায় না; ফলে লোকেরা সঙ্কটের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পারে না। ইউসেবিয়াস নামে মণ্ডলীর এক ঐতিহাসিক বলেন যে, ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জেরুশালেমের ঈসায়ীরা এভাবে জর্ডানের পূর্বে পেলা ও পেরিয়াতে পলায়ন করেছিল। "শীতকাল" বলতে অনেক সময় "ঝড়ো আবহাওয়া" বোঝানো হয়।

১৩:১৯ এরকম দুঃখ-কষ্ট। মথি ২৪:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:২০ মনোনীত। আল্লাহ্‌র লোকেরা।

১৩:২৪ সেই সময়ে। পুরাতন নিয়মের সাধারণ ভাব প্রকাশ, যা শেষকাল বোঝাতে বলা হয়ে থাকে (ইয়ার ৩:১৬,১৮; ৩১:২৯; ৩৩:১৫-১৬; যোয়েল ৩:১; জাকা ৮:২৩)।

সেই কষ্ট। ১৯ আয়াত এবং মথি ২৪:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:২৫ আসমান থেকে ... বিচলিত হবে। ২৪-২৫ আয়াতের বর্ণনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ ধ্বংসকে বোঝায় না। এই বর্ণনা পতিত জগতের উপর আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর বিচারের বর্ণনা করতে সাধারণত ব্যবহৃত হত (ইশা ১৩:১০; ২৪:২১-২৩; ৩৪:৪; ইহি ৩২:৭-৮; যোয়েল ২:১০,৩১; ৩:১৫; আমোস ৮:৯)।

১৩:২৬ ইবনুল-ইনসান। দানি ৭:১৩ আয়াতে এর পরিষ্কার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

মহাপরাক্রম ও মহিমার সঙ্গে মেঘযোগে আসছেন; ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমনের দৃশ্যকল্প (৮:৩৮; ২ থিষ ১:৬-১০; প্রকা ১৯:১১-১৬)।

১৩:২৭ ফেরেশতা; প্রকা ১৩:১৪-১৬ আয়াতের নোট দেখুন। বেহেশতের ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র পক্ষে প্রথম কথা বলতে দেখা যায় পয়দায়েশ ১৬:১০ আয়াতে বিবি হাজেরার সঙ্গে। ফেরেশতাদেরকে দেখা যায় মাবুদের কাছ থেকে আসতে; এই কারণে তাদেরকে বলা হয় 'সংবাদদাতা' ('ফেরেশতা' শব্দের হিব্রু অর্থ 'সংবাদদাতা')। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা পয়দা ১৯:১,২১; ৩১:১১,১৩; হিজ ৩:২,৪; কাজী ২:১-৫; ৬:১১-১২,১৪; ১৩:৩-২৩; জাকা ৩:১-৬; ১২:৮ আয়াতে দেখা যায়। তবে হতে পারে প্রভুর ব্যক্তিগত সংবাদদাতা হিসেবে যিনি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তাঁর কর্তৃত্ব বহন করছেন, ফেরেশতা হিসেবে যিনি তাকে পাঠিয়েছেন তাঁর পক্ষে কথা বলতে পারেন।

মনোনীতদেরকে একত্র করবেন। পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাঁর লোকদের একত্রিত করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্বি.বি. ৩০:৩-৪; ইশা ৪৩:৬; ইয়ার ৩২:৩৭; ইহি ৩৪:১৩; ৩৬:২৪)।

১৩:২৮ ডুমুর গাছ। ১১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যিকার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে (আয়াত ৫); সাহাবীগণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন তা নয়, কিন্তু

সন্নিকট; ২৯ সেভাবে তোমরা ঐ সমস্ত ঘটনা দেখলেই জানতে পারবে যে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত। ৩০ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে পর্যন্ত এ সব পূর্ণ না হবে, সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হবে না। ৩১ আসমানের ও দুনিয়ার লোপ হবে, কিন্তু আমার কথার লোপ কখনও হবে না।

জেগে থাকার ও মুনাজাত করার প্রয়োজনীয়তা

৩২ কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেউই জানে না; বেহেশতী ফেরেশতারাও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন। ৩৩ সাবধান, তোমরা জেগে থেকো ও মুনাজাত করো; কেননা সেই সময় কবে হবে, তা জান না। ৩৪ কোন ব্যক্তি যেন তার বাড়ি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে প্রবাস করছেন; আর তিনি তার গোলামদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন, প্রত্যেকের কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং দারোয়ানকে জেগে থাকতে হুকুম করেছেন। ৩৫ অতএব তোমরা জেগে থেকো, কেননা বাড়ির মালিক কখন আসবেন, কি সন্ধ্যাবেলা, কি দুপুর রাতে, কি মোরগ ডাকার সময়ে, কি ভোর বেলায়, তোমরা তা জান না; ৩৬ তিনি হঠাৎ এসে তোমাদেরকে যেন না দেখেন, তোমরা ঘুমিয়ে রয়েছ। ৩৭ আর আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তা-ই সকলকে বলি, জেগে থাক।

[১৩:৩০] লূক ১৭:২৫; মার্ক ৯:১।
[১৩:৩১] মথি ৫:১৮।
[১৩:৩২] প্রেরিত ১:৭; ১থিষ ৫:১,২।
[১৩:৩৩] ১থিষ ৫:৬।
[১৩:৩৪] মথি ২৫:১৪।
[১৩:৩৭] লূক ১২:৩৫-৪০।
[১৪:১] ইউ ১১:৫৫; মথি ১২:১৪।
[১৪:৩] মথি ২১:১৭; লূক ৭:৩৭-৩৯।

ঈসা মসীহ্‌কে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র

১৪ ১ দুই দিন পরে ঈদুল ফেসাখ ও খামিহীন রুটির ঈদ; এমন সময়ে প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা কিভাবে তাঁকে কৌশলে ধরে হত্যা করতে পারে তারই চেষ্টা করছিল। ২ কেননা তারা বললো, ঈদের সময়ে নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গণ্ডগোল হয়।

ঈসা মসীহের অভিষেক

৩ ঈসা যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠ রোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, তখন তিনি ভোজনে বসলে এক জন স্ত্রীলোক শ্বেত পাথরের পাত্রে বহুমূল্য খাঁটি জটামাংসীর তেল নিয়ে আসল। সে পাত্রটি

তাঁরা ঘটনার চলমান দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে রূহানিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উন্মোচন করতেন।

১৩:২৯ ঐ সমস্ত ঘটনা। ৫-২৩ আয়াতে উল্লিখিত চিহ্নগুলো জেরুশালেমের ধ্বংস হওয়ার এবং এছাড়া এগুলো যুগের শেষ হওয়ার পূর্বে ঘটবে। সম্ভবত এর দ্বারা ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমনকে বোঝানো হয়েছে (লূক ২১:৩১ এবং মথি ২৪:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:৩০ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। ৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

এই কালের লোক। যদি এই শব্দগুচ্ছকে স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল হিসেবে ধরা হয়, তাহলে এখানে সেই যুগকে বোঝানো হতে পারে, যে যুগে ঈসা মসীহ্ এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছিলেন; অথবা সেসব লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা এসব ঘটনা ঘটার সময় বেঁচে থাকবে (লূক ২১:৩২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:৩২ সেই দিনের। প্রভুর আবির্ভাবের দিনের জন্য পুরাতন নিয়মের প্রকাশ (আমোস ৮:৩,৯,১৩; ৯:১১; মিকাহ্ ৪:৬; ৫:১০; ৭:১১), যা ইবনুল-ইনসানের আগমনকে নির্দেশ করছে (আয়াত ২৬)।

কেউই জানে না। ভবিষ্যত জানা ঈমানের ক্ষেত্রে বাধাজনক হবে, সাহায্যকারী নয়। এর জন্য বিশেষ কিছু চিহ্ন দেয়া হয়েছে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নয়; কিংবা তা কোন সুস্পষ্ট পূর্বাভাসও নয়।

পুত্রও জানেন না। পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় ঈসা মসীহ্ নিজেও শুধুমাত্র ঈমানে ভর করে চলেছেন; এই কারণে তাঁর পরিচর্যা কাজের উৎকর্ষতার চিহ্ন ছিল বাধ্যতা।

১৩:৩৫ কি সন্ধ্যাবেলা ... কি ভোর বেলায়। রোমীয়দের মান অনুসারে রাতের চারটি প্রহর (মথি ১৪:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করার নয়, কিন্তু সেগুলো বিশ্বস্তভাবে করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, কারণ গৃহকর্তা একদিন আমাদের কাজ পরীক্ষা করবেন (১ করি ৩:১৩-১৫; ২ করি ৫:১০)। আমাদের দায়িত্ব সময়ের সদ্ব্যবহার করে তাঁর জন্য অন্যদের রূহ্ জয় করার কাজ চালানো।

১৪:১ ঈদুল ফেসাখ। ইহুদীদের একটি ধর্মীয় উৎসব, যা সেই সময়ের স্মরণার্থে পালন করা হয়, যখন মাবুদের ফেরেশতা বনি-ইসরাইলদের প্রথমজাতকে হত্যা না করে তাদের ঘরকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং মিসরীয়দের ঘরে ঘরে প্রথমজাত সন্তানকে হত্যা করেছিলেন (হিজ ১২:১৩,২৩,২৭)। ভোজে ব্যবহৃত মেষশাবক নীষন মাসের (মার্চ-এপ্রিল) ১৪ তারিখে কোরবানী করা হত এবং সূর্যাস্ত থেকে মধ্য রাতের মধ্যে খেয়ে শেষ করতে হত। যেহেতু ইহুদীদের নতুন দিন শুরু হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে, তাই ঈদুল ফেসাখের ভোজ নিশান মাসের ১৫ তারিখে খাওয়া হত।

খামিহীন রুটির ঈদ। এই ঈদ ঈদুল ফেসাখের পরে শুরু হত এবং তা সাত দিন ধরে চলত (হিজ ১২:১৫-২০; ২৩:১৫; ৩৪:১৮; দ্বি.বি. ১৬:১-৮)।

প্রধান ইমামেরা। ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

আলেমরা; মথি ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২ ঈদের সময়ে নয়। ঈদুল ফেসাখ এবং সপ্তাহব্যাপী খামিহীন রুটির ঈদের সময়ে জেরুশালেমের লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার থেকে কয়েক লক্ষে পৌঁছে যায়। উপস্থিত এত বড় ও উত্তেজিত জনতার সামনে ঈসা মসীহ্‌কে গ্রেফতার করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল।

১৪:৩ বৈথনিয়া। মথি ২১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

ভোজনে বসলে। ঈদের সময় ভোজ খাওয়ার এক প্রচলিত ভঙ্গি।

কুষ্ঠ রোগী শিমোন। মথি ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

এক জন স্ত্রীলোক। আমরা ইউহোন্নার সুসমাচার (১২:৩) থেকে জানি যে, তিনি মার্থা ও লাসারের বোন মরিয়ম।

শ্বেত প্রস্তরের পাত্র। এক ধরনের সীলমোহরকৃত তরল পদার্থ রাখার পাত্র; এর মুখ ছিল লম্বা এবং এর মধ্যকার জিনিস ব্যবহার করার জন্য এটিকে ভেঙ্গে ফেলতে হত। এই পাত্রে

ভেঙ্গে তাঁর মাথায় তেল ঢেলে দিল।
৪ কিন্তু উপস্থিত কোন কোন ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে
পরস্পর বললো, তেলের এরকম অপব্যয় হল
কেন? ৫ এই তেল তো বিক্রি করলে তিন শত
সিকিরও বেশি পাওয়া যেত এবং তা দরিদ্রদেরকে
দান করা যেত। আর তারা সেই স্ত্রীলোকটির
প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলো। ৬ কিন্তু ঈসা
বললেন, একে থাকতে দাও, কেন একে দুঃখ
দিচ্ছো? এ আমার প্রতি সৎকাজ করলো।
৭ কেননা দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে সব সময়ই
আছে; তোমরা যখন ইচ্ছা কর, তাদের দয়া
দেখাতে পার; কিন্তু আমাকে সব সময় পাবে না।
৮ এ যা করতে পারতো, তা-ই করলো; আগে
এসে আমাকে কবরের জন্য প্রস্তুত করতে আমার
দেহে সুগন্ধি তেল ঢেলে দিলো। ৯ আর আমি
তোমাদেরকে সত্যি বলছি, সারা দুনিয়ায় যে
কোন স্থানে সুসমাচার তবলিগ করা হবে, সেই
স্থানে এর স্মরণার্থে এর এই কাজের কথাও বলা
যাবে।

[১৪:৭] দ্বি:বি: ১৫:১১।

[১৪:৮] ইউ ১৯:৪০।

[১৪:৯] মথি ২৪:১৪; মার্ক ১৬:১৫।

[১৪:১০] মার্ক ৩:১৬ -১৯; মথি ১০:৪।

[১৪:১২] হিজ ১২:১ -১১; দ্বি:বি: ১৬:১-৪; ১করি ৫:৭।

১০ পরে ঈষ্কোরিয়োতীয় এহুদা, সেই বারো
জনের মধ্যে এক জন, প্রধান ইমামদের কাছে
গেল, যেন তাদের হাতে ঈসাকে ধরিয়ে দিতে
পারে। ১১ তারা শুনে আনন্দিত হল এবং তাকে
টাকা দিতে স্বীকার করলো; তখন সে কোন্
সুযোগে তাঁকে ধরিয়ে দেবে, তারই চেষ্টা করতে
লাগল।

ঈদুল ফেসাখ পালন ও প্রভুর মেজবানী স্থাপন

১২ খামিহীন রুটির ঈদের প্রথম দিন, যেদিন
ঈদুল ফেসাখের ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করা
হত, সেদিন তাঁর সাহাবীরা তাঁকে বললেন,
আমরা কোথায় গিয়ে আপনার জন্য ঈদুল
ফেসাখের মেজবানী প্রস্তুত করবো? আপনার
ইচ্ছা কি? ১৩ তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্য
থেকে দুই জনকে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন,
তোমরা নগরে যাও, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের
সম্মুখে পড়বে, যে এক কলসী পানি নিয়ে
আসছে; তারই পিছনে পিছনে যেও; ১৪ আর সে
যে বাড়িতে প্রবেশ করে, সেই বাড়ির মালিককে

একজনের ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সুগন্ধি তেল থাকত।

জটামাংসীর তেল। প্রধানত ভারতে জন্মায় এমন এক ধরনের গাছের শিকড়ের নির্যাস থেকে তৈরি সুগন্ধি তেল।

১৪:৩ তাঁর মাথায় তেল ঢেলে দিল। ইউহোন্নার সুসমাচার অনুসারে এই ঘটনা দুঃখভোগের সপ্তাহ শুরু হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল (ইউ ১২:১)। যে মহিলা ঈসা মসীহ্‌কে অভিষেক করেছিলেন তার ভালবাসা ও ভক্তির সঙ্গে ধর্মীয় নেতাদের ঘৃণা ও এহুদার বিশ্বাসঘাতকতার তারতম্য করতে মথি ও মার্ক ঘটনাটি এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেকালে ভোজে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভিষেক করা ছিল একটি সাধারণ প্রথা (জবুর ২৩:৫; লূক ৭:৪৬)। মহিলাটির কাজ ঈসা মসীহের প্রতি তার গভীর ভক্তি প্রকাশ করেছিল।

১৪:৪ উপস্থিত কোন কোন ব্যক্তি। মথি (২৬:৮) তাদেরকে সাহাবী বলে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু ইউহোন্না (১২:৪-৫) এককভাবে ইষ্কোরিয়োতীয় এহুদার নাম উল্লেখ করেছেন।

১৪:৫ দরিদ্রদেরকে দান করা যেত; ঈদুল ফেসাখের দিন সন্ধ্যায় দরিদ্রের উপহার দেয়া ইহুদী রীতি ছিল (ইউ ১৩:২৯)।

১৪:৭ দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে সব সময়েই আছে; এই কথার মাধ্যমে দরিদ্রদের প্রতি চিন্তা না করার কথা বলা হয় নি, কারণ তাদের প্রয়োজন ঈসা মসীহের অন্তর জ্ঞাত ছিল (মথি ৬:২-৪; লূক ৪:১৮; ৬:২০; ১৪:১৩,২১; ১৮:২২; ইউ ১৩:২৯)।

১৪:৮ কবরের জন্য ... তেল ঢেলে দিল। কবর দেওয়ার জন্য মৃত লাশকে প্রস্তুত করতে সুগন্ধি তেলে অভিষেক করা ইহুদীদের প্রচলিত রীতি ছিল (১৬:১ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত ঈসা মসীহ্‌ এখানে তাঁর মৃত্যুর যন্ত্রণাভোগের বিষয় জোর দিয়ে পূর্বাভাস দিচ্ছেন।

১৪:৯ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। ৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

সুসমাচার। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১০ ঈষ্কোরিয়োতীয় এহুদা। ৩:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

প্রধান ইমামগণ। ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন। সে সময় ঈসাকে গ্রেফতার করা ছিল তাদের জন্য এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ, যদিও ঈদের সময় তারা ঈসাকে গ্রেফতার করতে চায় নি (আয়াত ২ দেখুন)।

১৪:১১ টাকা। ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রা (মথি ২৬:১৫)।

১৪:১২ খামিহীন রুটির ঈদের প্রথম দিন। সাধারণভাবে এটি *নিশান* মাসের ১৫ তারিখ বোঝায়, অর্থাৎ ঈদুল ফেসাখের পরের দিন (আয়াত ১ দেখুন)। তবে "যে দিন ঈদুল ফেসাখের মেষশাবক কোরবানী করা হত" – এই অতিরিক্ত বাক্যাংশটি এ কথা পরিষ্কার করে যে, এখানে *নিশান* মাসের ১৪ তারিখকে বোঝানো হয়েছে, কারণ ঈদুল ফেসাখের মেষ এই তারিখে কোরবানী করা হয়ে থাকে (হিজ ১২:৬)। এই পুরো আট দিনব্যাপী ঈদকে মাঝে মাঝে খামিহীন রুটির ঈদ বলা হয়। এমন প্রমাণ রয়েছে যে, *নিশান* মাসের ১৪ তারিখকে অনানুষ্ঠানিকভাবে "খামিহীন রুটির ঈদের প্রথম দিন" বোঝানো হয়। অন্যদিকে ইউহোন্না নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিকভাবে (ইউ ১৮:২৮; ১৯:৩১) ক্রুশারোপণের পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যাকে এই ঈদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই এ কথা ধরে নেয়া উত্তম যে, ঈসা মসীহ্‌ সঠিক সময়ে ঈদুল ফেসাখ পালন করতে পারবেন না বলে এক দিন আগে পালন করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের পবিত্র মেষশাবক (১ করি ৫:৭) বায়তুল মোকাদ্দসে মেষ কোরবানী করার সময়ে একই সাথে হত হয়েছিলেন।

১৪:১৩ সাহাবীদের মধ্য থেকে দুই জন। পিতর ও ইউহোন্না (লূক ২২:৮)।

যে এক কলসী পানি নিয়ে আসছে। তাকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে, কারণ প্রথাগতভাবে কেবল মহিলারা পানির কলসী বহন করে।

১৪:১৪ আমার সেই মেহমানশালা কোথায়? ইহুদীদের এমন রীতি ছিল যে, জেরুশালেমে কোন তীর্থযাত্রী কারও ঘরে মেহমান বা আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে বাস করলে তার অনুরোধের ভিত্তিতে উপরের কুঠরী বা মেহমানশালা ঈদুল ফেসাখ উদ্‌যাপনের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হত। এতে মনে হয় যে মসীহ্‌ সেই গৃহের মালিকের সাথে আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, "আমার" শব্দটি

বলো, হুজুর বলছেন, যেখানে আমি আমার সাহাবীদের সঙ্গে ঈদুল ফেসাখের মেজবানী ভোজন করতে পারি, আমার সেই মেহমান-শালা কোথায়? [১৫] তাতে সেই ব্যক্তি তোমাদেরকে উপরের একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত কুঠরী দেখিয়ে দেবে, সেই স্থানে আমাদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করো। [১৬] পরে সাহাবীরা প্রস্থান করে নগরে গেলেন, আর তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি দেখতে পেলেন; পরে তাঁরা ঈদুল ফেসাখের মেজবানী প্রস্তুত করলেন।

[১৭] পরে সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারো জনের সঙ্গে উপস্থিত হলেন। [১৮] তাঁরা বসে ভোজন করছেন, এমন সময়ে ঈসা বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তোমাদের এক জন আমাকে ধরিয়ে দেবে, সে আমার সঙ্গে ভোজন করছে। [১৯] তখন তাঁরা দুঃখিত হলেন এবং একে একে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, সে কি আমি? [২০] তিনি তাঁদেরকে বললেন, এই বারো জনের মধ্যে এক জন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত ডুবাচ্ছে, সেই। [২১] কেননা ইবনুল-ইনসানের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তেমনি তিনি যাচ্ছেন; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যে ইবনুল-ইনসানকে ধরিয়ে দেয়। সেই মানুষের জন্ম না হলে তার পক্ষে ভালই ছিল।

[২২] তাঁরা ভোজন করছেন, এমন সময়ে তিনি রুটি নিয়ে দোয়াপূর্বক ভাঙ্গলেন এবং তাঁদেরকে দিলেন, আর বললেন, তোমরা নেও, এ আমার শরীর। [২৩] পরে তিনি পানপাত্র নিয়ে শুকরিয়াপূর্বক তাঁদেরকে দিলেন এবং তাঁরা সকলেই তা থেকে পান করলেন। [২৪] আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, এ আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য ঢেলে দেওয়া হয়। [২৫] আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যেদিন আমি আল্লাহ্‌র রাজ্যে নতুন ভাবে তা পান না

[১৪:১৫] প্রেরিত ১:১৩।
[১৪:২০] ইউ ১৩:১৮-২৭।
[১৪:২১] মথি ৮:২০।
[১৪:২২] মথি ১৪:১৯।
[১৪:২৩] ১করি ১০:১৬।
[১৪:২৪] মথি ২৬:২৮।
[১৪:২৫] মথি ৩:২।

ব্যবহারের মাধ্যমে ঈসা মসীহের স্বার্বভৌমত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে এ অজ্ঞাত সাহাবীর পরিচিতি ও ঘরের অবস্থান গোপন রাখা দরকার ছিল।

১৪:১৫ সুসজ্জিত প্রশস্ত কুঠরী। যে কক্ষে ভোজ অনুষ্ঠানের জন্য টেবিল, হেলান দেয়ার ব্যবস্থা, হাত ধোয়ার পাত্র, পানি ও তোয়ালে রয়েছে (ইউ ১৩:৪)

ভোজ প্রস্তুত করো। ভোজের জন্য যে সমস্ত খাবার প্রস্তুত করা হত তা হচ্ছে – খামিশূন্য রুটি, আঙ্গুর-রস, তেতো শাক, ঝোল এবং মেষ।

১৪:১৬ মেজবানী প্রস্তুত করলেন। সাহাবীরা খাবারের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। এখানে কোরবানীকৃত মেষ সরবরাহ বা এর মাংস ভোজন করার কথা উল্লেখ নেই এবং তা না থাকাও অসম্ভব কিছু নয়; কারণ যেখানে আল্লাহ্‌র সত্যিকার মেষশাবক উপস্থিত এবং যিনি পরদিনই উৎসর্গীকৃত হবেন, সেখানে প্রতীকী মেষশাবকের প্রয়োজন নেই।

১৪:১৭ সন্ধ্যা হলে। দুঃখভোগের সপ্তাহের বৃহস্পতিবার।

১৪:১৮ বসে ভোজন করছেন। মূলত ঈদুল ফেসাখের মেষ দাঁড়িয়ে ভোজন করতে হত (হিজ ১২:১১), কিন্তু এই প্রথা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ঈসা মসীহের সময়ে হেলান দিয়ে ভোজ গ্রহণ করা হত। এর উদ্দেশ্য এ কথা স্মরণ করা যে, ইসরাইলরা আর গোলাম নয়, কিন্তু স্বাধীন ও প্রতিজ্ঞাত দেশের নিরাপদ নাগরিক।

আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি। ৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২০ যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত ডুবাচ্ছে। মথি ২৬:২৩ আয়াতের নোট দেখুন। মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের মধ্যে একই সাথে রুটি খেয়ে শত্রুতার কাজ করার রীতি নেই, কারণ ভোজের সহভাগিতা পবিত্র (জবুর ৪১:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:২১ ইবনুল-ইনসান। ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

যেমন লেখা আছে। ঈসা মসীহই যে ইশাইয়া ৫৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত "যাতনা ভোগকারী গোলাম," তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্পষ্টত বেহেশতী সিদ্ধান্ত অনুসারেই এহুদা মসীহের সাথে বেইমানী করেছিল; কিন্তু এজন্য সে কোন ক্ষমা পাবে না, কারণ সে এই কাজ তার নিজ ইচ্ছায় করেছে।

১৪:২২ তাঁরা ভোজন করছেন। ইঞ্জিল শরীফ প্রভুর ভোজ সম্পর্কে চারটি বিবরণ দেয় (মথি ২৬:২৬-২৮; মার্ক ১৪:২২-২৪; লূক ২২:১৯-২০; ১ করি ১১:২৩-২৫)। মথির বর্ণনা অনেকটা মার্কের মতই, এদিকে লূক ও পৌলের বর্ণনার মধ্যে মিল রয়েছে। প্রতিটি বিবরণে *রুটি নিলেন* বলা আছে, দোয়া করার কথা আছে, রুটি ভাঙ্গার কথা আছে, "এই আমার শরীর" উক্তি, *পানপাত্র নিলেন* এবং *নতুন নিয়মের রক্ত* সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেবল পৌল এবং লূক প্রভুর ভোজ অবিরতভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এই আমার শরীর। রুটি মসীহের দেহের প্রতিনিধিত্ব করে, যা তাঁর সকল সাহাবীর জন্য দেওয়া হয়েছিল (লূক ২২:১৯; ১ করি ১১:২৪)। 'নাও' শব্দটি নির্দেশ করে যে, তাঁর মৃত্যু– যা আমাদের জন্য দোয়াযুক্ত, তা এক উপহার হিসেবে সাহাবীদের ও আমাদের গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৪:২৪ এ আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত। পানপাত্রটি ঈসা মসীহের রক্তের প্রতিরূপ, যা অন্যদিকে তাঁর জীবন সেচন করা অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকে বোঝায়। নতুন চুক্তিতে তাঁর লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কেবল ঈসা মসীহের কাফফারামূলক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সম্ভব (ইয়ার ৩১:৩১-৩৪; ইব ৮:৮-১২; লূক ২২:২৩)। হিজ ২৪-৭ আয়াতের নোট দেখুন।

অনেকের জন্য। রোমীয় ৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। মসীহের মৃত্যু ইয়ারমিয়া কর্তৃক উক্ত অনুগ্রহের চুক্তির সূচনা করে (ইয়ার ৩১:৩১-৩৪)। মূসা বলেছিলেন 'নিয়মের রক্ত' সম্পর্কে (হিজ ২৪:৮) যা আল্লাহ্ সিনাই পর্বতে বনি-ইসরাইলদের সাথে স্থাপন করেছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর নবী ইয়ারমিয়া নতুন চুক্তি, বেহেশতী ক্ষমা ও পুনর্বাসনের কথা বলেন, কিন্তু তিনি রক্ত দ্বারা তা বলবৎ করার কথা বলেন নি। ইবরানী পাঠকদের কাছে এ কথা আশ্চর্যজনক মনে হবে, কারণ প্রাচ্যে যে কোন জাতির লোকদের মধ্যে, এমন কি মরুভূমিতে বেদুইনদের মধ্যেও যে কোন দু'জন ব্যক্তি বা দুই পক্ষের মধ্যে রক্ত দ্বারা চুক্তি মুদ্রাঙ্কিত হত। কিন্তু ঈসা মসীহ্ এখন ইয়ারমিয়ার দৃশ্যকল্পের পূর্ণতা দিয়েছেন; নতুন চুক্তি তাঁর রক্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে।

১৪:২৫ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। মথি ৩:২৮ আয়াতের

করি, সেদিন পর্যন্ত আমি আঙ্গুর ফলের রস আর কখনও পান করবো না।
[২৬] পরে তাঁরা গজল গেয়ে বের হয়ে জৈতুন পর্বতে গেলেন। [২৭] তখন ঈসা তাঁদেরকে বললেন, তোমরা সকলে আমাকে নিয়ে মনে বাধা পাবে; কেননা লেখা আছে,

"আমি পালরক্ষককে আঘাত করবো,
তাতে মেষেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে।"

[২৮] কিন্তু পুনরুত্থিত হলে পর আমি তোমাদের আগে গালীলে যাব। [২৯] পিতর তাঁকে বললেন, যদি সকলের মনে বাধা আসেও, তবুও আমার মনে বাধা আসবে না। [৩০] ঈসা তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমিই আজ, এই রাত্রে, মোরগ দু'বার ডাকবার আগে, তিন বার আমাকে অস্বীকার করবে। [৩১] কিন্তু তিনি আরও জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, কোন মতে আপনাকে অস্বীকার করবো না। অন্য সকলেও তেমনি বললেন।

গেৎশিমানী বাগানে ঈসা মসীহ্

[৩২] পরে তাঁরা গেৎশিমানী নামক একটি স্থানে আসলেন; আর তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, আমি যতক্ষণ মুনাজাত করি, তোমরা এখানে বসে থাক। [৩৩] পরে তিনি পিতর, ইয়াকুব ও ইউহোন্নাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা পেতে ও উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। [৩৪] তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হয়েছে; তোমরা এখানে থাক, আর জেগে থাক। [৩৫] পরে তিনি কিঞ্চিৎ আগে গিয়ে ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং এই মুনাজাত করলেন, যদি হতে পারে, তবে যেন সেই সময় তাঁর কাছ থেকে চলে যায়। [৩৬] তিনি বললেন, আব্বা, পিতা, তোমার পক্ষে সকলই সম্ভব; আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র দূর কর; তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামত হোক। [৩৭] পরে তিনি এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, শিমোন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো? এক ঘণ্টাও কি জেগে থাকতে তোমার শক্তি হল না? [৩৮] তোমরা জেগে থাক ও মুনাজাত কর যেন পরীক্ষায় না পড়; রূহ্ ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল। [৩৯] আর তিনি পুনরায় গিয়ে সেই কথা বলে মুনাজাত করলেন। [৪০] পরে তিনি আবার এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন; কারণ তাঁদের চোখ বড়ই ভারী হয়ে পড়েছিল, আর তাঁকে কি উত্তর দেবেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। [৪১] পরে তিনি তৃতীয়বার এসে তাঁদেরকে বললেন, এখনও তোমরা ঘুমাচ্ছ ও বিশ্রাম করছো; যথেষ্ট হয়েছে; সময় উপস্থিত,

[১৪:২৬] মথি ২১:১।
[১৪:২৭] জাকা ১৩:৭।
[১৪:২৮] মার্ক ১৬:৭। [১৪:৩০] আঃ ৬৬-৭২; লূক ২২:৩৪; ইউ ১৩:৩৮।
[১৪:৩১] লূক ২২:৩৩; ইউ ১৩:৩৭।
[১৪:৩৩] মথি ৪:২১।
[১৪:৩৪] ইউ ১২:১৭।
[১৪:৩৫] আঃ ৪১; মথি ২৬:১৮।
[১৪:৩৬] রোমীয় ৮:১৫; গালা ৪:৬; মথি ২০:২২; ২৬:৩৯।
[১৪:৩৮] মথি ৬:১৩; রোমীয় ৭:২২,২৩।
[১৪:৪১] আঃ ৩৫; মথি ২৬:১৮।

নোট দেখুন।

আর কখনও পান করবো না। এই উক্তিকে নাসরীয়দের মানতের সাথে তুলনা করা যায় (শুমারী ৬:১-২১)। এই প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে ঈসা মসীহ্ তাঁর জীবনের আসন্ন উৎসর্গের জন্য নিজেকে পৃথক করেছেন। অথবা এই কথাগুলোকে ইহুদী নিয়ম-কানুনের চূড়ান্ত সমাপ্তি হিসেবে প্রয়োগ করা যায়, যার অধীনে তিনি এতদিন ছিলেন। (১ করি ১১:২৬; ইশা ২৫:৬; মথি ৮:১১; লূক ১৪:১৫; প্রকা ১৯:৯)।

১৪:২৬ গজল গেয়ে। মথি ২৬:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

জৈতুন পর্বত। ১১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৩০ আমি তোমাকে সত্যি বলছি। ৩:৩-২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

মোরগ দু'বার ডাকবার আগে। জাকা ১৩:৭ আয়াতের কথা মসীহের নিজের ও তাঁর সাহাবীদের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করছে।

১৪:৩২ গেৎশিমানী। জৈতুন পর্বতের পাদদেশের ঢালু জমিতে অবস্থিত বাগান বা খামার, যা ঈসা মসীহের পছন্দের একটি স্থান (লূক ২২:৩৯; ইউ ১৮:২)। হিব্রু ভাষায় নামটি অর্থ হচ্ছে "তেল-প্রেষণ" অর্থাৎ জলপাই প্রেষণ করে তা থেকে তেল বের করা।

১৪:৩৩ পিতর, ইয়াকুব ও ইউহোন্না। ৫:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৩৬ আব্বা, পিতা। বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রকাশ ('আব্বা' অরামীয় শব্দ)।

এই পানপাত্র। মৃত্যুর এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র, যা ঈসা মসীহ্ তাঁর উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা দিতে পিতার হাত থেকে নিয়েছিলেন। ঈসা মসীহ্ তাঁর এরূপ মৃত্যুকে ভয় পেয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন বলেই এই কথা বলেছিলেন, যেহেতু তিনি তাঁর এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সারা দুনিয়ার গুনাহ্ তাঁর নিজের উপর তুলে নিচ্ছেন। ১০:৩৮ আয়াতের নোট দেখুন। এ যন্ত্রণা দৈহিক যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। আমরা বলতে পারি যে, তাঁর এই আর্তনাদ তাঁর গুনাহ্‌বিহীন রূহের 'গুনাহ্‌যুক্ত' হওয়া এবং গুনাহের কারণে বেহেশতী শাস্তি ভোগ করার প্রতিক্রিয়া (২ করি ৫:২১)। মানবীয় অভিজ্ঞতায় এই যন্ত্রণা উপলব্ধি করা অসম্ভব, কারণ একা তিনি গুনাহ্‌বিহীন ছিলেন।

তোমার ইচ্ছামত হোক। ঈসা মসীহের ইচ্ছা এবং পিতার ইচ্ছা ছিল এক, কারণ তিনি পিতার প্রতি বাধ্য ছিলেন। পিতার ইচ্ছাতে তিনি ক্রুশে সমর্পিত হতে যাচ্ছেন আর এখন তিনি বাগানে একইভাবে মুনাজাতে করছেন। মানুষের প্রধান শত্রু তাদের ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়ে গুনাহ্ এবং মৃত্যু এনেছে (ইশা ১৪:১৩,১৪); কিন্তু আল্লাহ্‌তে তাঁর ইচ্ছা সঁপে দিয়ে ঈসা মসীহ্ মানুষের জন্য নাজাত আনলেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে গ্রহণের মাধ্যমে সর্বদাই মাংসিক ইচ্ছাকে পরাজিত করা সম্ভব।

১৪:৩৭ শিমোন। ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। হয়তোবা এককভাবে শিমোনের অর্থাৎ পিতরের প্রতি এই কথা বলা হয়েছে, কারণ তিনি সাহসের সাথে এই বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, তিনি ঈসাতে বিঘ্ন পাবেন না (আয়াত ২৯-৩১)।

১৪:৩৮ যেন পরীক্ষায় না পড়। প্রলোভন দ্বারা আক্রান্ত হওয়া; এখানে প্রলোভন হচ্ছে ভীতিজনক পরিস্থিতির মুখে অবিশ্বস্ত হয়ে পড়া।

রূহ্ ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল। যখন মানুষের রূহ্ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে, তখন তা মানবীয় দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এই উক্তির ভাবার্থটি জবুর ৫১:২ আয়াত থেকে

দেখ, ইবনুল-ইনসানকে গুনাহ্গারদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ৪২ উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে, সে কাছে এসে গেছে।

দুশমনদের হাতে ঈসা মসীহ্

৪৩ আর তিনি যখন কথা বলছেন, তৎক্ষণাৎ এহুদা, সেই বারো জনের এক জন আসল এবং তার সঙ্গে অনেক লোক তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে প্রধান ইমামদের, আলেমদের ও প্রাচীনদের কাছ থেকে আসলো। ৪৪ যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে আগে তাদেরকে এই সঙ্কেত বলেছিল, আমি যাকে চুম্বন করবো, সে-ই ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাকে ধরে সাবধানে নিয়ে যাবে। ৪৫ সে এসে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে গিয়ে বললো, রব্বি; আর তাঁকে আগ্রহপূর্বক চুম্বন করলো। ৪৬ তখন তারা তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ধরলো। ৪৭ কিন্তু যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে এক জন তাঁর তলোয়ার খুলে মহা-ইমামের গোলামকে আঘাত করে তার একটি কান কেটে ফেললো। ৪৮ তখন ঈসা তাদেরকে বললেন, যেমন দস্যু ধরতে যায়, তেমনি কি তোমরা তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে আসলে? ৪৯ আমি প্রতিদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে তোমাদের কাছে থেকে উপদেশ দিয়েছি, তখন তো আমায় ধরলে না; কিন্তু পাক-কিতাবের কালাম সফল হওয়া আবশ্যক। ৫০ তখন সাহাবীরা সকলে তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

৫১ আর এক জন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়িয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল; ৫২ তারা তাকে ধরলো, কিন্তু সে সেই চাদরখানি ফেলে উলঙ্গই পালিয়ে গেল।

মহা-ইমামের সম্মুখে ঈসা মসীহের বিচার

৫৩ পরে তারা ঈসাকে মহা-ইমামের কাছে নিয়ে গেল; তাঁর সঙ্গে প্রধান ইমামেরা, প্রাচীনবর্গরা ও আলেমেরা সকলে সমবেত হল। ৫৪ আর পিতর দূরে থেকে তাঁর পিছনে পিছনে ভিতরে মহা-

[১৪:৪৩] মথি ১০:৪।

[১৪:৪৫] মথি ২৩:৭।

[১৪:৪৯] মথি ২৬:৫৫; ১:২২ইশা ৫৩:৭-১২।

[১৪:৫০] আঃ ২৭।

[১৪:৫৪] মথি ২৬:৩; ইউ ১৮:১৮।

নেয়া হয়েছে।

১৪:৪১ ইবনুল-ইনসান। ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৪৩ এহুদা, সেই বারো জনের এক জন। ৩:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

অনেক লোক তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে ... আসলো। বায়তুল মোকাদ্দসের শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মী এবং গোলামেরা বা সাহায্যকারীরা অনেকে মিলে মসীহ্কে গ্রেফতার করতে এসেছিল। ইউহোন্না (১৮:৩) বলেছেন, অন্তত কয়েকজন রোমীয় সৈন্য এই গ্রেফতারকারী দলের মধ্যে ছিল। লাঠি নিয়ে আসার ব্যাপারে এই মত প্রকাশ করা হয় যে, বেশ কয়েকজনকেই শেষ মুহূর্তে বাধ্যতামূলক- ভাবে এই দলে আনা হয়েছিল, যাদের আগে থেকে কোন প্রস্তুতি ছিল না।

প্রধান ইমাম, আলেম ও প্রাচীন। ৮:৩১; মথি ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। ঈসা মসীহ্কে গ্রেফতার করার পরোয়ানা মহাসভা কর্তৃক দেওয়া হয়েছিল।

১৪:৪৫ চুম্বন। সম্মানের চিহ্ন, যা দ্বারা সাহাবীরা প্রথাগতভাবে তাদের রব্বিকে সম্ভাষণ জানিয়ে থাকে (লূক ২২:৪৭)।

১৪:৪৭ যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে এক জন। আমরা ইউহোন্নার সুসমাচার থেকে জানি যে, ইনি ছিলেন পিতর। যে গোলামকে তিনি আঘাত করেছিলেন তার নাম ছিল মল্ক (ইউ ১৮:১০)।

১৪:৪৯ বায়তুল-মোকাদ্দসে। ১১:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। পাক-কিতাবের কথা সফল হওয়া আবশ্যক। হয়তোবা ইশাইয়া ৫৩ অধ্যায়কে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা জাকা ১৩:৭ আয়াতেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই কথাটি ২৭ আয়াতে মসীহ্ কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে এবং এখন পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

১৪:৫০ তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ২৭-৩১ আয়াতের পরিপূর্ণতা এখানে সাধিত হল।

১৪:৫১ এক জন যুবক। তার পরিচয় সুনির্দিষ্টভাবে দেয়া হয়নি; কিন্তু তার ছদ্মনাম এ কথা বোঝায় যে, ইনিই হলেন ইউহোন্না-মার্ক, এই সুসমাচারের লেখক।

একখানি চাদর। সাধারণত এ ধরনের চাদরের বাইরের আবরণ মেষের লোম দিয়ে তৈরি হত। রক্ষীদের হাতে এমন সুন্দর ও দামী চাদর ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, যুবকটি ধনী পরিবার থেকে এসেছেন।

১৪:৫২ উলঙ্গই পালিয়ে গেল। তাঁর পরনে অন্তর্বাস না থাকার অর্থ হচ্ছে, তিনি ঈসাকে অনুসরণ করার জন্য তাড়াহুড়ো করে গায়ে শুধুমাত্র চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

১৪:৫৩-১৫:১৫ ঈসা মসীহের বিচার। ঈসা মসীহের বিচার দু'টি স্তরে হয়েছিল: ইহুদী বিচার ও রোমীয় বিচার, যার প্রত্যেকটির তিনটি অংশ রয়েছে। ইহুদী বিচারের অংশ ছিল:-

(১) হাননের সম্মুখে অর্থাৎ সাবেক প্রধান ইমামের শুনানি (যা কেবল ইউ ১৮:১২-১৪, ১৯-২৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে);

(২) মহা-ইমাম কায়াফার সম্মুখে এবং মহাসভার সম্মুখে বিচার, যিনি তখন প্রধান ইমাম ছিলেন (১৪:৫৩-৬৫); এবং

(৩) রাত্রিকালীন অধিবেশন মহাসভার চূড়ান্ত রায় (১৫:১)।

রোমীয় বিচারের তিনটি অংশ এরকম:

(১) পীলাতের সামনে বিচার (১৫:২-৫);

(২) হেরোদ আন্তিপাসের সামনে বিচার (কেবল লূক ২৩:৬-১২ আয়াতে রয়েছে); এবং

(৩) পীলাতের সামনে বিচার চলল ও শেষ হল (১৫:৬-১৫)। যেহেতু হেরোদ আন্তিপাসের সামনে ঈসা মসীহের উপস্থিতির কোন বৃত্তান্ত মার্ক দেন নি, তাই পীলাতের সামনের বিচার এই সুসমাচারে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে (১৫:২-১৫)।

১৪:৫৩ মহা-ইমাম। কায়াফা, ইনি সাবেক মহা-ইমাম হাননের জামাতা ছিলেন (মথি ২৬:৫৭)। কায়াফা ১৮-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মহা-ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। হানন সম্পর্কে মার্ক কিছুই বলেন নি (ইউ ১৮:১৩)।

প্রধান ইমামেরা, প্রাচীন নেতৃবর্গরা ও আলেমেরা। সম্পূর্ণ মহাসভা।

১৪:৫৪ মহা-ইমামের প্রাঙ্গন। গোপনীয়তা নিশ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে কায়াফার গৃহে মহাসভা বসতে পারতো।

ইমামের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত গেলেন এবং পদাতিকদের সঙ্গে বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।
[৫৫] তখন প্রধান ইমামেরা ও সমস্ত মহাসভা ঈসাকে হত্যা করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য খোঁজ করলো, কিন্তু পেল না। [৫৬] কেননা অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল বটে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিললো না। [৫৭] পরে কয়েক জন দাঁড়িয়ে তাঁর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বললো, [৫৮] আমরা ওকে এই কথা বলতে শুনেছি, আমি এই হাতের তৈরি এবাদতখানা ভেঙ্গে ফেলবো, আর তিন দিনের মধ্যে এমন আর একটি এবাদতখানা নির্মাণ করবো যা হাতের তৈরি নয়। [৫৯] এতেও তাদের সাক্ষ্য মিললো না। [৬০] তখন মহা-ইমাম মধ্যস্থানে দাঁড়িয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোন উত্তরই দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে? [৬১] কিন্তু তিনি নীরব রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। আবার মহা-ইমাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সেই মসীহ্, পরমধন্যের পুত্র? [৬২] ঈসা বললেন, আমি সেই; আর তোমরা ইবনুল-ইনসানকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আসমানের মেঘসহ আসতে দেখবে। [৬৩] তখন মহা-ইমাম নিজের কাপড় ছিঁড়ে বললেন, আর সাক্ষীর আমাদের কি প্রয়োজন? [৬৪] তোমরা তো কুফরী শুনলে; তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তারা সকলে তাঁকে দোষী করে বললো এ মৃত্যুর যোগ্য। [৬৫] তখন কেউ কেউ তাঁর গাঁয়ে থুথু দিতে লাগল এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মারতে লাগল, আর বলতে লাগল, ভবিষ্যদ্বাণী বল্ না? পরে পদাতিকরা প্রহার করতে করতে তাঁকে গ্রহণ করলো।

[১৪:৫৫] মথি ৫:২২।
[১৪:৫৮] ইউ ২:১৯।
[১৪:৬১] ইশা ৫৩:৭; মথি ২৭:১২,১৪; ১৬:১৬; মার্ক ১৫:৫; লূক ২৩:৯; ইউ ১৯:৯; ৪:২৫,২৬।
[১৪:৬২] প্রকা ১:৭।
[১৪:৬৩] লেবীয় ১০:৬; ২১:১০; শুমারী ১৪:৬; প্রেরিত ১৪:১৪।
[১৪:৬৪] লেবীয় ২৪:১৬।
[১৪:৬৫] মথি ১৬:২১।
[১৪:৬৬] আঃ ৫৪।
[১৪:৬৭] আঃ ৫৪; মার্ক ১:২৪।
[১৪:৬৮] আঃ ৩০,৭২।

পিতরের তিন বার অস্বীকার

[৬৬] পিতর যখন নিচে প্রাঙ্গণে ছিলেন, তখন মহা-ইমামের এক জন বাঁদী আসল; [৬৭] সে পিতরকে আগুন পোহাতে দেখে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললো, তুমিও তো সেই নাসরতীয় ঈসার সঙ্গে ছিলে। [৬৮] কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, তুমি যা বলছো, তা আমি জানিও না, বুঝিও না। পরে তিনি বের হয়ে ফটকের কাছে গেলেন, আর মোরগ ডেকে উঠলো। [৬৯] কিন্তু বাঁদী তাঁকে দেখে, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকেও বলতে লাগল, এই ব্যক্তি তাদের এক জন।

১৪:৫৫ মহাসভা। ইহুদীদের উচ্চ আদালত। ইঞ্জিল শরীফের সময়ে এটি তিন ধরনের সভ্যপদ নিয়ে গঠিত হত: প্রধান ইমাম, প্রাচীন এবং আলেম। এর পূর্ণ সভ্যপদ ছিল ৭১ জন; এদের মহা-ইমাম ছিলেন সভা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা। রোমীয় বিচার ব্যবস্থায় মহাসভাকে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা মৃত্যুদণ্ড আরোপ করতে পারতেন না (ইউ ১৮:৩১ এবং মথি ২৭:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:৫৬ অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল। ইহুদী বিচার কার্যক্রমে সাক্ষ্যদানকারীর অভিযোগ দায়েরকারী বা বাদীর ভূমিকা পালন করতো।

তাদের সাক্ষ্য মিললো না। দ্বি.বি. ১৯:১৫ আয়াত অনুসারে, দুই বা তিনজন লোক সাক্ষ্য না দিলে একজন লোককে শাস্তি দেয়া যায় না, অর্থাৎ সাক্ষীদের সকলের সাক্ষ্য এক হতে হবে।

১৪:৫৮ এই কথা বলতে শুনেছি। সুসমাচারে এই উদ্ধৃতিটির মত এত স্পষ্টভাবে ঈসা মসীহের আর কোন উক্তি উদ্ধৃত করা হয় নি। এটি সম্ভবত ইউ ২:১৯ আয়াতের কথা এখানে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪:৬১ পরমধন্যের পুত্র। "পরমধন্য" বলতে আল্লাহ্‌কে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু ইহুদীদের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করার ব্যাপারে সংস্কার চালু ছিল (১১:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)। এই উপাধিটি "আল্লাহ্‌র পুত্র" উপাধির সমান, যদিও এই প্রেক্ষাপটে এটি আল্লাহ্‌তের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে হয় না, বরং তা রাজকীয় মসীহ্‌তের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেহেতু প্রচলিত ইহুদী মতবাদ অনুসারে মসীহ্‌কে একজন মানুষ হতে হবে, আল্লাহ্ নন।

১৪:৬২ ইবনুল-ইনসান। ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন। এই উক্তির মধ্য দিয়ে দানি ৭:১৩ এবং জবুর ১১০:১ আয়াতকে সমন্বিত করা হয়েছে।

১৪:৬৩ নিজের বস্ত্র ছিঁড়ে বললেন। মহা দুঃখ বা শোকের চিহ্ন (পয়দা ৩৭:২৯; ২ বাদশাহ্ ১৮:৩৭; ১৯:১)। তবে এখানে মহা-ইমামের এই কাজ বিচারের রায় নিষ্পত্তি করা হিসেবে প্রকাশ করছে এবং এই সত্য প্রকাশ করছে যে, তিনি ঈসা মসীহের উত্তরকে আল্লাহ্ নিন্দা বা কুফরী বলে ধরে নিয়েছিলেন (মথি ২৬:৬৫ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু ইমামতির পোশাক ছিঁড়ে ফেলা মহা-ইমাম বা ইমামদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ২১:১০)।

১৪:৬৪ কুফরী। আল্লাহ্-নিন্দা; কুফরী করা বলতে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নাম ধরে গালাগাল বা ভর্ৎসনা করা নয় (লেবীয় ২৪:১০-১৬), কিন্তু সেই সাথে তাঁর মহিমা ও কর্তৃত্বে যে কোন ধরনের প্রকাশ্য অপমানও হতে পারে (মার্ক ২৭; ৩:২৮-২৯; ইউ ৫:১৮; ১০:৩৩)। মসীহ্ হিসেবে ঈসার দাবী বস্তুত এমন মহিমা ও কর্তৃত্বের দাবী যা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র থাকে, তাই কায়াফা এই কথাকে কুফরী বলে মনে করেছিলেন; মূসার শরীয়তে এই গুনাহের জন্য পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে (লেবীয় ২৪:১৬)।

১৪:৬৫ তাঁর গাঁয়ে থুথু দিতে লাগল ... তাঁকে ঘুষি মারতে লাগল। প্রত্যাখ্যান ও দোষারোপ করার এক সুপরিচিত ভঙ্গি (শুমারী ১২:১৪; দ্বি.বি. ২৫:৯; আইউব ৩০:১০; ইশা ৫০:৬)।

মুখ ঢেকে। মূলত এখানে বোঝানো হয়েছে চোখ ঢেকে। ইশা ১১:২-৪ আয়াতে এ ধরনের আভাস দেওয়া হয়েছে যে, মসীহ্ দৃষ্টিশক্তি ছাড়াই শুধু গন্ধ দিয়ে বুঝতে পারবেন।

ভবিষ্যদ্বাণী বল না? এর অর্থ। "বল তো দেখি, কে তোমাকে আঘাত করলো?"

১৪:৬৬ নিচে। যখন ঈসা মসীহ্‌কে কায়াফার গৃহের উপরতলার কক্ষে প্রহার করা হচ্ছিল, তখন পিতর নিচের প্রাঙ্গনে ছিলেন।

এক বাঁদী। দ্বার-রক্ষিকা (ইউ ১৮:১৬)।

১৪:৬৭ নাসরতীয়। মথি ২:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৬৮ তুমি যা বলছো, তা আমি জানিও না, বুঝিও না। আনুষ্ঠানিকভাবে ও আইনগতভাবে কোন কিছু অস্বীকার করার

পন্তীয় পীলাত

এহুদা রাজ্যের ৬ষ্ঠ রোমীয় শাসনকর্তা (২৬-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)। পন্তীয় পীলাতের প্রধান কার্যালয় ছিল সিজারিয়ায়, কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় জেরুশালেমে অবস্থান করতেন। তাঁর শাসনকাল ঈসা মসীহ্ ও বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার পরিচর্যা কালের পুরোটা জুড়ে বিস্তৃত ছিল, ফলে তাঁদের বিচারে পীলাতের নাম উল্লিখিত হয়েছে। পীলাত তৎকালীন গতানুগতিক রোমীয় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর শাসন ব্যবস্থায় ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন রোমীয় ভাবধারায় বিচার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি একদিকে শান্তিপ্রিয় অন্যদিকে উদ্ধত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক ছিলেন। ইহুদীদের মহাসভায় ঈসা মসীহের বিচার করার পরে তাঁকে পীলাতের কাছে আনা হয়। পীলাত মসীহের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন ও তাঁর বিষয়ে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই বিষয়টি তদন্ত করেন। ইহুদী নেতারা মসীহের বিপক্ষে রায় দিয়ে তাঁকে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করলেও পীলাত তাদের রায়ে সন্তুষ্ট হননি। তখন পীলাত মসীহ্‌কে প্রাসাদে এনে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং বাইরে অপেক্ষমান জনতাকে বলেন যে, তিনি ঈসার কোন দোষ খুঁজে পাননি। এতে জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে বলে, "এই ব্যক্তি সমুদয় এহুদিয়ায় এবং গালীল থেকে এই স্থান পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে প্রজাদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছে"।

যখন পীলাত শুনলেন যে মসীহ্ গালীলীয়, তখন তিনি তাঁকে হেরোদ আন্তিপাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু হেরোদ ঈসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার পীলাতের কাছে ফেরত পাঠান। তখন পীলাত তাঁর বিচার সভায় প্রস্তাব দেন যে, হেরোদ এবং তিনি নিজে ঈসার কোন দোষ খুঁজে পাননি, তাই তাঁরা ঈসাকে মুক্তি দিতে চান। তিনি আশা করেছিলেন সকলে তা সানন্দে গ্রহণ করবে। কিন্তু জনতা চিৎকার করে বলতে লাগল, "একে নয়, বরং বারাব্বাসকে ছেড়ে দাও।" তখন পীলাত বলেন, "তোমাদের বাদশাহ্‌কে কি আমি ক্রুশে দেব?" এই সময় তারা পাগলের মত চিৎকার করে বলতে থাকে, "আপনি যদি এই লোকটাকে ছেড়ে দেন তবে আপনি সম্রাট সীজারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে বাদশাহ্ বলে দাবি করে সে তো সম্রাট সীজারের শত্রু।"

পরিশেষে পীলাত ঈসা মসীহের মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়ে তাঁকে সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দেন। রোমীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী পীলাতের নির্দেশে ক্রুশবিদ্ধ মসীহের মাথার ওপরে দোষ-নামা লেখা একটি লিপিফলক টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হিব্রু, রোমীয় এবং গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল: "নাসরতের ঈসা, ইহুদীদের বাদশাহ্।" ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার শাসক পীলাতের বিরুদ্ধে মহা অভিযোগ আনেন, ফলে তিনি গলের ভিন্নি শহরে নির্বাসিত হন এবং সম্ভবত সেখানেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- রোমীয় সম্রাট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এহুদিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা।

দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- সামরিক যুদ্ধে পরাজিত একটি জনগোষ্ঠীকে শাসন করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন, ফলে তারা সম্পূর্ণভাবে রোমের অধীন হয়ে থাকে নি।
- প্রতিনিয়ত তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য তিনি বেশ কঠোর হয়ে ওঠেন ও শাসনকর্তা হিসাবে লোকদের প্রতি যত্নবান না হয়ে তিনি বলপ্রয়োগকারী শাসক হয়ে ওঠেন।
- যদিও তিনি স্বীকার করেন যে, ঈসা মসীহ্ নির্দোষ ছিলেন, কিন্তু লোকদের চাপের মুখে তিনি অন্যায় বিচারের রায় ঘোষণা করে ঈসাকে ক্রুশে দেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- সত্য যখন রাজনৈতিক স্বার্থের মুখে পড়ে তখন অনেক বড় মন্দ কাজ সংগঠিত হতে পারে।
- সত্যকে চাপা দিয়ে রাখলে যে কোন ব্যক্তিই উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা হারিয়ে ফেলে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** এহুদিয়া
- **কাজ:** এহুদিয়ার রোমীয় শাসনকর্তা
- **আত্মীয়-স্বজন:** স্ত্রী, যার নাম জানা যায় নি
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** কাইয়াফা, হেরোদ আন্তিপাস, ঈসা মসীহ্।

মূল আয়াত: "পীলাত তাঁকে বললেন, সত্য কি? এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে ইহুদীদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন, আমি তো এর কোনই দোষ পাচ্ছি না। কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি আছে যে, আমি ঈদুল ফেসাখের সময়ে তোমাদের জন্য এক ব্যক্তিকে ছেড়ে দিই; ভাল, তোমরা কি ইচ্ছা কর যে, আমি তোমাদের জন্য ইহুদীদের বাদশাহ্‌কে ছেড়ে দেব?" (ইউহোন্না ১৮:৩৮,৩৯)

সুসমাচারগুলোতে পীলাতের কথা লেখা আছে। এছাড়া প্রেরিত কিতাবের ৩:১৩; ৪:২৭; ১৩:২৮ ও ১ তীমথিয় ৬:১৩ আয়াতে পীলাতের কথা পাওয়া যায়।

৭০ তিনি আবার অস্বীকার করলেন। কিছু সময় পরে, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, আবার তারা পিতরকে বললো, সত্যিই তুমি তাদের এক জন, কেননা তুমি গালীলীয় লোক। ৭১ কিন্তু তিনি বদদোয়াপূর্বক শপথ করে ও কসম খেয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা যে ব্যক্তির কথা বলছো তাকে আমি চিনি না। ৭২ তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বার মোরগ ডেকে উঠলো; তাতে ঈসা এই যে কথা বলেছিলেন, 'মোরগ দু'বার ডাকবার আগে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করবে,' তা পিতরের মনে পড়লো এবং তিনি সেই বিষয় চিন্তা করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

শাসনকর্তা পিলাতের সম্মুখে ঈসা মসীহের বিচার

১৫ ১ আর প্রধান ইমামেরা খুব ভোরে প্রাচীন নেতাদের, আলেমদের ও সমস্ত মহাসভার সঙ্গে পরামর্শ করে ঈসাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পীলাতের হাতে তুলে দিল। ২ তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইহুদীদের বাদশাহ্? জবাবে তিনি তাঁকে বললেন, তুমিই বললে। ৩ পরে প্রধান ইমামেরা তাঁর উপরে অনেক দোষারোপ করতে লাগল। ৪ পীলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোনই উত্তর দেবে না? দেখ, এরা তোমার উপরে কত দোষারোপ করছে। ৫ কিন্তু ঈসা আর কোন জবাব দিলেন না; তাতে পীলাত আশ্চর্য হলেন।

৬ ঈদুল ফেসাখের সময়ে তিনি লোকদের জন্য এমন এক জন বন্দীকে মুক্ত করতেন, যাকে তারা চাইতো। ৭ সেই সময়ে বারাব্বা নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহীদের সঙ্গে কারাগারে আটক ছিল, তারা বিদ্রোহ করে নরহত্যাও করেছিল। ৮ তখন লোকেরা উপরে গিয়ে, তিনি তাদের জন্য যা করতেন, তা-ই যাচঞা করতে লাগল। ৯ পীলাত জবাবে তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের জন্য ইহুদীদের বাদশাহ্‌কে মুক্ত করে দেব, এ কি তোমাদের ইচ্ছা? ১০ কেননা প্রধান ইমামেরা যে হিংসাবশত তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল তা তিনি জানতে পেরেছিলেন। ১১ কিন্তু প্রধান ইমামেরা জনতাকে উত্তেজিত করে নিজেদের জন্য বরং বারাব্বার মুক্তি চাইতে বললো। ১২ পরে পীলাত আবার জবাবে তাদেরকে বললেন, তবে তোমরা যাকে ইহুদীদের বাদশাহ্ বল, তাকে নিয়ে কি করবো? ১৩ তারা পুনর্বার চিৎকার করে বললো, ওকে ক্রুশে দাও। ১৪ পীলাত তাদেরকে বললেন, কেন? এ কি অপরাধ করেছে? কিন্তু তারা ভীষণভাবে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ওকে ক্রুশে দাও। ১৫ তখন পীলাত লোকগুলোকে সন্তুষ্ট করার মানসে তাদের জন্য বারাব্বাকে মুক্ত করলেন এবং ঈসাকে কশাঘাত করে ক্রুশের

[১৪:৭০] আঃ ৩০,৬৮,৭২; প্রেরিত ২:৭।
[১৪:৭১] আঃ ৩০,৭২।
[১৪:৭২] আঃ ৩০,৬৮।
[১৫:১] মথি ২৭:১; ৫:২২; ২৭:২; লূক ২২:৬৬।
[১৫:২] আঃ ৯,১২, ১৮,২৬; মথি ২:২।
[১৫:৫] মার্ক ১৪:৬১।
[১৫:৯] আঃ ২।
[১৫:১১] প্রেরিত ৩:১৪।
[১৫:১৫] ইশা ৫৩:৬।

জন্য প্রচলিত ইহুদী প্রথা।

১৪:৭০ গালীলীয়। গালীলীয়দের সহজেই তাদের বাচনভঙ্গির জন্য চেনা যেত। পিতরের কথার ভঙ্গি তাঁকে একজন গালীলীয় হিসেবে প্রমাণ করছিল এবং প্রাঙ্গনে এহুদিয়ার অধিবাসীদের মাঝে তাঁর নিঃসঙ্গ উপস্থিতি এ কথা প্রকাশ করেছিল যে, তিনি ঈসা মসীহের একজন অনুসারী।

১৪:৭১ বদদোয়াপূর্বক শপথ করে। তিনি অপবিত্র বা অশুভ কোন কিছুর বা কথার প্রতি ইঙ্গিত করেন নি; বরং তিনি কসম দিয়ে নিশ্চিত করছিলেন যে, আল্লাহ্‌র অভিশাপ তাঁর উপর পড়বে, যদি তাঁর কথা সত্যি না হয়।

১৫:১ খুব ভোরে। দুঃখভোগ সপ্তাহের শুক্রবার। রোমীয় সরকার ব্যবস্থায় কার্যদিবস শুরু হত দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে। ১৪:৫৫ আয়াতের নোট দেখুন।

পরামর্শ করে। স্পষ্টত তারা পীলাতের সামনে ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে কুফরীর পরিবর্তে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁকে অভিযুক্ত করতে চেয়েছিল (লূক ২৩:১-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

পীলাত। ২৬-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এহুদিয়া অঞ্চলে দায়িত্ব পালনকারী রোমীয় গভর্নর, যার সরকারী বাসভবন ছিল ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল সিজারিয়াতে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিজারিয়াতে কর্মরত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পীলাত ও তাঁর নাম সম্বলিত শিলালিপি আবিষ্কার করেন, যা পীলাতের শাসনামলের সময়কার। জেরুশালেমে এসে তিনি মহান হেরোদ কর্তৃক নির্মিত মনোরম বাসভবনে অবস্থান করছিলেন, যা বায়তুল মোকাদ্দসের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। মার্ক ১৬ আয়াতে এই ভবনকে রাজপ্রাসাদ হিসেবে নির্দেশ করেছেন এবং এটিই সেই স্থান, যেখানে ঈসা মসীহের চূড়ান্ত বিচার সংঘটিত হয়েছিল। মার্ক মসীহের ক্রুশারোপণের দায় ইহুদীদের উপর বর্তিয়েছেন এবং রোমীয় পাঠকদের এ কথা বোঝিয়েছেন যে, ঈসা মসীহ্ রোমীয় শাসকের কাছে নির্দোষ বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

১৫:২ পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রোমীয় আদালতে শাসনকর্তা বা গভর্নর এককভাবে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন।

১৫:৩ অনেক দোষারোপ। লূক ২৩:২ আয়াতের নোট দেখুন। অপরাধমূলক মামলায় কয়েকটি অভিযোগ আনা স্বাভাবিক ছিল।

১৫:৪ তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? যদি ঈসা মসীহ্ আত্মপক্ষ সমর্থন না করেন, তাহলে রোমীয় বিধি অনুসারে পীলাতকে তাঁর উদ্দেশ্যে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হত।

১৫:৬ ঈদুল ফেসাখের সময়ে। ইউ ১৮:৩৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৭ বারাব্বা। এই নামের অর্থ "পিতার সন্তান" এবং এ নামটি "বেহেশতী পিতার পুত্র" ঈসা মসীহের সাথে তারতম্য প্রকাশ করে। সম্ভবত সে ইহুদীদের একটি বিপ্লবী দলের সদ্য ছিল।

বিদ্রোহ। অন্যান্য উৎস থেকে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, যদিও মার্ক এমনভাবে এ সম্পর্কে বলেছেন যেন এই বিদ্রোহের ঘটনা ঈসা মসীহের সময়ে সর্বজনবিদিত ছিল। সাধারণত রোমীয় শাসনামলে প্রায়ই এ ধরনের বিদ্রোহ সংঘটিত হত (লূক ১৩:১)।

১৫:১৩ ওকে ক্রুশে দাও। ২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১৫ কশাঘাত। রোমীয়রা বন্দীদেরকে নির্যাতন করার জন্য চামড়ার তৈরি কশ বা চাবুক ব্যবহার করতো, যার প্রান্তভাগে

উপরে হত্যা করার জন্য তুলে দিলেন।

ঈসা মসীহের প্রতি সৈন্যদের বিদ্রুপ

[১৬] পরে সৈন্যেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে, অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের ভিতরে, তাঁকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত সেনাদলকে ডেকে একত্র করলো। [১৭] পরে তাঁকে বেগুনে কাপড় পরালো এবং কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় দিল, [১৮] আর তাঁর বন্দনা করে বলতে লাগল, ইহুদী-রাজ, আস্‌সালামু আলাইকুম! [১৯] আর তাঁর মাথায় লাঠি দ্বারা আঘাত করলো, আর তাঁর গায়ে থুথু দিল ও হাঁটু পেতে তাঁকে সেজ্‌দা করলো। [২০] তাঁকে বিদ্রূপ করার পর তারা ঐ বেগুনে কাপড় খুলে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে দিল। পরে তারা ক্রুশে দেবার জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল।

[১৫:১৬] ইউ ১৮:২৮,৩৩; ১৯:৯।
[১৫:১৮] আঃ ২।
[১৫:২০] ইব ১৩:১২।
[১৫:২১] মথি ২৭:৩২; রোমীয় ১৬:১৩; লূক ২৩:২৬।
[১৫:২৩] আঃ ৩৬; জবুর ৬৯:২১; মেসাল ৩১:৬।
[১৫:২৪] জবুর ২২:১৮।
[১৫:২৬] আঃ ২।

[২১] আর শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম থেকে সেই পথ দিয়ে আসছিল – সে সিকন্দরের ও রূফের পিতা – তাকেই তারা ঈসার ক্রুশ বইবার জন্য বাধ্য করলো। [২২] পরে তারা তাঁকে গলগথা নামক স্থানে নিয়ে গেল; এই নামের অর্থ 'মাথার খুলির স্থান'। [২৩] আর তারা তাঁকে গন্ধরসে মিশানো আঙ্গুর-রস দিতে চাইল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। [২৪] পরে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল এবং তাঁর কাপড়গুলো ভাগ করে নিল; কে কি নেবে তা ঠিক করার জন্য গুলিবাঁট করলো।
[২৫] সকাল ন'টার সময় তারা তাঁকে ক্রুশে দিল। [২৬] আর তাঁর উপরে এই দোষ-নামা লেখা হল, 'ইহুদীদের বাদশাহ্'। [২৭] আর তারা তাঁর সঙ্গে

কাঁটা ও পাথর সংযুক্ত থাকত। ইহুদীরা সর্বোচ্চ ৪০টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত করার অনুমোদন দিত, কিন্তু রোমীয়দের মধ্যে এ ধরনের কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কশাঘাত করা বন্দীরা বেঁচে থাকতো না।

১৫:১৬ রাজপ্রাসাদের ভিতরে। এর মূল শব্দটি দিয়ে সাধারণত সৈনিকদের তাঁবু বা সামরিক প্রধান কার্যালয়কে বোঝানো হত।

সমস্ত সেনাদল। যে সৈন্যরা রাজপ্রাসাদে একত্রিত হয়েছিল, তাদেরকে প্যালেস্টাইনের অ-ইহুদী অধিবাসীদের মধ্য থেকে সৈনিক হিসেবে চাকরিতে নেওয়া হয়েছিল এবং তারা রোমীয় সামরিক সরকারের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল।

১৫:১৭ বেগুনে কাপড়। সম্ভবত পুরনো সামরিক পোশাক, যার রং ছিল বেগুনী (মথি ২৭:২)।

কাঁটার মুকুট। কাঁটাগাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি মুকুট (এর মূল গ্রীক শব্দটি সহজভাবে কেবল "কাঁটাঝোপ" বোঝায়), যা প্যালেস্টাইনে সহজলভ্য ছিল। বেগুনে কাপড় ও কাঁটার মুকুট উভয়ই ঈসা মসীহ্‌কে অপমান করার জন্য তাঁর গায়ে চাপানো হয়েছিল।

১৫:১৮ ইহুদী-রাজ, আস্‌সালামু আলাইকুম! অপমানসূচক অভ্যর্থনা, যা "সীজার, আস্‌সালামু আলাইকুম" – এই প্রথাগত সম্ভাষণ নকল করে বলা হয়েছিল।

১৫:১৯ তাঁর গায়ে থুথু দিল। সম্ভবত আনুগত্যের চুম্বনের এক ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশ; হাতে বা গালে চুম্বন করা মধ্যপ্রাচ্যের রাজকীয় ব্যক্তিবর্গকে সম্ভাষণ ও শ্রদ্ধা জানানোর প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল।

১৫:২১ শিমোন। কুরীণীয় শিমোন, একজন ইহুদী; সম্ভবত তিনি ঈদুল ফেসাখ পালন করার জন্য জেরুশালেমে অবস্থান করছিলেন (প্রেরিত ৬:৯)।

কুরীণীয়। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ নগর, যার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ছিল ইহুদী জনগোষ্ঠী।

সিকন্দরের ও রূফের পিতা। কেবল মার্ক কর্তৃক তাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে; এখানে এমনভাবে নাম দু'টো বলা হয়েছে, যেন যাদের কাছে তিনি এই সুসমাচার লিখেছেন তাদের কাছে এই দুই ব্যক্তি পরিচিত ছিলেন। তবে রূফ হয়তো রোমীয় ১৬:১৩ আয়াতে উক্ত একই ব্যক্তি হতে পারে।

ক্রুশ বইবার জন্য। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার নিজ ক্রুশ বহন করতে হত, যা প্রায় ৩০ বা ৪০ কেজি ওজনের ছিল এবং তা ক্রুশারোপণের স্থান পর্যন্ত নিয়ে যেতে হত। মসীহ্‌ও তাঁর ক্রুশটি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন (ইউ ১৯:১৭), কিন্তু তিনি কশাঘাতের কারণে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, শিমোনকে ক্রুশ বহনের কাজটি করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

১৫:২২ গলগথা। এই নামের অর্থ 'মাথার খুলির স্থান'। এটি একটি পাহাড়ের নাম হতে পারে (যদিও সুসমাচারে এ ধরনের কোন পাহাড় সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি), যা দেখতে খুলির মত। এখানে সে সময় অনেক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত।

১৫:২৩ গন্ধরসে মিশানো আঙ্গুর-রস। তালমুদ গ্রন্থ এই সাক্ষ্য দেয় যে, গন্ধরস মিশানো আঙ্গুর-রস মৃত্যুযন্ত্রণাকে প্রশমিত করে (হেদায়েত ৩১:৬)। গন্ধরস আরবীয় মরুভূমি ও আফ্রিকা অঞ্চলে প্রাপ্ত এক প্রকার বিশেষ গাছ থেকে তৈরি মসলা (পয়দা ৩৭:২৫); এটি অনুভূতিনাশকও বটে, সুতরাং মসীহ্ এই পানীয় পান করলে নিঃসন্দেহে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন এবং আমরা ক্রুশের উপর তাঁর সপ্তবাণী আর শুনতে পেতাম না।

১৫:২৪ ক্রুশে দিল। মৃত্যুদণ্ড দানের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অপরাধীকে ক্রুশ কাঠের উপর পেরেকবিদ্ধ করা হয়, বড় লোহার পেরেক বা গজাল হাতের কব্জি ও পায়ের তালুর হাড় ভেদ করে কাঠের সাথে গেঁথে দেওয়া হত। যদি দোষী ব্যক্তির জীবন দীর্ঘক্ষণ থাকতো, তখন মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য তার পা ভেঙ্গে দেয়া হত (ইউ ১৯:৩৩)। জেরুশালেমের কাছে ৭ থেকে ৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যকার সময়ের ক্রুশাহত এক লোকের কঙ্কাল প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন, যা ক্রুশে হত অপরাধীদের অবস্থানের প্রতি নির্দেশ করে। যারা রোমীয় নাগরিক নয়, এমন গোলাম, খুব নীচ অপরাধী এবং বিদ্রোহীদেরকেই শুধুমাত্র এভাবে নৃশংস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। প্রথম শতাব্দীর লেখকগণ স্পষ্ট করে ক্রুশাহত হওয়ার যন্ত্রণা ও অপমানের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

তাঁর কাপড়গুলো ভাগ করে নিল। যে সৈন্যরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতো, তাদের অলিখিতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পোশাক বা টাকার থলি, এ ধরনের জিনিস ভাগ করে নেওয়ার অধিকার ছিল। ঈসা মসীহের পোশাকের মধ্যে ছিল সম্ভবত বহির্বাস ও অন্তর্বাস, কোমর বন্ধনী এবং পায়ের স্যান্ডেল।

১৫:২৬ দোষ-নামা: অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন ক্রুশ কাঁধে নিয়ে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যেত, সে সময় তার সামনে একটি কাঠের ফলকে তার মৃত্যুদণ্ডের কারণ লিখে দেওয়া হত এবং ক্রুশ স্থাপন করার পর তার মাথার উপর বোর্ডটি টাঙ্গিয়ে দেয়া হত।

ইহুদীদের বাদশাহ: দোষ-নামাতে উল্লিখিত শব্দাবলীতে সুসমাচার ভেদে কিছু পার্থক্য দেখা যায়; কিন্তু এ ব্যাপারে

দু'জন দস্যুকে ক্রুশে দিল– এক জনকে তাঁর ডানে ও এক জনকে তাঁর বামে। [২৮] তখন পাক-কিতাবের এই কালাম পূর্ণ হল, তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন। [২৯] আর যেসব লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নেড়ে তাঁর নিন্দা করে বললো, ওহে, তুমি না এবাদতখানা ভেঙ্গে ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তোল! [৩০] নিজেকে রক্ষা কর, ক্রুশ থেকে নেমে এসো। [৩১] আর সেভাবে প্রধান ইমামেরাও আলেমদের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে তাঁকে বিদ্রূপ করে বললো, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করতো, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না; [৩২] মসীহ্ ইসরাইলের বাদশাহ্, এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, দেখে আমরা তাঁর উপর ঈমান আনবো। আর যারা তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল, তারাও তাঁকে তিরস্কার করলো।

[৩৩] পরে বেলা ছয় ঘটিকা থেকে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হয়ে রইলো। [৩৪] আর নয় ঘটিকার সময়ে ঈসা উচ্চরবে ডেকে বললেন, এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী; অনুবাদ করলে এর অর্থ এই, 'আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ'? [৩৫] তাতে যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই কথা শুনে বললো, দেখ, ও ইলিয়াসকে ডাকছে। [৩৬] আর এক জন দৌড়ে একখানি স্পঞ্জে সিরকা ভরে তা নলে লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিয়ে বললো, থাক্, দেখি, ইলিয়াস ওকে নামাতে আসেন কি না।

[৩৭] পরে ঈসা জোরে চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। [৩৮] তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল। [৩৯] আর যে শতপতি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি যখন দেখলেন যে, ঈসা এইভাবে ইন্তেকাল করলেন, তখন বললেন, সত্যিই ইনি আল্লাহ্র পুত্র ছিলেন।

[৪০] কয়েকজন স্ত্রীলোকও দূরে থেকে তা দেখছিলেন; তাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম, ছোট ইয়াকুবের ও যোশির মা মরিয়ম এবং শালোমী ছিলেন। [৪১] যখন তিনি গালীলে ছিলেন, তখন এঁরা তাঁর পিছনে পিছনে যেতেন ও তাঁর

[১৫:২৯] জবুর ২২:৭; ১০৯:২৫; ইউ ২:১৯।
[১৫:৩১] জবুর ২২:৭।
[১৫:৩২] মার্ক ১৪:৬১; আঃ ২।
[১৫:৩৩] আমোস ৮:৯।
[১৫:৩৪] জবুর ২২:১।
[১৫:৩৬] জবুর ৬৯:২১।
[১৫:৩৭] ইউ ১৯:৩০।
[১৫:৩৮] ইব ১০:১৯,২০।
[১৫:৩৯] মার্ক ১:১,১১; ৯:৭; মথি ৪:৩।
[১৫:৪০] জবুর ৩৮:১১; মার্ক ১৬:১; লূক ২৪:১০; ইউ ১৯:২৫।

সবাই একমত যে, ঈসা মসীহ্কে ক্রুশারোপণ করা হয়েছিল নিজেকে ইহুদীদের বাদশাহ্ দাবী করার জন্য।

১৫:২৭ দু'জন দস্যু: রোমীয় আইন অনুসারে দস্যুবৃত্তি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয়। মার্কের লেখা অনুসারে এই দু'জন সাজাপ্রাপ্তের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে তাদেরকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল।

১৫:২৮ তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন: ইশাইয়া ৫৩:১২ যে কথা মসীহের জন্য লেখা আছে তা পূর্ণ হল, "তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন।"

১৫:৩২ যারা তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল: দুই অপরাধীর একজন পরে মন পরিবর্তন করেছিল এবং ঈসা মসীহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিল (লূক ২৩:৩৯-৪৩)।

১৫:৩৩ ছয় ঘটিকা: দুপুর ১২টা।
নয় ঘটিকা: বিকেল ৩টা।

১৫:৩৪ এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী: এর অর্থ এই, 'আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ'? কথাগুলো অরামীয় ভাষায় বলা হয়েছিল, যা ঈসা মসীহের সময়ে প্যালেস্টাইনে প্রচলিত ভাষাগুলোর একটি। এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, ঈসা মসীহ্ যখন মানবজাতির গুনাহ্ বহন করছিলেন, সে সময় তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক কীভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন (জবুর ২২:১)। ঈসা মসীহের খাঁটি মানবীয় বৈশিষ্ট্য গুনাহ্গ্রস্ত হল, যেন আমরা রক্ষা পাই ও কখনও আল্লাহ্র কাছ থেকে আলাদা না হই (ইব ১৩:৫)। এ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তিনি এ জগতের গুনাহ্ময় মানবত্বকে উদ্ধার করতে তাঁর খাঁটি মানবত্বকে উৎসর্গীকৃত করছেন। ধার্মিক মানবত্ব নিয়ে এসে মানবীয় ঈসা আবার পিতার কাছে চলে গেলেন।

১৫:৩৫ দেখ, ও ইলিয়াসকে ডাকছে: পাশে দাঁড়ানো লোকেরা ঈসা মসীহের চিৎকারের *(এলোই, এলোই)* প্রথম কথাগুলোকে ইলিয়াসের জন্য কান্না বলে ভুলভাবে নিয়েছিল। প্রথাগতভাবে এই কথা বিশ্বাস করা হয় যে, নবী ইলিয়াস নির্দোষদের রক্ষা করার জন্য এবং ধার্মিকদের উদ্ধার করার জন্য সঙ্কটের মুহূর্তে আসবেন (আয়াত ৩৬)।

১৫:৩৬ সিরকা: শ্রমিক ও সৈন্যদের পানের জন্য ব্যবহৃত টক আঙ্গুর-রস।

১৫:৩৭ জোরে চিৎকার করে: চিৎকারের প্রবণতা নির্দেশনা দেয় যে, যারা ক্রুশাহত হয় তাদের মত তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন নি; কারণ তারা সম্পূর্ণ যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও দীর্ঘ সময়ের যাতনা ভোগ করে এবং তারপর মৃত্যুর আগে অবচেতন হয়ে পড়ে। কোন সুসমাচার লেখক এমন কথা লেখেন নি যে, মসীহ্ মারা গেলেন; কারণ তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছায় অতুলনীয়ভাবে তাঁর রূহ্ সমর্পণ করলেন।

১৫:৩৮ বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দা: এই পর্দা মহাপবিত্র স্থান থেকে পবিত্র স্থানকে আলাদা করে রেখেছিল (হিজ ২৬:৩১-৩৩)। পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনা এটি নির্দেশ করে যে, ঈসা মসীহ্ স্বয়ং আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য প্রবেশ করেছেন যেন আমরাও আল্লাহ্র প্রতিটি উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারি (ইব ৯:৮-১০, ১২; ১০:১৯-২০)।

১৫:৩৯ শতপতি: তার নাম লঙ্গিনুস; তিনি রোমীয় সেনাবাহিনীতে ১০০ জন সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন।
ঈসা এইভাবে ইন্তেকাল করলেন: ৩৭ আয়াতের নোট দেখুন।
আল্লাহ্র পুত্র: মথি ২৭:৫৪; লূক ২৩:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:৪০ মগ্দলীনী মরিয়ম: ১৬:৯ ও লূক ৮:২ আয়াত থেকে আমরা জানি যে, ঈসা মসীহ্ তার ভেতর থেকে সাতটি বদ-রূহ্ ছাড়িয়েছিলেন।
ছোট ইয়াকুবের ও যোশির মা মরিয়ম: মার্ক ১৫:৪৭; ১৬:১ দেখুন।
শালোমী: সম্ভবত সিবদিয়ের স্ত্রী এবং ইয়াকুব ও ইউহোন্নার মা (মথি ২৭:৫৬)।

পরিচর্যা করতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে জেরুশালেমে এসেছিলেন।

৪২ পরে সন্ধ্যা হলে, সেদিন আয়োজন দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন বলে, ৪৩ অরিমাথিয়ার ইউসুফ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত পরিষদ-সদস্য আসলেন, তিনি নিজেও আল্লাহ্‌র রাজ্যের অপেক্ষা করতেন; তিনি সাহসপূর্বক পিলাতের কাছে গিয়ে ঈসার লাশ যাচঞা করলেন। ৪৪ কিন্তু ঈসা যে এত শীঘ্র ইন্তেকাল করেছেন, এতে পীলাত আশ্চর্য জ্ঞান করলেন এবং সেই শতপতিকে ডেকে এনে, তিনি এর মধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন কি না, জিজ্ঞাসা করলেন; ৪৫ পরে শতপতির কাছ থেকে জেনে ইউসুফকে লাশটি দান করলেন। ৪৬ ইউসুফ একখানি চাদর কিনে তাঁকে নামিয়ে ঐ চাদরে জড়ালেন এবং শৈলে খোদাই-করা একটি কবরে রাখলেন; পরে কবরের মুখে একখানি পাথর গড়িয়ে দিলেন। ৪৭ তাঁকে যে স্থানে রাখা হল, তা মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোশির মা মরিয়ম দেখতে পেলেন।

[১৫:৪১] মথি ২৭:৫৫,৫৬; লূক ৮:২,৩।
[১৫:৪২] মথি ২৭:৬২; ইউ ১৯:৩১।
[১৫:৪৩] মথি ৫:২২; ৩:২; লূক ২:২৫,৩৮।
[১৫:৪৭] আঃ ৪০।
[১৬:১] লূক ২৩:৫৬; ইউ ১৯:৩৯,৪০।
[১৬:৩] মার্ক ১৫:৪৬।
[১৬:৫] ইউ ২০:১২।
[১৬:৬] মার্ক ১:২৪।
[১৬:৭] ইউ ২১:১-২৩; মার্ক ১৪:২৮।

ঈসা মসীহের পুনরুত্থান

১৬ ১ বিশ্রামবার অতীত হলে পর মগ্দলীনী মরিয়ম, ইয়াকুবের মা মরিয়ম এবং শালোমী সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করলেন, যেন গিয়ে তাঁর লাশে মাখাতে পারেন। ২ পরে সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁরা খুব ভোরে, সূর্য উঠলে পর, কবরের কাছে আসলেন। ৩ তাঁরা পরস্পর বলাবলি করছিলেন, কবরের মুখ থেকে কে আমাদের জন্য পাথরখানি সরিয়ে দেবে? ৪ এমন সময় তাঁরা দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, পাথরখানি সরানো হয়েছে; কেননা তা বেশ বড় ছিল। ৫ পরে তাঁরা কবরের ভিতরে গিয়ে দেখলেন, ডান পাশে সাদা পোশাক পরা এক জন যুবক বসে আছেন; তাতে তাঁরা খুব অবাক হলেন। ৬ তিনি তাঁদেরকে বললেন, অবাক হয়ো না, তোমরা নাসরতীয় ঈসার খোঁজ করছো, যিনি ক্রুশে হত হয়েছেন; তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন, এখানে নেই; দেখ, এই স্থানে তাঁকে রাখা হয়েছিল; ৭ কিন্তু তোমরা যাও, তাঁর সাহাবীদেরকে আর পিতরকে বল, তিনি তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন; যেমন তিনি

১৫:৪২ আয়োজন দিন: শুক্রবার; যেহেতু সময়টি ছিল শেষ বিকেল, তাই সূর্যাস্তের আগেই ক্রুশ থেকে ঈসা মসীহের দেহ নামিয়ে আনা জরুরি ছিল, কারণ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্রামবার শুরু হবে (দ্বি.বি. ২১:২২)।

১৫:৪৩ অরিমাথিয়া: মথি ২৭:৫৭ আয়াতের নোট দেখুন।

পরিষদ-সদস্য: সহাসভার সভ্য (১৪:৫৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

আল্লাহ্‌র রাজ্য: মথি ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

পীলাত। ১ আয়াতের নোট দেখুন।

ঈসার লাশ যাচঞা করলেন: লূক ২৩:৫২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৪৪ আশ্চর্য জ্ঞান করলেন: ক্রুশাহত লোকেরা প্রায়ই ক্রুশারোপণের পর দুই বা তিন দিন বেঁচে থাকে, তাই ঈসা মসীহের এত দ্রুত মৃত্যুবরণ করার ঘটনাটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী।

১৫:৪৫ ইউসুফকে লাশটি দান করলেন: রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর লাশ এত সহজে নিয়ে যেতে দেওয়া এবং বিশেষ করে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নন এমন একজনের কাছে তা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক একটি বিষয় ছিল।

১৫:৪৬ শৈলে খোদাই-করা একটি কবর: মথি আমাদের বলেন যে, কবরটি ইউসুফের নিজের জন্য সংরক্ষিত ছিল এবং এটি ছিল নতুন, অর্থাৎ আগে এর ব্যবহার হয় নি (মথি ২৭:৬০)। কবরস্থানটি ক্রুশারোপণ স্থানের খুব নিকটবর্তী একটি বাগানে অবস্থিত ছিল (ইউ ১৯:৪১)। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে ঈসা মসীহের কবরস্থ করণের স্থানটি (বর্তমানে জেরুশালেমে অবস্থিত চার্চ অব দ্যা হলি সেপালখার) ছিল প্রথম শতাব্দীর একটি কবরস্থান।

পাথর: চাকতি আকৃতির বড় পাথর, যা কবরের ঢালু মুখে গড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

১৬:১ বিশ্রামবার অতীত হলে: শনিবার প্রায় সন্ধ্যা ৬টা। বিশ্রামবারে কোন ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব ছিল না।

মগ্দলীনী মরিয়ম, ইয়াকুবের মা মরিয়ম এবং শালোমী: ১৫:৪০ আয়াতের নোট দেখুন।

সুগন্ধি দ্রব্য: ঔষধ দ্বারা দেহ সজীব রাখার প্রথা ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। এসব সুগন্ধি দ্রব্য আনা হয়েছিল ভক্তি ও ভালবাসার চিহ্ন হিসেবে।

যেন তাঁর লাশে মাখাতে পারেন: ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের কোন আশা এই মহিলাদের মধ্যে ছিল না।

১৬:৩ কে আমাদের জন্য পাথরখানি সরিয়ে দেবে?: কবরের প্রবেশস্থলে বড় পাথর স্থাপন করা আপেক্ষিকভাবে সহজ কাজ, কিন্তু একবার যদি প্রবেশ মুখের কঠিন পাথরের মধ্যে কাটা খাঁচে পাথরটি বসানো যায়, তাহলে তা সরানো খুবই কষ্টকর।

১৬:৫ তাঁরা কবরের ভিতরে গিয়ে দেখলেন: কবরের বহির্ভাগের প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ পথের অবস্থান ছিল, যার শেষ প্রান্তে ছিল আয়তাকার কবর-কক্ষ।

সাদা পোশাক পরা এক জন যুবক: মথি তাঁকে একজন ফেরেশতা বলে পরিচয় দিয়েছেন (২৮:২)। লূক ২৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৬ ক্রুশে হত হয়েছেন: ১৫:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন: মার্কের সুসমাচারের বর্ণনার শেষ পর্যায় হচ্ছে ঈসা মসীহের পুনরুত্থান, যখন তাঁকে পরাক্রমের সাথে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে (রোমীয় ১:৪)।

১৬:৭ সাহাবীদেরকে আর পিতরকে: ঈসা মসীহ্ পিতরের জন্য বিশেষ চিন্তা রেখেছিলেন তাঁর অটল আস্থা এবং পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যানের কারণে (১৪:২৯-৩১,৬৬-৭২)।

যেমন তিনি তোমাদেরকে বলেছিলেন: ১৪:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমাদেরকে বলেছিলেন, সেখানে তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে। ৮ তখন তাঁরা বের হয়ে কবর থেকে পালিয়ে গেলেন, কারণ তাঁরা ভীষণ ভয়ে কাঁপছিলেন ও বিস্মিত হয়েছিলেন; তাঁরা এত ভয় পেয়েছিলেন যে, কাউকে কিছু বললেন না।

সাহাবীদের সঙ্গে ঈসা মসীহের সাক্ষাৎ

৯ সপ্তাহের প্রথম দিনে ঈসা খুব ভোরে পুনরুত্থিত হলে পর প্রথমে সেই মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন, যাঁর মধ্য থেকে তিনি সাতটি বদ-রূহ্ ছাড়িয়েছিলেন। ১০ তিনিই গিয়ে যাঁরা ঈসার সঙ্গে থাকতেন তাঁদেরকে সংবাদ দিলেন, তখন তাঁরা শোক ও কান্নাকাটি করছিলেন। ১১ যখন তাঁরা শুনলেন যে, তিনি জীবিত আছেন ও তাঁকে দর্শন দিয়েছেন, তখন সেই কথা তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।

১২ তারপর তাঁদের দু'জন যখন পল্লীগ্রামে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আর এক আকারে তাঁদের কাছে প্রকাশিত হলেন। ১৩ তাঁরা গিয়ে অন্য সকলকে এই কথা জানালেন, কিন্তু তাঁদের কথাতেও তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।

১৪ তারপর সেই এগার জন সাহাবী ভোজনে বসলে পর তিনি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হলেন এবং তাঁদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতার জন্য তাঁদেরকে তিরস্কার করলেন; কেননা তিনি পুনরুত্থিত হলে পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের কথায় তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। ১৫ আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা সারা দুনিয়ায় যাও, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার তবলিগ কর। ১৬ যে ঈমান আনে ও বাপ্তিস্ম নেয়, সে নাজাত পাবে; কিন্তু যে ঈমান আনে না, তার বিচার করে শাস্তি দেওয়া যাবে। ১৭ আর যারা ঈমান আনে, এই চিহ্নগুলো তাদের অনুবর্তী হবে; তারা আমার নামে বদ-রূহ্ ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা সাপ তুলবে, ১৮ এবং প্রাণনাশক কিছু পান করলেও তাতে কোন মতে তাদের ক্ষতি হবে না; তারা অসুস্থদের উপরে হাত রাখবে, আর তারা সুস্থ হবে।

১৯ তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার পর প্রভু ঈসাকে ঊর্ধ্বে, বেহেশতে তুলে নেওয়া হল এবং সেখানে তিনি আল্লাহ্‌র ডান পাশে বসলেন। ২০ আর তাঁরা প্রস্থান করে সর্বত্র তবলিগ করতে লাগলেন এবং প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে অনুবর্তী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই কালামের সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। আমিন।

[১৬:৯] মার্ক ১৫:৪৭; ইউ ২০:১১-১৮।
[১৬:১১] আঃ ১৩,১৪; লূক ২৪:১১।
[১৬:১২] লূক ২৪:১৩-৩২।
[১৬:১৪] লূক ২৪:৩৬-৪৩।
[১৬:১৫] লূক ২৪:৪৭,৪৮।
[১৬:১৬] ইউ ৩:১৬,১৮,৩৬।
[১৬:১৭] লূক ১০:১৭।
[১৬:১৮] প্রেরিত ২৮:৩-৫; ৬:৬।
[১৬:১৯] জবুর ১১০:১; মথি ২৬:২৪; রোমীয় ৮:৩৪; কল ৩:১; ইব ১:৩; ১২:২।
[১৬:২০] ইউ ৪:৪৮।

১৬:৯ মগ্দলীনী মরিয়ম: ১৫:৪০ আয়াতের নোট দেখুন।
১৬:১২-১৩ পল্লীগ্রামে যাচ্ছিলেন: ইম্মায়ু গ্রামের দিকে যাত্রারত দু'জন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত (লূক ২৪:১৩-৩৫)।
১৬:১৪ এগার জন সাহাবী: ইস্করিয়োতীয় এহুদা এর মধ্যে আত্মহত্যা করেছিল (মথি ২৭:৫)।
১৬:১৬ বাপ্তিস্ম নেয়: মার্ক ১:৪; রোমীয় ৬:৩-৪ আয়াতের নোট দেখুন।
১৬:১৮ প্রাণনাশক কিছু পান করলেও: ক্ষতি হয় না এমন প্রাণনাশক বিষ পান করার কোন ঘটনা ইঞ্জিল শরীফে দেখা যায় না। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখুন প্রেরিত ৮:৭; ২:৪; ২৮:৩-৫,৮।
১৬:১৯ আল্লাহ্‌র ডান পাশে: আল্লাহ্‌র অদ্বিতীয় কর্তৃত্বের অবস্থান (১৪:২৬; জবুর ১১০:১)।

ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সত্যিকারের প্রমাণ

ইতিহাসে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ঈসা সত্যিই আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন। ইতিহাসে এ পর্যন্ত কেউই নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি তা করেছেন ও সেই মত সব কিছু ঘটেছে। তিনি তাঁর কথা মত মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর কথা মত তিন দিন পর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।

শূন্য কবরের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা	এসব ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ	রেফারেন্স
ঈসা মসীহ্ ক্রুশে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন ও পরে তাঁর চেতনা ফিরে আসে	রোমীয় শত সেনাপতি পিলাতকে বলেছেন যে ঈসা সত্যিই ক্রুশে মারা গেছেন। সৈন্যরা ঈসার পা ভাঙ্গে নি, কারণ তারা দেখেছিল যে তিনি মারা গেছেন। একজন সৈন্য তাঁর পাজরে বল্লম দিয়ে খোঁচা মেরে দেখেছে যে, তিনি সত্যিই মারা গেছেন। অরিমাথিয়ার ইউসুফ ও নিকদীম সুগন্ধি মশলা মাখিয়ে ও কাফন পরিয়ে তাঁকে কবরস্থ করেছেন।	ইউহোন্না ১৯:৩২-৩৪ ইউহোন্না ১৯:৩৮-৪০
স্ত্রীলোকেরা ভুল করে অন্য কবরে গিয়েছিল	মগ্দলীনী মরিয়ম ও ইউসুফের মা মরিয়ম দেখেছিলেন কোথায় ঈসার লাশ কবর দেওয়া হয়েছে।	মথি ২৭:৫৯-৬১ মার্ক ১৫:৪৭ লূক ২৩:৫৫
অপরিচিত চোরেরা ঈসার লাশ চুরি করে নিয়ে গেছে	রবিবার সকালে পিতর ও ইউহোন্না একই কবর দেখতে গিয়েছিলেন।	ইউহোন্না ২০:৩-৯
সাহাবীরা ঈসার লাশ চুরি করে নিয়ে গেছেন	কবরটি সীলমোহর করা ছিল এবং রোমীয় সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল।	মথি ২৭:৬৫-৬৬
	ঈসার সাহাবীরা তাঁদের ঈমানের জন্য মরতে প্রস্তুত ছিলেন। ঈসার লাশ চুরি করলে তাঁদের মনে হত যে, তাঁদের ঈমানের কোন অর্থ নেই।	প্রেরিত ১২:২
ধর্মীয় নেতারা ঈসার দেহ চুরি করেছিল যেন পরে তা লোকদের দেখাতে পারে	ইহুদী ধর্মীয় নেতারা যদি তা করত তবে পরে তা লোকদের দেখাত যে, ঈসা সত্যি পুনরুত্থিত হন নি।	নেই